ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৬তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১২

মাসিক
আত-তাহরীক

১৬তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ইনোসেন্স অফ মুসলিম্স

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ১১শ বার্ষিকী উপলক্ষে এ বছর Innocense of Muslims (মুসলিমদের নির্দোষিতা) শিরোনামে আমেরিকা থেকে একটি সিনেমা চিত্র ইন্টারনেটে ছাড়া হয়েছে। যাতে পবিত্র কুরআন, ইসলাম ও ইসলামের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) সম্পর্কে জঘন্যতম মন্তব্য ও কুরুচিপূর্ণ চিত্রায়ন করা হয়েছে। ভিডিও চিত্রটি তারা ইউটিউব নামক সামাজিক ওয়েবসাইটে পোষ্ট করেছে এবং আরবীতে অনুবাদসহ মধ্যপ্রাচ্যে ছেড়েছে। ১০০ জন ইহুদীর ৫০ লক্ষ ডলার ব্যয়ে দীর্ঘদিন ধরে নির্মিত উক্ত নিকৃষ্টতম চলচ্চিত্রটির নির্মাতা ও প্রযোজক হ'ল ইসরাঈলী বংশোদ্ভূত মার্কিন ইহুদী নাগরিক ক্যালিফোর্ণিয়ার ৫৬ বছর বয়সী রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী স্যাম বাসিলে। উক্ত সিনেমায় ইসলামকে 'ক্যান্সার' ও মুসলমানকে 'গাধা' হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে কুৎসিত চরিত্রের মানুষ হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে এবং তাঁকে জঘন্যতম ভাষায় গালি-গালাজ করা হয়েছে। যেমন ইতিপূর্বে ২০১০ সালে ডেনমার্কের কার্টুনিস্ট ফিনলে গার্ড জেনসেন রাসূল (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র তৈরী করে প্রচার করেছিল ও সারা বিশ্বের নিন্দা কুড়িয়েছিল। সিনেমাটি তথ্যগত ভাবে ডাহা মিথ্যায় ভরা এবং নির্মাণশৈলীর দিক দিয়ে চরম বিকৃত রুচির পরিচায়ক।

প্রতিক্রিয়া : Every action has a reaction 'প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটা প্রতিক্রিয়া থাকে'। এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে সেটাই হয়েছে। মার্কিনী হামলায় সদ্য বিধ্বস্ত লিবিয়ার বেনগাযী শহরে মার্কিন কনস্যুলেটে জনগণের হামলায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টোফার স্টিভেন্সসহ ৪ জন মার্কিন কুটনীতিক ও ১০ জন লিবীয় রক্ষী নিহত হয়েছে। আফগানিস্তানে দু'জন মার্কিন সেনা কর্মকর্তা নিহত হয়েছে। কায়রোতে হাযার হাযার মানুষ বিক্ষোভ করেছে ও দেওয়াল টপকে মার্কিন দূতাবাসে প্রবেশ করে গাড়ী পুড়িয়েছে ও মার্কিন পতাকায় আগুন দিয়েছে। একই অবস্থা তিউনিসিয়া, সূদান, ইয়ামন, লেবানন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, কুয়েত ও বাংলাদেশ সহ বিশ্বের প্রায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রে হয়েছে। এমনকি ইসরাঈলেও ইহুদী শান্তিবাদীরা এর বিরুদ্ধে মিছিল করেছে ও এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। ইরানী পার্লামেন্টের আর্মেনীয় ও আসীরিয় দু'জন খৃষ্টান প্রতিনিধি এর প্রতিবাদ করে বলেছেন, এরা অজ্ঞতার যুগে ফিরে গেছে। কুরআনে ঈসা ও মারিয়ামের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে। ফলে এরা কুরআন পুড়িয়ে নিজেদের নবীকে অপমান করেছে'। মার্কিন সাংবাদিক ও লেখক রিক সানচেজ বলেছেন, মুসলমানেরা যদি এখন বাইবেল পোড়ায়, তাহলে কেমনটা হবে? অতএব তাদের একাজটি একেবারেই অজ্ঞতাসুলভ হয়েছে'। প্রেসিডেন্ট ওবামা এ ঘটনার নিন্দা করেছেন ও রাষ্ট্রদূত হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়ে লিবিয়া সীমান্তে দু'টি রণতরী পাঠিয়েছেন। এছাড়াও বিদেশে সকল মার্কিন দূতাবাসে যরূরী সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন। ইরান মুসলিম বিশ্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার

প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ সরকারও এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অনতিবিলম্বে উক্ত সিনেমা বন্ধ করার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এভাবে বিশ্বের সর্বত্র নিন্দাবাদ অব্যাহত রয়েছে। বিশ্বব্যাপী বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় ভীত হয়ে বীরপুঙ্গব স্যাম বাসিলে গা ঢাকা দিয়েছে। অতঃপর গোপন অবস্থান থেকে টেলিফোনে বলেছে যে, 'সে ইসলামকে ক্যান্সারের মত মনে করে এবং এই চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সে ইসলাম ধর্মের ত্রুটিগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। যা ইসরাঈলের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে সহায়ক হবে'। উল্লেখ্য যে, তার এই ভিডিও নির্মাণে সমর্থন জুগিয়েছেন নিউইয়র্কের বিতর্কিত খৃষ্টান ধর্মযাজক টেরি জোন্স। যিনি ২০১১ ও ১২ সালে প্রকাশ্যে কুরআন পোড়ানোর কারণে সারা বিশ্বে নিন্দিত হন। এখন প্রকাশ পেয়েছে যে, ঐ যাজক হ'ল মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চর। পাদ্রী হওয়াটা তার বাহ্যিক রূপ মাত্র।

ফিরে দেখা : ১৯১৭ সালে কুখ্যাত বেলফোর চুক্তির মাধ্যমে জাতিসংঘের তদারকিতে ফিলিস্তীনের মুসলিম ভূখণ্ডে ইহুদী রাষ্ট্র কায়েমের চক্রান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। হাযার বছরের আরব মুসলিমদের বিতাড়িত করে সেখানে বিভিন্ন দেশে ছড়ানো-ছিটানো ইহুদীদের বসতি স্থাপন করা হয়। উক্ত প্রক্রিয়া আজও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তীনের একাংশে 'ইসরাঈল' নামক রাষ্ট্র কায়েম করা হয় এবং সেখানকার স্থায়ী মুসলিম অধিবাসীরা বিতাড়িত হয়ে আশপাশের মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে উদ্বাস্তু হিসাবে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আজও তারা সেভাবেই মানবেতর জীবন যাপন করছে। পরাশক্তিগুলির পারস্পরিক যোগসাজশে প্রতিষ্ঠিত ইসরাঈল রাষ্ট্র মূলতঃ মধ্যপ্রাচ্যের তৈল ভাণ্ডারের উপর স্থায়ীভাবে ছড়ি ঘুরানোর জন্য এবং সেখানকার তৈল স্বল্পমূল্যে ভোগ করার জন্য একটি সামরিক কলোনী মাত্র। পরাশক্তির সমর্থন ব্যতীত একদিনও এ রাষ্ট্রের টিকে থাকার ক্ষমতা নেই। আল্লাহ বলেন, '(ওদের নিরাপত্তার ব্যাপারে) আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি (নিরপরাধ বৃদ্ধ ও নারী-শিশুদের হত্যা না করা) ও মানুষের প্রতিশ্রুতি (সন্ধিচুক্তি) ব্যতীত তারা যেখানেই অবস্থান করুক না কেন ওদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা আল্লাহ্র ক্রোধ অর্জন করেছে। আর ওদের উপর মুখাপেক্ষিতা আরোপ করা হয়েছে। একারণে যে, ওরা আল্লাহ্র আয়াত সমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তারা নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। ওরা অবাধ্যতা করেছিল ও সীমা লংঘন করেছিল' *(আলে ইমরান ৩/১১২)*। খৃষ্টানরা ঈসা ও তার মা মারিয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে তাঁদেরকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করেছে। ইহুদী ও নাছারা উভয় জাতি আল্লাহ্র কিতাবকে বিকৃত ও বিনষ্ট করেছে ও তার বিনিময়ে দুনিয়া উপার্জন করেছে। তাদের কেতাবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের সুসংবাদ লিপিবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও তারা তা মানেনি এবং শেষনবীকে পেয়েও তাঁকে স্বীকার করেনি। শুধু তাই নয়, তারা তাঁর ও তাঁর উম্মতের বিরুদ্ধে সবধরনের চক্রান্ত করেছে। অতঃপর বিগত নবীগণের ন্যায় শেষনবীকেও হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে। আজও তারা একই অভ্যাসের পুনরাবৃত্তি করছে। তাই এদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্র নিকটে আমাদেরকে সূরা ফাতিহায় প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে ঐ লোকদের পথে পরিচালিত করবেন না, যারা অভিশপ্ত হয়েছে ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। এই দো'আর শেষে বলতে হয় 'আমীন' (হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন)। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এই লোকগুলি কারা? তিনি বললেন, ওরা হ'ল ইহুদী ও নাছারা' *(তিরমিযী)*। মুসলিম উম্মাহকে সাবধান করে আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! ইয়াহূদ ও নাছারাদের তোমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। ওরা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যারা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের সুপথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। ওদের চক্রান্তে অতিষ্ঠ রাসূলকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ বলেন, 'ইহুদী-নাছারাগণ কখনোই আপনার উপর খুশী হবে না, যতক্ষণ না আপনি ওদের দলভুক্ত হন। আপনি বলে দিন যে, আল্লাহ প্রেরিত সুপথই হ'ল সুপথ। অতএব আপনি যদি আপনার নিকট নিশ্চিত জ্ঞান (অহি-র বিধান) এসে যাওয়ার পরেও ওদের খোশ-খেয়াল সমূহের অনুসরণ করেন, তাহলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে আপনার কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না' *(বাক্বারাহ ২/১২০)*। দুর্ভাগ্য! মুসলিম উম্মাহ্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের কাছে অহি-র বিধান কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ থাকা সত্ত্বেও তা বাদ দিয়ে ইহুদী-নাছারাদের চালান করা নানা ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারী হয়েছেন ও প্রায় সর্বক্ষেত্রে তাদের তাবেদার হয়েছেন। পাশ্চাত্য বিশ্বের নেতারা সালমান রুশদী সহ এযাবত কোন ব্যঙ্গকারীকে শাস্তি দেয়নি। বরং বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছেন। যদি তারা তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিতেন, তাহলে আজকে এ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতো না। অতএব বর্তমান ঘটনার জন্য মূলতঃ পাশ্চাত্যের নেতারাই দায়ী। সেকারণ তাদের উপরে নেমে আসছে একের পর এক লাঞ্ছনা ও অপমানকর পরিণতি। শান্তিপ্রিয় বিশ্বের এ ক্ষোভ ও ঘৃণা থেকে বাঁচার উপায় তাদের নেই।

ক্রোধের কারণ : (ক) ওরা কুরআনের উপরে নাখোশ। কারণ কুরআনই পৃথিবীর বুকে একমাত্র ইলাহী ধর্মগ্রন্থ, যা অবিকৃত রয়েছে ও ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং যা পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। এর হেফাযতের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯)*। কুরআন মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্য পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। যা সত্য ও ন্যায় দ্বারা পূর্ণ। যার পরিবর্তনকারী কেউ নেই *(আন'আম ৬/১১৫)*। তাওরাত-ইনজীল ছিল অপূর্ণাঙ্গ ও কেবল সে যুগীয়। তাই আল্লাহ তার স্থায়ীত্বের দায়িত্ব নেননি। ফলে তা স্বাভাবিকভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাই রাগে ও ক্ষোভে ওরা কুরআনকে গুলি করে। যেমন ইরাকের আবু গারীব কারাগারে তারা করেছে। কুরআনকে পুড়িয়ে মনের ঝাল মিটায়। যেমন পাদ্রী টেরি জোন্স নিউইয়র্কে গত বছর ও এ বছর করেছে। ইরাকে গত ১৯শে মে'১২ এবং আফগানিস্তানে মার্কিন সেনারা এ বছর কুরআন পুড়িয়েছে। ১৯৮৯ সালে ওরা সালমান রুশদীকে দিয়ে ঝধঃধহরপ ঠবৎংবং (স্যাটানিক ভার্সেস) লিখিয়ে কুরআনের আয়াত সমূহকে 'শয়তানের

পদাবলী' বলেছে। ১৯৯৪ সালে তাসলীমা নাসরীনকে দিয়ে 'লজ্জা' উপন্যাস লিখিয়ে কুরআন পরিবর্তনের দাবী করেছে। যেমন ইতিপূর্বে আবু জাহলরা দাবী করেছিল *(ইউনুস ১০/১৫)*। (খ) ওরা 'ইসলাম'-কে বরদাশত করতে পারে না। কেননা 'আল্লাহ্র নিকট মনোনীত একমাত্র দ্বীন হ'ল ইসলাম' *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। ইসলামের বাণী যার অন্তরে প্রবেশ করে, সে মুসলমান হয়ে যায়। যেমন নাইন ইলেভেনের পরে পাশ্চাত্যের মানুষ এখন অধিক হারে ইসলাম কবুল করছে। তাদেরই হিসাব মতে ২০৫০ সালের মধ্যে 'ইসলাম' বিশ্বধর্মে পরিণত হবে। বড় কথা হ'ল, অন্য ধর্ম ছেড়ে মানুষ ইসলাম কবুল করে। কিন্তু ইসলাম ছেড়ে অন্য ধর্ম কবুলের ঘটনা একেবারেই বিরল। তাই তারা ইসলামকে 'ক্যান্সার' বলেছে। আর মুসলমানকে বোকা, 'গাধা' বলেছে। আর সেকারণেই খাঁটি ঈমানদারগণের উপর ওদের রাগ বেশী। তাই এ বছর আফগানিস্তানে তালেবানদের মৃত লাশের উপর দাঁড়িয়ে মার্কিন সেনাদের পেশাব করতে এবং তা ভিডিও চিত্রে ধারণ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতেও এদের লজ্জা হয়নি। দেশে দেশে প্রকৃত ইসলামী নেতারাই এখন এদের টার্গেট। (গ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর রাগের কারণ, তিনিই একমাত্র বিশ্বনবী। মূসা ও ঈসা সহ সকল নবী ছিলেন গোত্রীয় নবী। শেষনবীর আবির্ভাবের পর সকল মানুষের জন্য অনুসরণীয় একমাত্র নবী হলেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)। যার আগমনের সুসংবাদ স্বয়ং ঈসা (আঃ) দিয়ে গিয়েছেন *(ছফ ৬১/৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলে গেছেন 'যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, তার কসম করে বলছি যে, ইহুদী হৌক, নাছারা হৌক, পৃথিবীর যে কেউ আমার আবির্ভাবের কথা শুনেছে, অতঃপর মৃত্যুবরণ করেছে। অথচ আমার আনীত দ্বীনের উপর ঈমান আনেনি, সে ব্যক্তি জাহান্নামের অধিবাসী হবে' *(মুসলিম)*। তিনি আরও বলেন, ভূপৃষ্ঠের এমন কোন শহর-গ্রাম ও বস্তিঘর থাকবে না, যেখানে ইসলামের কলেমা প্রবেশ করবে না। তারা সম্মানিত অবস্থায় ইসলাম কবুল করবে অথবা অসম্মানিত অবস্থায় এর অনুগত হবে। আর এভাবেই দ্বীন আল্লাহ্র জন্য পরিপূর্ণ হয়ে যাবে' *(আহমাদ)*। ইহুদী-নাছারা ও তাদের দোসরদের হাযারো চেষ্টা সত্ত্বেও ইসলাম দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। এক হিসাবে জানা যায় ইসলামের বিরুদ্ধে বছরে তারা ৫০০ কোটি ডলার ব্যয় করে এবং তাদের দু'শোর বেশী ইলেকট্রনিক মিডিয়া বর্তমানে এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও ইসলামী নেতাদের তারা ছলে-বলে-কৌশলে দলে ভিড়াচ্ছে। অথবা ভয় দেখিয়ে গোলাম বানিয়ে রেখেছে। কিন্তু মার্কিন সেনারাই এখন মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। খোদ টনি ব্লেয়ারের শ্যালিকা মুসলমান হয়ে গেছেন। তাই বর্তমানে যা কিছু ঘটছে, সবই তাদের আদর্শিক পরাজয়ের ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আল্লাহ বলেন, হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ব্যতীত অন্যদের মিত্ররূপে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে পিছপা হবে না। তোমরা যাতে বিপন্ন হও, তারা সেটাই কামনা করে। তাদের মুখ থেকে বিদ্বেষ সমূহ বেরিয়ে আসে। আর যা তাদের অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তা আরও ভয়ংকর। আমরা তোমাদের নিকট আয়াত সমূহ বিবৃত করছি। যাতে তোমরা বুঝ'। 'সাবধান! তোমরা তাদের ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদের ভালবাসে না। অথচ তোমরা (পূর্ববর্তী) সকল ইলাহী কিতাবে বিশ্বাস করে থাক। যখন ওরা তোমাদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা বিশ্বাস করি। আর যখন তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের প্রতি আক্রোশে আঙ্গুল কাটে। আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের ক্রোধে মরো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকলের হৃদয়ের খবর রাখেন' *(আলে ইমরান ৩/১১৮-১৯)*।

অতএব হে মুসলিম ভাই ও বোন! ধৈর্য ধারণ কর। নিজের দ্বীনের উপর আরও দৃঢ় হও। অন্যদের থেকে সাবধান থাক। সার্বিক জীবনে ইসলামের যথার্থ অনুসারী হও। 'পৃথিবীর মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী করেন। তবে শুভ পরিণাম কেবলমাত্র আল্লাহভীরু বান্দাদের জন্যই নির্ধারিত' *(আ'রাফ ৭/১২৮)*।

জাতিধর্ম নির্বিশেষে বিশ্বের যেসকল বিবেকবান মানুষ এ ঘটনার নিন্দা করেছেন, আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সাথে সাথে এর প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। নইলে শত্রুরা এটাকে অজুহাত বানাবে। মনে রাখা আবশ্যক যে, মসজিদে নববীতে জনৈক বেদুঈন দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিল। ছাহাবীগণ তাকে মারতে উদ্যত হলে রাসূল (ছাঃ) তাদের নিবৃত্ত করেন ও সেখানে পানি ঢালতে বলেন। অতঃপর বলেন, 'তোমরা প্রেরিত হয়েছ সরল নীতির ধারক হিসাবে, কঠোর নীতির ধারক হিসাবে নয়' *(বুখারী)*। বস্তুতঃ এখানেই ইসলামের সৌন্দর্য। আর এভাবেই ইসলাম মানুষের অন্তর জয় করে থাকে ও সর্বত্র বিজয়ী হয়।

পরিশেষে আমরা প্রেসিডেন্ট ওবামা সহ সকল ইহুদী-নাছারা ও অমুসলিম বনু আদমকে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে মৃত্যুর আগে ইসলাম কবুল করার আহ্বান জানাচ্ছি। সেদিনের খ্রিষ্টান বাদশাহ নাজাশী ও তাঁর পাদ্রীরা কুরআন শুনে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। আজকের ওবামারা কি সেটা পারেন না? অতএব দু'দিনের এ দুনিয়াবী মরীচিকায় আচ্ছন্ন না থেকে আসুন আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের কাছে মাথা নত করি ও জান্নাতের অধিকারী হই। কুরআনকে বুকে ধারণ করি ও মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করে ধন্য হই। ঐ শুনুন, আপনাদের জন্যই নেমে এসেছে আসমানী তারবার্তা: '(কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদের শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে) তবে তাদের নয়, যারা তওবা করে এবং ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহ পুণ্যের দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(ফুরক্বান ২৫/৭০)*। হে আল্লাহ! তুমি কুরআন, ইসলাম ও ইসলামের নবীর সম্মানকে আরও উচ্চ কর এবং অসম্মানকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাও। যেমন তুমি দিয়েছিলে ফেরাঊনকে। আমীন! ইয়া রব্বাল আলামীন!!

[এ ঘটনার বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ হ'তে আমীরে জামা'আতের বিবৃতি ১৭ ও ১৮ই সেপ্টেম্বর দৈনিক ইনকিলাবের ২য় পৃষ্ঠায় ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। -সম্পাদক]

দরসে

ফেরকা নাজিয়া-এর পরিচয়

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَىْ عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ- وَفِيْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَبِيْ دَاوُدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ: «ثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِيْ النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِيْ الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ-

অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উপরে তেমন অবস্থা আসবে, যেমন এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপরে এক জোড়া জুতার পরস্পরের সমান হওয়ার ন্যায়। এমনকি তাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, যে তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যেনা করেছে, তাহ'লে আমার উম্মতের মধ্যে তেমন লোকও পাওয়া যাবে যে এমন কাজ করবে। আর বনু ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। সবাই জাহান্নামে যাবে, একটি দল ব্যতীত। তারা বললেন, সেটি কোন দল হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, যারা আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার উপরে টিকে থাকবে'। -

অতঃপর আহমাদ ও আবুদাঊদ হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, ৭২ দল জাহান্নামী হবে ও একটি দল জান্নাতী হবে। আর তারা হ'ল- আল-জামা'আত। আর আমার উম্মতের মধ্যে সত্বর এমন একদল লোক বের হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তি পরায়ণতা এমনভাবে প্রবহমাণ হবে, যেভাবে কুকুরের বিষ আক্রান্ত ব্যক্তির সারা দেহে সঞ্চারিত হয়। কোন একটি শিরা বা জোড়া বাকী থাকে না যেখানে উক্ত বিষ প্রবেশ করে না।[১]

সনদ : আলবানী 'হাসান' বলেছেন। তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন বিভিন্ন 'শাওয়াহেদ'-এর কারণে। হাকেম বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করার পর বলেন, هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث 'এই সকল সনদ হাদীছটি ছহীহ হওয়ার পক্ষে দলীল হিসাবে দণ্ডায়মান'।[২] ছাহেবে মির'আত উক্ত মর্মের ১০টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন 'শাওয়াহেদ' হিসাবে। অতঃপর তিনি বলেন, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীছ সমূহের কোনটি 'ছহীহ' কোনটি 'হাসান' ও কোনটি 'যঈফ'। অতএব افتراق الأمة -এর হাদীছ নিঃসন্দেহে 'ছহীহ' (صحيح من غير شك)।[৩]

সারমর্ম : মুসলিম উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি মাত্র দল শুরুতেই জান্নাতী হবে।

হাদীছের ব্যাখ্যা : হাদীছটি افتراق الأمة নামে প্রসিদ্ধ। এর মধ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী লুকিয়ে রয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে মুসলিম উম্মাহ্র আক্বীদাগত বিভক্তি ও সামাজিক ভাঙনচিত্র যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি তা থেকে নিষ্কৃতির পথও বাৎলে দেওয়া হয়েছে। এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যত দলই সৃষ্টি হউক না কেন, একটি দলই মাত্র শুরু থেকেই জান্নাতী হবে, যারা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা ও আমলের যথার্থ অনুসারী হবে।

(لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِيْ مَا أَتَىْ عَلَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ) 'নিশ্চয়ই আমার উম্মতের উপরে তেমন অবস্থা আসবে, যেমন অবস্থা এসেছিল বনু ইস্রাঈলের উপরে এক জোড়া জুতার পরস্পরে সমান হওয়ার ন্যায়'। لَيَأْتِيَنَّ 'অবশ্যই আসবে' অর্থ 'আপতিত হবে'। এখানে اتي ক্রিয়াটির পরে على অব্যয়টি এসে তাকে 'সকর্মক' করেছে। যার সঠিক তাৎপর্য দাঁড়াবে الغلبة المؤدة إلي الهلاك 'ঐরূপ বিজয় যা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়'। যেমন আল্লাহ বলেন, وَفِيْ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ - مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ 'এবং নিদর্শন রয়েছে 'আদ-এর কাহিনীতে, যখন আমরা তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু'। এই বায়ু যার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, তাকেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল' *(যারিয়াত ৫১/৪১-৪২)*। একই ক্রিয়াপদ অত্র হাদীছে ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বনু ইস্রাঈলের উপরে দলাদলির যে গযব আপতিত হয়েছিল, একই ধরনের গযব আমার উম্মতের উপরে আপতিত হবে। 'এক জোড়া জুতার পরস্পরে সমান হওয়ার ন্যায়' বাক্যটি আনা হয়েছে দুই উম্মতের অবস্থার সামঞ্জস্য বুঝাবার জন্য।

১. *তিরমিযী হা/২৬৪১, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২; আবুদাঊদ হা/৪৫৯৬-৯৭; আহমাদ হা/১৬৯৭৯; মিশকাত হা/১৭১-১৭২; ছহীহাহ হা/১৩৪৮।*

২. *হাকেম ১/১২৮।*

৩. *মির'আত ১/২৭৬-৭৭।*

রাসূল (ছাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ওছমান (রাঃ)-এর মর্মান্তিক শাহাদাতের প্রাক্কাল থেকেই শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রাজনৈতিক দলাদলিকে যুক্তিসিদ্ধ করতে গিয়ে সৃষ্টি হয় উছূলী বিভক্তি। এভাবে দলাদলির শিকার হয়ে জীবন দিতে হয়েছে হযরত আলীকে এবং তৎপুত্র হযরত হোসায়েন, আশারায়ে মুবাশশারাহ্র সদস্য হযরত যোবায়ের, হযরত তালহা, পরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন যোবায়ের প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণকে। এরপর উমাইয়া শাসনামলে তাদের বিরোধী গণ্য করে খ্যাতনামা তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, মুহাম্মাদ 'নফসে যাকিইয়াহ' (পবিত্রাত্মা) সহ শত শত বিদ্বান সরকারী নির্যাতন ও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। বনু ইস্রাঈল তাদের হাযার হাযার নবীকে হত্যা করেছে। মুসলমানরা উম্মতের উপরোক্ত সেরা ব্যক্তিবর্গকে হত্যা করেছে, যারা ছিলেন উম্মতের নক্ষত্রতুল্য। এরপর হিজরী দ্বিতীয় শতক থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন বিদ'আতী ও ভ্রান্ত দলের পণ্ডিতবর্গ প্রাণান্ত কোশেশ করে যাচ্ছেন কুরআন-হাদীছের পরিবর্তন কিংবা সেখানে কিছু যোগ-বিয়োগ করার জন্য। যদিও তারা সর্ব যুগে ব্যর্থ হয়েছেন, এখনও হচ্ছেন এবং সেটা হ'তেই হবে। কেননা আল্লাহ স্বয়ং কুরআন ও হাদীছের হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ১৫/৯; ক্বিয়ামাহ ৭৫/১৬-১৯)*। তথাপি তাদের এই অপচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং যা ইহুদী-নাছারাদের তাওরাত-ইঞ্জীল বিকৃতির চেষ্টার সাথে অনেকটা তুলনীয়। বর্তমান যুগে মুসলিম দেশগুলিতে ইহুদী-নাছারা পণ্ডিত ও রাজনৈতিক নেতাদের আবিস্কৃত ও চালুকৃত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি মতবাদ সমূহ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার বদলে বিভক্ত করেছে ও পরস্পরে দলাদলি ও হানাহানি-কাটাকাটিতে সমাজে ব্যাপক অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে চলেছে।

হাদীছটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা বলা যায়। যেখানে আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ– 'আর তোমরা তাদের মত হয়ো না (অর্থাৎ ইহুদী-নাছারাদের মত হয়ো না), যারা তাদের নিকটে (আল্লাহ্র) স্পষ্ট প্রমাণাদি এসে যাওয়ার পরেও নিজেরা ফের্কায় ফের্কায় বিভক্ত হয়ে গেছে এবং পরস্পরে মতবিরোধ করেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

অন্যত্র আল্লাহ দলাদলিকে দুনিয়াবী শাস্তির স্বাদ আস্বাদন হিসাবে উল্লেখ করে বলেন, قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَاباً مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعاً وَيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ– '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, তিনি এ ব্যাপারে ক্ষমতাবান যে, তিনি তোমাদের উপরে কোন আযাব উপর থেকে বা তোমাদের পায়ের নীচ থেকে অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত করে সবাইকে মুখোমুখি করে দিবেন এবং পরস্পরকে আক্রমণের স্বাদ আস্বাদন করাবেন' *(আন'আম ৬/৬৫)*।

(حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلاَنِيَةً لَكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ) 'এমনকি তাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে, যে তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে যেনা করেছে, তাহ'লে আমার উম্মতের মধ্যে তেমন লোকও পাওয়া যাবে, যে এমন কাজ করবে'। একথার মাধ্যমে একটি চূড়ান্ত অসম্ভব বিষয়কে উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয়েছে বিগত অভিশপ্ত উম্মত বনু ইস্রাঈলের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করার জন্য। এখানে 'মা' বলতে 'পিতার স্ত্রী' বুঝানো হয়েছে, নিজের গর্ভধারিণী মা নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, অভিশপ্ত ইহুদী ও পথভ্রষ্ট খ্রিষ্টানদের ন্যায় অবস্থা মুসলমানদেরও হবে।

(وَإِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً) 'আর বনু ইস্রাঈল ৭২টি ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল'। আনাস (রাঃ) হ'তে ইবনু মাজাহ ও আবু ইয়া'লা বর্ণিত অপর হাদীছে এসেছে, ইহুদীরা ৭১টি ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল। সবাই জাহান্নামী ছিল এবং একটি ফের্কা মাত্র জান্নাতী ছিল। নাছারাগণ ৭২টি ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল। সবাই জাহান্নামী ছিল, একটি ফের্কা মাত্র জান্নাতী ছিল'।[৪] একই মর্মে হাদীছ এসেছে ত্বাবারাণীতে আবু উমামাহ, আবুদ্দারদা, ওয়াছেলা ইবনুল আসক্বা' ও আনাস (রাঃ) হ'তে এবং ইবনু মাজাহতে 'আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে। তিরমিযীতে আবু হুরায়রা ও অন্যান্য ছাহাবী হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ইহুদীগণ ৭১ অথবা ৭২ ফের্কায় (রাবীর সন্দেহ) বিভক্ত হয়েছিল। নাছারাগণও অনুরূপ'।[৫]

(مِلَّةٌ) 'মিল্লাত' অর্থ তরীকা বা পথ-পন্থা। কিন্তু প্রায়োগিক অর্থ হ'ল 'আহলে মিল্লাত' বা তরীকার অনুসারী একটি দল। অর্থাৎ كل فعل وقول اجتمع عليه جماعة حقا كان أو باطلا 'হক হৌক বা বাতিল হৌক, মিল্লাত বলা হয়, ঐসব কাজ ও কথাকে যার উপরে একদল লোক একত্রিত হয়'। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এখানে ইহুদী-নাছারাদের আবিস্কৃত বিভিন্ন তরীকা ও রীতি-পদ্ধতিকে 'মিল্লাত' বলে অভিহিত করেছেন বিস্তৃত অর্থে'। কেননা তাদের এইসব তরীকার অনুসারী বিরাট বিরাট দল মওজুদ ছিল। যেমন এখনকার খ্রিষ্টান বিশ্ব রোমান ক্যাথলিক, প্রটেষ্ট্যান্ট ও অর্থডক্স নামে বিরাট তিনটি দলে বিভক্ত।

---

৪. *ইবনু মাজাহ হা/৩৯৯২।*
৫. *তিরমিযী হা/২৬৪০।*

'মিল্লাত'-এর পারিভাষিক অর্থ হ'ল : مَا شَرَعَ اللهُ لِعِبَادِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ أَنْبِيَاءِهِ لِيَتَوَصَّلُوْا بِهِ إِلَى قُرْبَتِهِ 'ঐ সকল বিধি-বিধান, যা আল্লাহ স্বীয় নবীগণের যবানে স্বীয় বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করেছেন। যার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিলে সমর্থ হয়'। এর দ্বারা পূর্ববর্তী ও বর্তমান সকল এলাহী শরী'আতকে বুঝানো হয়। পরবর্তীতে এই শব্দটি বিস্তৃত অর্থে ভাল ও মন্দ সকল দলকে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়ে থাকে, اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ 'কাফের সবাই এক দলভুক্ত'। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার মূল প্রশ্নে কাফের সবাই এক দলভুক্ত। অনুরূপভাবে ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝের বাইরে আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে মুসলমানদের মধ্যকার ভ্রান্ত ও বিদ'আতী ফের্কাগুলি সবাই মূলতঃ এক দলভুক্ত। যেমন বলা হয়, أَهْلُ الْبِدْعِ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ 'বিদ'আতী সবাই এক দলভুক্ত'।

(وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً) 'আর আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে'। এখানে 'উম্মত' বলতে أمة الإجابة অর্থাৎ ইসলাম কবুলকারী উম্মত বুঝানো হয়েছে। অতএব একই ক্বিবলার অনুসারী ৭৩ ফের্কাভুক্ত সকল মুসলমান একই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। যদিও এমন কিছু কিছু বিদ'আত রয়েছে, যা তার অনুসারীকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

ফের্কাবন্দীর অর্থ : এখানে افتراق الأمة বা উম্মতের ফের্কাবন্দী বলতে ছাহাবা, তাবেঈন ও আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনের সুধারণা প্রসূত ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্য কিংবা শরী'আতের ব্যবহারিক শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে পার্থক্যকে বুঝানো হয়নি। অথবা দুনিয়াবী কোন বিষয়ে দলাদলিকে বুঝানো হয়নি। বরং বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী আক্বীদা ও আমলের উদ্ভব ঘটিয়ে তার ভিত্তিতে সৃষ্ট দলসমূহকে বুঝানো হয়েছে। যারা প্রত্যেকে নিজেকে সঠিক বলে দাবী করে ও অন্যকে কাফির-ফাসিক ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করে। যাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কহীনতা, শত্রুতা এমনকি হানাহানির অবস্থা বিরাজ করে। ৩৭ হিজরীর পর থেকে যার উদ্ভব ঘটে খারেজী ও শী'আ নামে এবং প্রথম শতাব্দী হিজরীর শেষ দিকে উদ্ভব হয় ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মুরজিয়া, অতঃপর মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত দলসমূহের। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

উল্লেখ্য যে, দুনিয়াবী বিষয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য ও বিভক্তি তখনই গোনাহের চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হবে, যখন তা আক্বীদাগত ও দ্বীনী বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। যেমন হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যকার পারস্পরিক রাজনৈতিক মতবিরোধ ও পরিণামে যুদ্ধ-বিগ্রহ-কে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে সৃষ্টি হয় খারেজী ও শী'আ মতবাদ, যা একেবারেই ভ্রান্ত।

ইহুদী-নাছারাগণ বিশ্বাসগতভাবে তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছিল। সে বিষয়ে সাবধান করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ- 'নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গিয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত। অতঃপর তিনি জানিয়ে দিবেন যা কিছু তারা করে থাকে' *(আন'আম ৬/১৫৯)*। অনুরূপভাবে ব্যবহারিক শাখা-প্রশাখাগত বিষয়ে বিভিন্ন মাযহাবী পার্থক্য মূলতঃ দোষণীয় নয়। কিন্তু এটা কবীরা গোনাহের পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখনই, যখন তার কারণে তাক্বলীদ[৬] সৃষ্টি হয় এবং তার ভিত্তিতে উম্মত বিভক্ত হয় ও পারস্পরিক দলাদলি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়। নিঃসন্দেহে এটাও ফের্কাবন্দী, যা থেকে আল্লাহ নিষেধ করে বলেন, وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ- 'তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা ফের্কাবন্দী করেছে এবং পরস্পরে বিরোধ করেছে স্পষ্ট বিধান সমূহ এসে যাওয়ার পরেও। তাদের জন্য রয়েছে ভয়ংকর আযাব' *(আলে ইমরান ৩/১০৫)*।

(ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ مِلَّةً) '৭৩ ফের্কা'। এর তাৎপর্য বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এর সংখ্যা কি ৭৩-য়ে সীমায়িত, না কি এর অর্থ অগণিত? কেউ বলেছেন, এর অর্থ অগণিত। কেননা বিদ'আতী দল ও উপদলের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সংখ্যা গণনা করাই কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে। কেউ বলেছেন যে, সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাক, তার সংখ্যা ৭৩-এর মধ্যেই সীমায়িত হ'তে হবে। এ বিষয়ে বিদ্বানগণ বিদ'আতী ফের্কা সমূহের সংখ্যা গণনা করেছেন। যেমন কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, উছূল বা মূলনীতির দিক দিয়ে সকল বিদ'আতী ও ভ্রান্ত ফের্কা ৪টি মূল দলে বিভক্তঃ খারেজী, শী'আ, ক্বাদারিয়া ও মুর্জিয়া। প্রত্যেকটি দল ১৮টি করে উপদলে বিভক্ত হয়ে মোট ৭২টি দল হয়েছে। বাকী ১টি দল হ'ল নাজী ফের্কা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। আব্দুল করীম শাহরাস্তানীও অনুরূপ চারটি মূল দলে বিভক্ত করেছেন। কোন কোন বিদ্বান উপরোক্ত চারটি দলের সাথে আরও চারটি যোগ করে মোট ৮টি মূল দলে বিভক্ত করেছেন। বাকী ৪টি হ'ল মু'তাযিলা, মুশাব্বিহা, জাবরিয়া ও নাজ্জারিয়া। কেউ বলেছেন, মূল দল হ'ল ৬টিঃ হারূরিয়া (খারেজী), ক্বাদারিয়া, জাহমিয়া, মুর্জিয়া, রাফেযাহ (শী'আ), জাবরিয়া। তবে শেষের ৮টি ও ৬টি প্রথম ৪টির

৬. শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারু কোন কথার অন্ধ অনুসরণকে তাক্বলীদ বলা হয়। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে ইত্তেবা বলা হয়। ইসলামে তাক্বলীদ নিষিদ্ধ ও ইত্তেবা অপরিহার্য।

মতই। তাই উত্তম হবে ভ্রান্ত দল সমূহের সংখ্যা নির্দিষ্ট না করা। যার সবগুলি নাজী ফের্কার আক্বীদা ও আমলের বিরোধী। ভ্রান্ত ফের্কাগুলির বিস্তৃত আক্বীদা জানার জন্য ইবনু হযমের আল-ফিছাল, শাহরাস্তানীর আল-মিলাল, আব্দুল ক্বাহের বাগদাদীর উছূলুদ্দীন এবং আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক্ব, আব্দুল কাদের জীলানীর কিতাবুল গুনিয়াহ, শাত্বেবীর আল-ই'তিছাম প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

তবে আবু ইসহাক শাত্বেবী, আবুবকর তারতূশী, ছাহেবে মির'আত ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী প্রমুখের চিন্তাধারা এই যে, ফির্কায়ে নাজিয়াহ্র বিপরীতে ভ্রান্ত দল সমূহের এই সংখ্যাকে ৭২-এর মধ্যে সীমায়িত করা যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা ক্বিয়ামত পর্যন্ত ভ্রান্ত দল ও উপদলের সংখ্যা বাড়তেই থাকবে। শাত্বেবী বলেন, ভ্রান্ত দলসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক- যাদের সম্পর্কে হাদীছে সাবধান করা হয়েছে। যেমন- খারেজী, মুর্জিয়া, ক্বাদারিয়া প্রভৃতি। দুই- যাদের সম্পর্কে হাদীছে নাম করে কিছু বলা হয়নি। অথচ এরাই হ'ল মানবরূপী শয়তান। যারা বিভিন্ন যুক্তি ও জৌলুসের মাধ্যমে সরল-সিধা মুমিনকে পথভ্রষ্ট করে। এদের কতগুলি নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শনগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। সংক্ষিপ্ত (إجمالي) ও বিস্তারিত (تفصيلي)। প্রথমটির মৌলিক নিদর্শন হ'ল তিনটি। যথা- (ক) বিভেদ সৃষ্টি করা (الفُرقة)। যার মাধ্যমে তারা পরস্পরে বিদ্বেষ, শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত করে, যা ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য ধ্বংসের কারণ হয়। (খ) মুহকাম আয়াত সমূহ বাদ দিয়ে কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াত সমূহের পিছে পড়ে থাকা। (গ) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং নিজস্ব রায়কে শারঈ দলীল সমূহের উপরে অগ্রাধিকার দেয়া (تحكيم العقل علي النصوص)। অতঃপর প্রত্যেক ভ্রান্ত ব্যক্তি বা দলের বিস্তারিত নিদর্শন সমূহ (علامات تفصيلية) কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল সমূহের প্রতি দৃকপাত করলে যেকোন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আলেম তাদেরকে সহজে চিহ্নিত করতে পারবেন'।[7]

আমরা মনে করি যে, ৭১, ৭২ ও ৭৩ বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরবীয় বাকরীতি অনুযায়ী 'আধিক্য এবং আধিক্যের পরিমাণ' বুঝাতে চেয়েছেন। তিনি এ বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে, ক্বিয়ামত যতই ঘনিয়ে আসবে, উম্মতের ভাঙন, পদস্খলন ও ফের্কাবন্দী ততই বৃদ্ধি পাবে। অতএব অগ্রগামী উম্মত হিসাবে ইহুদীরা ৭১ দলে, পরবর্তী উম্মত হিসাবে নাছারাগণ ৭২ দলে এবং তার পরবর্তী ও সর্বশেষ উম্মত হিসাবে মুসলিম উম্মাহ ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। অর্থাৎ তাদের ভাঙন ও অধঃপতন বিগত সকল উম্মতের চাইতে বেশী হবে। এভাবে সারা পৃথিবীতে যখন একজন তাওহীদপন্থী মুমিনও অবশিষ্ট থাকবে না, তখনই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[8]

(كُلُّهُمْ فِي النَّارِ) 'তাদের সবাই জাহান্নামে যাবে'। অর্থাৎ كلهم يستحقون الدخول في النار من أجل اختلاف العقائد 'সবাই জাহান্নামের হকদার হবে ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন হওয়ার কারণে'। অতঃপর যাদের আক্বীদা কুফরীর পর্যায়ভুক্ত ছিল, তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামী হবে। কারণ 'যে ব্যক্তি শিরক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করেছেন' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। পক্ষান্তরে যাদের আক্বীদা ঐ পর্যায়ভুক্ত ছিল না, তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা না করলে জাহান্নামে যাবে। আর ক্ষমা করলে মুক্তি পাবে। কেননা 'আল্লাহ শিরক ব্যতীত অন্য সকল গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করতে পারেন' *(নিসা ৪/৪৮, ১১৬)*। তবে শেষোক্ত পর্যায়ের জাহান্নামীরা তাদের খালেছ ঈমানের কারণে এবং রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে অবশেষে মুক্তি পাবে ও জান্নাতে যাবে।[9]

(إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً) 'একটি দল ব্যতীত'। অর্থাৎ এরা শুরুতেই জান্নাতে যাবে। এখানে مِلَّةً-এর শেষ অক্ষরে দু'যবর হয়েছে দু'যের-এর স্থলে। যাকে منصوب بنزع خافض বলা হয়ে থাকে। কেননা এটি আসলে ছিল إلا أهل ملة واحدة 'একটি তরীকার অনুসারী দল ব্যতীত'। অর্থাৎ এই দলের লোকেরা ছহীহ আক্বীদার অনুসারী হবে। কেননা জান্নাত লাভের জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদাই হ'ল প্রধানতম শর্ত।

শাত্বেবী বলেন, إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً বলার মাধ্যমে একটি বিষয় প্রতিভাত হয়েছে যে, إن الحق واحد لا يختلف 'হক একটাই হয়। একাধিক হয় না'। হাদীছে জাহান্নামী দলসমূহের বিপরীতে একটি মাত্র জান্নাতী দলের উল্লেখ করার মধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে যে, হাযারো দাবী করলেও ভ্রান্ত দলগুলি কখনোই হকপন্থী নয়। হক মাত্র একটি দলের সাথেই রয়েছে। إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً বলার মাধ্যমে একথাও ফুটে উঠেছে যে, অন্যান্য দলের ভ্রান্ত আক্বীদা ও আমলের ফায়ছালাকারী হ'ল এই একটি দল। যেমন আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ 'যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিসংবাদ কর, তাহ'লে সে বিষয়টিকে ফিরিয়ে দাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে' *(নিসা ৪/৫৯)*। অতএব কুরআন ও সুন্নাহ্র (প্রকাশ্য অর্থের) অনুসারীদের জন্য কোনরূপ ফের্কা সৃষ্টির অবকাশ নেই'।

---

৭. *মির'আত ১/২৭৩।*

৮. *মুসলিম হা/১৪৮; মিশকাত হা/৫৫১৬ 'ফিতান' অধ্যায়-২৭ অনুচ্ছেদ-৭।*
৯. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২-৮৭।*

(قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟) 'তারা বললেন, সেই দল কোনটি হে আল্লাহ্র রাসূল?' অর্থাৎ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোনটি?

(قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ) 'তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপরে আছি, তার উপরে যারা দৃঢ় থাকবে'। এর অর্থ, أهل تلك الملة الواحدة من كان على ما أنا عليه وأصحابي من الاعتقاد والقول والعمل- 'উক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত দলভুক্ত লোক তারাই হবে, যারা আমার ও আমার ছাহাবীগণের বিশ্বাস, কথা ও কর্মের উপরে দৃঢ় থাকবে'। এর দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং ছাহাবায়ে কেরামের বুঝ অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ্র বুঝ হাছিল করা ও সেমতে জীবন পরিচালিত হওয়াটাই নাজী ফের্কার লোকদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কেননা ছাহাবীগণ সরাসরি আল্লাহ্র রাসূলের নিকট থেকে দ্বীন শিখেছেন এবং দ্বীন সম্পর্কে তারাই স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় চাক্ষুস জ্ঞান লাভ করেছেন। হাদীছে দলের নাম করা হয়নি। বরং তাদের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে। আর এটাই আরবদের বাকরীতি ছিল। কেননা আমলটাই বড় কথা, আমলকারী নয়।

এক্ষণে যে সকল মুমিন নর-নারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত তথা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনায় ব্রতী হবেন, তারাই হবেন মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র রহমতে শুরুতেই জান্নাতে যাবেন। কেননা কুরআন ও সুন্নাহ হ'ল সরল পথ। এতদ্ব্যতীত ইজমা-ক্বিয়াস ইত্যাদি সেখান থেকে নির্গত বিষয়'। তা কখনোই মূল নয় বা ভ্রান্তির আশংকামুক্ত নয়। আর 'ইজমা' বলতে কেবল ছাহাবায়ে কেরামের ইজমা-কে বুঝায়। কেননা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, مَنِ ادَّعَي الإِجْمَاعَ (بَعْدَ الصَّحَابَة) فَهُوَ كَاذِبٌ '(ছাহাবীগণের পরে) যে ব্যক্তি (উম্মতের) ইজমা-এর দাবী করে, সে মিথ্যাবাদী'।[১০] নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) মাযহাবী আলেমদের যত্রতত্র ইজমা-র দাবী সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করে বলেন, هذه مفسدة عظيمة 'এটি ভয়ংকর ফাসাদ সৃষ্টিকারী বিষয়'।[১১]

নাজী কারা?

এর জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে তিনটি বক্তব্য এসেছে। **এক-** مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ 'যার উপরে আমি ও আমার ছাহাবীগণ আছি'। হাকেম বর্ণিত 'হাসান' সনদে এসেছে, مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي 'আজকের দিনে আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি'।[১২] অর্থাৎ এখানে কেবল তরীকা ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে। **দুই-** وَهِيَ الْجَمَاعَةُ 'সেটি হ'ল জামা'আত'।[১৩] যার অর্থ جماعة الصحابة 'ছাহাবীগণের জামা'আত'। প্রশস্ত অর্থে, الموافقون لجماعة الصحابة الآخذون بعقائدهم، المتمسكون بطريقتهم 'ছাহাবীগণের জামা'আতের অনুগামী, তাঁদের আক্বীদাসমূহের ধারণকারী এবং তাঁদের তরীকার সনিষ্ঠ অনুসারী'। **তিন-** إِلاَّ السَّوَادُ الأَعْظَمُ 'বড় দল ব্যতীত'।[১৪] অর্থাৎ বড় দল ব্যতীত ছোট দল সব জাহান্নামী হবে। অথচ সংখ্যায় বড় দল হওয়ার কোন গুরুত্ব ইসলামে নেই। কেননা 'অধিকাংশ লোক ধারণার অনুসরণ করে এবং তারা অলীক কল্পনার পিছনে ছোটে' *(আন'আম ৬/১১৬)*। সে কারণ ছাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন مَنِ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ 'বড় দল কোনটি হে আল্লাহ্র রাসূল'? জবাবে তিনি বললেন, مَنْ كَانَ عَلَىَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ 'যে ব্যক্তি আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপরে আছি, তার অনুসারী থাকবে'।[১৫] ফলে দেখা যাচ্ছে যে, বর্ণিত তিনটি বক্তব্যের সারমর্ম একই। আর তা হচ্ছে যে দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা ও আমলের এবং তাঁদের গৃহীত তরীকা ও রীতি-পদ্ধতির অনুসারী হবে, সে দল হ'ল ফের্কায়ে নাজিয়াহ বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল।

খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর কাছে রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত 'আল-জামা'আত' অর্থ কি- একথা জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'হক-এর অনুগামী দলই জামা'আত, যদিও তুমি একাকী হও'।[১৬] নিঃসন্দেহে তারা হ'লেন 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' অর্থাৎ যথার্থভাবেই নবীর সুন্নাত ও ছাহাবীগণের জামা'আতের অনুসারী ব্যক্তি বা দল। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের কিছু বক্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল :

(১) ইবনু হাযম আন্দালুসী (৩৮৪-৪৫৬ হিঃ) বলেন,

---

১০. *মির'আত ১/২৭৯-৮০।*
১১. *ছহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যগ্রন্থ আস-সিরাজুল ওয়াহহাজ ১/৩ পৃঃ।*
১২. *হাকেম হা/৪৪৪, ১/১২৯ পৃঃ; 'মতন নিরাপদ' যঈফাহ হা/১০৩৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য ৩/১২৬ পৃঃ; তিরমিযী হা/২৬৪১; মিশকাত হা/১৭১।*
১৩. *আহমাদ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২।*
১৪. *মুসনাদে আবী ইয়া'লা হা/৩৯৪৪, আলবানী সনদ যঈফ।*
১৫. *ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর হা/৭৬৫৯ সনদ যঈফ; সৈয়ূত্বী, জাম'উল জাওয়ামে' হা/৫৬৯।*
১৬. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক্ব, সনদ ছহীহ; হাশিয়া মিশকাত আলবানী, হা/১৭৩।*

وَأَهْلُ السُّنَّة الَّذيْنَ نَذْكُرُهُمْ أَهْلَ الْحَقِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَأَهْـــلُ الْبَاطلِ فَإِنَّهُمُ الصَّحَابَةُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَ كُلُّ مَـــنْ سَـــلَكَ نَهْجَهُمْ منْ خيَار التَّابعيْنَ رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَهْلُ الْحديْث وَمَنْ تَبعَهُمْ منَ الْفُقَهَاء جَيْلاً فَجَيْلاً إِلى يَوْمنَا هذَا وَمَن اقْتَدَى بهِمْ منَ الْعَوَام فِىْ شَرْق الْأَرْض وَغَرْبهَا رَحْمَةُ الله عَلَيْهِمْ —

‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত- যাদেরকে আমরা হকপন্থী ও তাদের বিরোধী পক্ষকে বাতিলপন্থী বলেছি, তাঁরা হ’লেন (ক) ছাহাবায়ে কেরাম (খ) তাঁদের অনুসারী শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণ (গ) আহলেহাদীছগণ (ঘ) ফক্বীহদের মধ্যে যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন যুগে যুগে আজকের দিন পর্যন্ত (ঙ) এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ঐ সকল ‘আম জনসাধারণ, যারা তাঁদের অনুসারী হয়েছেন’।[১৭]

(২) ‘বড় পীর’ বলে খ্যাত শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী (৪৯১-৫৬১ হিঃ) বলেন,

وَأَمَّا الْفرْقَةُ النَّاجيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّة وَالْجَمَاعَة قَالَ: وَأَهْلُ السُّنَّة لاَ إِسْمٌ لَهُمْ إِلاَّ إِسْمٌ وَّاحدٌ وَّهُوَ أَصْحَابُ الْحَديْث—

‘অতঃপর ফির্কা নাজিয়া হ’ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত। আর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ’ল ‘আহলুল হাদীছ’।[১৮]

(৩) ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ)-কে ‘ক্বিয়ামত পর্যন্ত হক-এর উপরে একটি দল টিকে থাকবে’ মর্মে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা জানতে চাইলে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَديْث فَلاَ أَدْرِيْ مَنْ هُمْ؟ ‘তারা যদি ‘আহলেহাদীছ’ না হয়। তাহ’লে আমি জানি না তারা কারা’?[১৯]

‘আহলুল হাদীছ’ অর্থ হাদীছের অনুসারী। পারিভাষিক অর্থে, ছহীহ হাদীছের অনুসারী’। তিনি মুহাদ্দিছ বিদ্বান হ’তে পারেন কিংবা ছহীহ হাদীছের অনুসারী সাধারণ ব্যক্তিও হ’তে পারেন। উক্ত দলের সাথে বিদ‘আতী দল সমূহের আক্বীদাগত পার্থক্য রয়েছে। যেমন আহলেসুন্নাত বা আহলেহাদীছের নিকট পারিভাষিক অর্থে ‘ঈমান’ হ’ল, اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْديْقُ بالْجَنَان وَالْإِقْرَارُ باللِّسَان وَالْعَمَلُ بالْأَرْكَان، يَزِيْدُ بالطَّاعَة وَيَنْقُصُ بالْمَعْصيَّة، اَلْإِيْمَانُ هُوَ الْأَصْلُ وَالْعَمَلُ هُوَ الْفَرْعُ– ‘হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ’ল মূল এবং কর্ম হ’ল শাখা।’ যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

এর বিপরীতে প্রধান দু’টি বিদ‘আতী দল হ’ল খারেজী ও মুর্জিয়া। খারেজীগণ বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। ফলে তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল’। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী ভ্রান্ত মুসলমান এই মতের অনুসারী। এরাই হযরত আলী (রাঃ)-কে কাফের বলেছিল ও তাঁর রক্ত হালাল মনে করে তাঁকে হত্যা করেছিল। অপর দু’জন ছাহাবী হযরত আমর ইবনুল ‘আছ ও মু‘আবিয়া (রাঃ) এদের হত্যা তালিকায় ছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে মুর্জিয়াগণ কেবল বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করেন। যার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এই মত পোষণ করেন। সে কারণ তাঁর অনুসারী ‘হানাফী’ দলকে শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী, শাহরাস্তানী ও অন্যান্য বিদ্বানগণ মুর্জিয়া ফের্কার ১২টি উপদলের অন্যতম হিসাবে গণ্য করেছেন।[২০] তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আবুবকর (রাঃ)-এর ঈমান ও একজন ফাসেক-এর ঈমান সমান’। আমলের ব্যাপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই আক্বীদার অনুসারী। আর সকল যুগে এদের সংখ্যাই বেশী।

খারেজী ও মুর্জিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ’ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হল মূল এবং কর্ম হ’ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক অর্থাৎ গোনাহগার মুমিন। কবীরা গোনাহ থেকে খালেছ তওবা করলে সে পূর্ণ মুমিন হ’তে পারবে। এমনকি তওবা না করে মারা গেলেও সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ’ল কুরআন ও সুন্নাহ্র অনুকূলে।

মোটকথা ফের্কায়ে নাজিয়াহ তারাই যারা বিশ্বাস ও কর্মে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের অনুসারী হবে এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য অর্থের যথার্থ আমলকারী হবে। সাথে সাথে জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে সেই অনুযায়ী ঢেলে সাজাবার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। আর এটার জন্য কোন রং, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল বা গোত্র শর্ত

১৭. আলী ইবনু হাযম আন্দালুসী, কিতাবুল ফিছাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল (বৈরূত : মাকতাবা খাইয়াত্ব ১৩২১/১৯০৩) শাহরাস্তানীর ‘মিলাল’ সহ ২/১১৩ পৃ; কিতাবুল ফিছাল (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ২য় সংস্করণ ১৪২০/১৯৯৯) ১/৩৭১ পৃঃ ‘ইসলামী ফের্কাসমূহ’ অধ্যায়।

১৮. আব্দুল ক্বাদির জীলানী, কিতাবুল গুনিয়াহ ওরফে গুনিয়াতুত ত্বালেবীন (মিসর: ১৩৪৬ হিঃ) ১/৯০ পৃঃ।

১৯. *তিরমিযী হা/২১৯২; মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬ পৃঃ, হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০; শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ১৫।*

২০. *কিতাবুল গুনিয়াহ (মিসর : ১৩৪৬ হিঃ) ১/৯০ পৃঃ; কিতাবুল মিলাল (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি) ১/১৪৬ পৃঃ।*

নয়। বরং নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সনিষ্ঠ অনুসারী হওয়াটাই শর্ত। তারা পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যেকোন সুন্নী দলের মধ্যে থাকতে পারেন। যেমন,

(৪) শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী (১১১৪-১১৭৬ হিঃ/১৭০৩-১৭৬২ খৃঃ) বলেন, اَلْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمُ الآخِذُوْنَ فِي الْعَقِيْدَةِ وَالْعَمَلِ جَمِيْعًا بِمَا ظَهَرَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَرَي عَلَيْهِ جُمْهُوْرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ– 'ফের্কায়ে নাজিয়াহ তারাই যারা আক্বীদা ও আমলের সকল বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাতের প্রকাশ্য অর্থের এবং যার উপরে জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের আমল জারি আছে, তার অনুসারী হবে'।

ফায়েদা : ছাহেবে মিরক্বাত মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ) مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ -এর ব্যাখ্যায় বলেন, فَلاَ شَكَّ وَلاَ رَيْبَ أَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، وَقِيلَ: فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْرَفُ بِالْإِجْمَاعِ، فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ فَهُوَ حَقٌّ وَمَا عَدَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ 'নিঃসন্দেহে তারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত। বলা হয়েছে যে, সেটা চেনা যাবে ইজমা-এর মাধ্যমে। অতএব যে বিষয়ের উপরে ওলামায়ে ইসলামের ইজমা বা ঐক্যমত হয়েছে, সেটাই হক। আর যা তার বাইরে তা বাতিল'। এই বক্তব্য অবশ্যই ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। কেননা বিদ'আতী আলেমরাও নিজেদেরকে ওলামায়ে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে দাবী করেন। বরং সকল যুগে তাদের সংখ্যাই বেশী।

অতঃপর ছাহেবে মিরক্বাত বলেন,

وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ الْبَيْضَاءِ الْمُحَمَّدِيَّةِ وَالطَّرِيقَةِ النَّقِيَّةِ الْأَحْمَدِيَّةِ، وَلَهَا ظَاهِرٌ سُمِّيَ بِالشَّرِيعَةِ شِرْعَةً لِلْعَامَّةِ، وَبَاطِنٌ سُمِّيَ بِالطَّرِيقَةِ مِنْهَاجًا لِلْخَاصَّةِ وَخُلَاصَةٌ خُصَّتْ بِاسْمِ الْحَقِيقَةِ مِعْرَاجًا لِأَخَصِّ الْخَاصَّةِ، فَالْأَوَّلُ نَصِيبُ الْأَبْدَانِ مِنَ الْخِدْمَةِ، وَالثَّانِي نَصِيبُ الْقُلُوبِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَالثَّالِثُ نَصِيبُ الْأَرْوَاحِ مِنَ الْمُشَاهَدَةِ وَالرُّؤْيَةِ. قَالَ الْقُشَيْرِيُّ: وَالشَّرِيعَةُ أَمْرٌ بِالْتِزَامِ الْعُبُودِيَّةِ وَالْحَقِيقَةُ مُشَاهَدَةُ الرُّبُوبِيَّةِ، فَكُلُّ شَرِيعَةٍ غَيْرُ مُؤَيَّدَةٍ بِالْحَقِيقَةِ فَغَيْرُ مَقْبُولٍ، وَكُلُّ حَقِيقَةٍ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِالشَّرِيعَةِ فَغَيْرُ مَحْصُولٍ. فَالشَّرِيعَةُ قِيَامٌ بِمَا أُمِرَ وَالْحَقِيقَةُ شُهُودٌ لِمَا قُضِيَ وَقُدِّرَ وَأُخْفِيَ وَأُظْهِرَ – (مرقاة ١/٢٤٨)–

'ফের্কায়ে নাজিয়াহ হ'ল আহলে সুন্নাত দল। যার একটি বাহ্যিক দিক আছে। যার নাম শরী'আত। যা সাধারণ মানুষের জন্য প্রদত্ত বিধান। তার একটি বাতেনী দিক আছে, যার নাম তরীকত, যা খাছ লোকদের জন্য প্রদত্ত পন্থা। আর একটি সারবস্তু রয়েছে যার নাম হাকীকত। যা হ'ল খাছ লোকদের মধ্যকার খাছ ব্যক্তিগণের জন্য মি'রাজ সদৃশ। এক্ষণে প্রথমটি হ'ল দেহের অংশ, যা তার ক্রিয়াকর্মের দ্বারা অর্জিত হয়। দ্বিতীয়টি হ'ল কলবের অংশ, যা ইলম ও মা'রেফত তথা জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হয়। তৃতীয়টি হ'ল রূহের অংশ, যা মুশাহাদাহ বা চাক্ষুষ দর্শনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। কুশায়রী বলেন, শরী'আত হ'ল উবূদিয়াত অর্থাৎ আল্লাহ্র দাসত্বকে কবুল করে নেওয়ার বিষয়। হাকীকত হ'ল রবূবিয়াতকে দর্শনের বিষয়। এক্ষণে প্রত্যেক শরী'আত যা হাকীকাত দ্বারা শক্তিকৃত নয়, তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে প্রত্যেক হাকীকত যা শরী'আতের বিধানযুক্ত নয়, তা ফলবলহীন। অতএব শরী'আত হ'ল আদিষ্ট বিষয় পালন করার নাম এবং হাকীকত হ'ল ক্বাযা ও ক্বদর তথা তাকদীরে নির্ধারিত গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সমূহ চাক্ষুষ দর্শনের নাম'।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি স্রেফ ধারণা নির্ভর ব্যাখ্যা মাত্র, যা কোন দলীলের উপর ভিত্তিশীল নয়। কেননা হাদীছে জিব্রীলে ইহসান-এর ব্যাখ্যায় অত্যন্ত সহজ ও সুন্দরভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ 'তুমি আল্লাহ্র ইবাদত কর এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও, তাহলে এমনভাবে ইবাদত কর যেন তিনি তোমাকে দেখছেন'।[২১] এর দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমরা গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে ইবাদতে রত হও যেন আল্লাহ তোমার সবকিছু দেখছেন। অতএব ভীত-সন্ত্রস্ত ও শ্রদ্ধাভরা আকুতি নিয়ে হে মুছল্লী! তুমি ছালাতে মনোনিবেশ কর। এই মনোনিবেশ সাধারণ-অসাধারণ মুছল্লী নির্বিশেষে সবার মধ্যে যাতে সমানভাবে সৃষ্টি হয়, সেদিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। যদিও সবার জন্য সর্বাবস্থায় তা সম্ভব হয় না। আর এর ফলেই আল্লাহ্র নিকটে মুছল্লীদের স্তরভেদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইহসান-এর এই স্তর হাছিল করার জন্য ছালাত ব্যতীত পৃথক কোন মা'রেফতী তরীকা বা পদ্ধতি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চালু করে যাননি। যা ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণ যুগের পর ভ্রষ্টতার যুগে কথিত ছূফী ও পীর-আউলিয়াদের মাধ্যমে চালু হয়েছে এবং যা বর্তমানে কাদেরিয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া ও মুজাদ্দেদিয়া নামে প্রধান চারটি তরীকায় বিভক্ত। অতঃপর তা আরও বিভক্ত হয়ে উপমহাদেশে অন্যূন দু'শো তরীকার সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে মাযহাবের নামে, তরীকার নামে, দেহতত্ত্বের নামে উপমহাদেশের বিশেষ করে হানাফী সমাজ অসংখ্য ভাগে বিভক্ত ও ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। প্রত্যেক মুরীদ তার তরীকার পীর নিয়েই সন্তুষ্ট। আর এইসব তরীকার পীরের সংখ্যা শুধু

২১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২।*

বাংলাদেশেই ১৯৮১ সালের সরকারী হিসাব মতে ২,৯৮,০০০। যা বর্তমানে আরও বেড়েছে। এইসব পীরগণ আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অসীলা হিসাবে পূজিত হচ্ছেন। এমনকি তদের নামে কুমীর, কচ্ছপ, কবুতর, গজাল মাছ ইত্যাদিও পূজিত হচ্ছে। মৃত্যুর পরে তাদের কবরের উপরে নির্মিত কারুকার্যখচিত সমাধিসৌধে কুরআনের আয়াত লিখে ভক্তদের ধোঁকা দেওয়া হচ্ছে এভাবে যে, আউলিয়াগণ মরেন না। আয়াতটি হ'ল, أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ– 'মনে রেখ যারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তান্বিত হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*।

বিগত যুগের কোন কোন ছূফী তো নিজেকেই 'আল্লাহ' বলেছেন। যেমন মেহমানের ডাকে ঘরে অবস্থানকারী আবু ইয়াযীদ বিসত্বামী ওরফে বায়েযীদ বোস্তামী (১৮৮-২৬১/৮০৪-৮৭৫ খৃঃ) বলেন, لَيْسَ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلاَّ اللهُ 'ঘরের মধ্যে কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত'।[২২] একই আক্বীদার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে চালু হয়েছে, 'যত কল্লা তত আল্লাহ'। অর্থাৎ সৃষ্টি সবাই স্রষ্টার অংশ। এরা আহমাদ ও আহাদ-এর মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পান না একটা মীম-এর পর্দা ছাড়া। এসব পীরদের কবর মহাসমারোহে পূজিত হচ্ছে তাদের ভক্তদের মাধ্যমে। মৃত পীরকে খুশী করার জন্য এরা তাদের জানমাল উৎসর্গ করছে। তার অসীলাতেই তারা পরকালে মুক্তি কামনা করছে *(ইউনুস ১০/১৮; যুমার ৩৯/৩)*। ওদিকে আবার ছালাত-ছিয়াম-হজ্জ-ওমরাহ সবই পালন করছে। এটাই যদি হয় বাস্তবতা, তাহ'লে জাহেলী আরবের মূর্তিপূজারীদের সাথে উপমহাদেশের এইসব কবরপূজারীদের আক্বীদার মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

যদি সুন্নী বিদ্বানগণ শরী'আত, তরীকত, হাকীকত, মা'রেফাত এভাবে ইসলামকে বিভক্ত করে জনগণের সামনে পেশ না করতেন, তাহ'লে ইবলীস এর সুযোগ নিয়ে পৃথক পৃথক তরীকা ও খানক্বাহ খুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যা করেননি, তা থেকে সুধারণা বশেও কোন কাজ করলে শয়তান ঐ সুযোগে মুমিনের যে কতবড় সর্বনাশ করে, কবরপূজারী এইসব পথভ্রষ্ট কথিত সুন্নী মুসলমানেরা তার বড় প্রমাণ। অতএব ছাহেবে মিরক্বাত বর্ণিত 'ওলামায়ে ইসলাম'-এর সঠিক অর্থ হবে- علماء أهل السنة الصحيحة 'ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী আলেমগণ'। নিঃসন্দেহে তারা 'আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম' ব্যতীত আর কেউ নন।

একইভাবে বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফের সম্মানিত অনুবাদক ছাহাবীগণ এবং হাদীছ ও ফিক্বহের ইমামগণ আহলে সুন্নাতের আক্বীদার অনুসারী ছিলেন বলার পরে একই বাক্যে বলেছেন, 'দুনিয়ার সমস্ত ছূফী ওলীগণও এই আকীদাই পোষণ করিয়া গিয়াছেন'।[২৩] অথচ ছূফী-ওলী এই পরিভাষাগুলি সৃষ্টি হয়েছে স্বর্ণযুগ গত হয়ে যাবার পরে ভ্রষ্টতার যুগে। যার মূল নিহিত রয়েছে ঈরানের অনৈসলামী যুগের অদ্বৈতবাদী কুফরী দর্শনের মধ্যে। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি এক ও অদ্বৈত সত্তা এবং সৃষ্টি স্রষ্টার অংশ মাত্র। ইসলাম এই দর্শনের ঘোর প্রতিবাদ করে বলেছে যে, 'আল্লাহ এক। তিনি মুখাপেক্ষীহীন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনি কারু জন্মিত নন। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই' *(ইখলাছ ১১২/১-৪)*। মাননীয় অনুবাদকের কথিত ছূফী-ওলীদের মর্যাদা নিঃসন্দেহে ছাহাবীগণের সম মানের কিংবা তাঁদের উপরে নয়। অথচ আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত কেবল ছাহাবীগণের আক্বীদা ও আমলের অনুসারী, অন্যদের নয়।

অতঃপর মাননীয় অনুবাদক লিখেছেন, হাদীছে ফেরকা বলিতে আকীদা ও বিশ্বাসগত দলকেই বুঝাইয়াছে। কারণ আকীদা বা বিশ্বাসই হইল ইছলামের মূল। সুতরাং হানাফী, শাফেঈ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত নহে। ইহাদের সকলের আকীদাই এক। ইহারা সকলেই আহলুছ ছুন্নাতে ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের এখতেলাফ শুধু ওজু, নামাজ প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ'।[২৪]

কথাটি যত হালকাভাবে বলা হয়েছে, বিষয়টি তত হালকা নয়। কেননা খুঁটিনাটি ইখতেলাফ অতক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ সেখানে ছহীহ হাদীছের সমাধান না পাওয়া যায়। পেয়ে গেলে সেটাই মেনে নিতে হবে। আর তখন কোন ইখতেলাফ থাকবে না। কিন্তু সেটা পাওয়ার পরেও যদি যিদ করা হয়, তখন সেটা তাক্বলীদ হয়ে যাবে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রদত্ত বিধান বাদ দিয়ে অন্যের বিধান মান্য করা হবে। যা 'শিরক ফির-রিসালাত'-এর পর্যায়ভুক্ত। যা নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধ কাজের পরিণামেই মুসলিম উম্মাহ তাদের 'খেলাফত' হারিয়েছে। আজও সমাজে সর্বত্র হানাহানি কেবল এই তাক্বলীদী যিদ ও হঠকারিতার কারণে। অতএব মতবাদগত দিক দিয়ে উপরোক্ত বক্তব্য অনেকটা সঠিক হ'লেও বাস্তবতা বহুলাংশে ভিন্ন। কেননা (ক) উপমহাদেশের কবরপূজারী মুসলমানেরা অধিকাংশ হানাফী মাযহাবভুক্ত। অথচ কবরপূজা পরিষ্কার শিরক। এতদ্ব্যতীত আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কেও তাদের অনেকের আক্বীদা ত্রুটিপূর্ণ। যেমন (খ) অধিকাংশ হানাফী আলেম বলেন, 'আল্লাহ নিরাকার। তিনি সর্বত্র বিরাজমান'। অথচ এগুলি আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বহির্ভূত। কেননা সঠিক আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্র নিজস্ব আকার আছে, যা তাঁর জন্য শোভনীয় ও তাঁর উপযুক্ত এবং তা কারু সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ৪২/১১)*। তাঁর সত্তা সপ্তাকাশের উপরে আরশে সমুন্নীত *(ত্বোয়াহা ২০/৫-৬)*। তাঁর

---

২২. *আব্দুর রহমান, আন-নাক্বশাবান্দিয়া (রিয়ায : দার ত্বাইয়িবাহ, ১৪০৯/১৯৮৮), পৃঃ ৭৭।*

২৩. *নূর মোহাম্মদ আ'জমী, বঙ্গানুবাদ মেশকাত শরীফ (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৮৬), ১/১৮১ পৃঃ হা/১৬৩ (৩১)-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।*

২৪. *ঐ, ১/১৮২ পৃঃ।*

ইল্‌ম ও কুদরত তথা জ্ঞান ও শক্তি সর্বত্র বিরাজমান *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

(গ) অনেক হানাফী ওলামা-মাশায়েখ বলেন, আল্লাহ্‌র নূরে মুহাম্মাদ পয়দা, মুহাম্মাদের নূরে সারা জাহান পয়দা'। অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাটির মানুষ *(কাহফ ১৮/১১০)*। (ঘ) অধিকাংশ হানাফী আলেমের নিকটে চার মাযহাব মান্য করা ফরয ও মাযহাবী তাক্বলীদ করা ফরয। আর চার ইমামের পরে ইজতিহাদের দুয়ার বন্ধ। (ঙ) অনেকের নিকটে পীর ধরা ফরয। যার কোন পীর নেই, শয়তান তার পীর'। অথচ এগুলি আহলে সুন্নাতের আক্বীদাভুক্ত নয়। অতএব 'শুধু ওজু, নামাজ প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ের মধ্যে ইখতেলাফ সীমাবদ্ধ' বলে আত্মতুষ্টি লাভের কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া ওযূ ও ছালাত কখনোই খুঁটিনাটি বিষয় নয়। বরং ছালাত হ'ল সর্বপ্রধান ইবাদত এবং ক্বিয়ামতের দিন প্রথম হিসাব নেওয়া হবে ছালাতের। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে বাকী সবকিছুর হিসাব সুষ্ঠু হবে। নইলে সব বরবাদ হবে।[২৫]

অতএব আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী বিবাদীয় সকল বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। আর সুন্নাহ হ'তে হবে ছহীহ সুন্নাহ। কোন যঈফ বা জাল হাদীছ নয়। সুতরাং তারাই হবে সত্যিকারের আহলে সুন্নাত, যারা নিজেদের মনগড়া শিরকী ও বিদ'আতী রসম-রেওয়াজ থেকে খালেছভাবে তওবা করে সর্বাবস্থায় ছহীহ হাদীছ মুখী হবে। নইলে মুখে 'সুন্নী' বলে কাজের বেলায় শিরক ও বিদ'আতের বাজার গরম করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিদর্শন নয়। অতএব افتراق الأمة বা উম্মতের বিভক্তি রোধের একটাই পথ খোলা রয়েছে। আর তা হ'ল তাক্বলীদী গোঁড়ামী পরিহার করে নিরপেক্ষ ও খোলা মন নিয়ে সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে ফিরে যাওয়া এবং খোলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী শরী'আতের বুঝ হাছিল করা। কারু কোন বিষয় জানা না থাকলে বিজ্ঞ ও মুত্তাক্বী আলেমের নিকট থেকে তিনি জেনে নিবেন দলীলের ভিত্তিতে, রায়-এর ভিত্তিতে নয়। মনে রাখা আবশ্যক যে, দ্বীন সম্পূর্ণ হয়েছে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায়। অতএব সে যুগে যা দ্বীন ছিল না, এ যুগে তা দ্বীন নয়। যতই তার গায়ে দ্বীনের লেবাস পরানো হৌক না কেন।

(وفي رواية لأحمد وأبي داؤد عن معاوية.... وَهِيَ الْجَمَاعَةُ) 'আহমাদ ও আবুদাউদে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, 'সেটি হ'ল জামা'আত' অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত দল হ'ল ছাহাবীগণের জামা'আত এবং তাঁদের আক্বীদা, আমল ও রীতি-পদ্ধতির সনিষ্ঠ অনুসারী ব্যক্তি বা দল'।

ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, أي أهل العلم والفقه الذين اجتمعوا على اتباع آثاره عليه الصلاة والسلام في النقير والقطمير ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير 'উক্ত জামা'আত হ'ল, আলিম ও ফিক্বহবিদগণ, যারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ সমূহের অনুসরণের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং কোনরূপ (শাব্দিক বা মর্মগত) পরিবর্তনের বিদ'আত সৃষ্টি করেননি'। এরপরে তিনি সুফিয়ান ছাওরীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন যে, لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة 'যদি একজন ফক্বীহ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থান করেন, তাহ'লে তিনিই একটি জামা'আত'।

এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টিকে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত থেকে ফক্বীহমুখী করা হয়েছে, যা উম্মতের ঐক্যের জন্য অতীব বিপজ্জনক। কেননা ফক্বীহদের মতভেদের শেষ নেই এবং ফক্বীহদের অনৈক্যের কারণেই উম্মতের ঐক্য অনেকাংশে বিনষ্ট হয়েছে।

পক্ষান্তরে ছাহেবে মির'আত বলেন, وهم أهلُ السنة والجماعة، أي أصحابُ الحديث الذين اجتمعوا على اتباع آثاره صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، واتفقوا على الأخذ بتعامل الصحابة وإجماعهم، ولم يبتدعوا بالتحريف والتغيير، ولم يبدلوا بالآراء الفاسدة 'তারা হ'ল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত অর্থাৎ আহলুল হাদীছ। যারা সর্বাবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসরণ করে এবং যারা ছাহাবীগণের আচার-আচরণ ও ইজমা গ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করে। যারা শব্দ বা মর্ম পরিবর্তনের বিদ'আতে লিপ্ত হয় না কিংবা নিজেদের বাতিল রায়সমূহ দ্বারা তা পরিবর্তন করে না'।[২৬]

(وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِيْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ) 'আর আমার উম্মতের মধ্যে সত্বর এমন একদল লোক বের হবে, যাদের মধ্যে প্রবৃত্তি এমনভাবে প্রবহমাণ হবে, যেভাবে কুকুরের বিষ আক্রান্ত ব্যক্তির সারা দেহে সঞ্চারিত হয়। কোন একটি শিরা বা জোড়া বাকী থাকে না, যেখানে উক্ত বিষ প্রবেশ করে না'।

এখানে افتراق الأمة বা উম্মতের বিভক্তির সর্বপ্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রবৃত্তি পরায়ণতাকে এবং তাকে কুকুরের বিষের সাথে তুলনা করা হয়েছে। لأن هوى الرجل

২৫. *ত্বাবারাণী আওসাত্ব, ছহীহাহ হা/১৩৫৮; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৩০।*

২৬. *মির'আত ১/২৭৮।*

هو الذي يحمله على الابتداع في العقيدة والقول والعمل 'কেননা প্রবৃত্তিই মানুষকে বিশ্বাস, কথা ও কাজের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টিতে প্ররোচনা দিয়ে থাকে'। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, সত্বর একদল লোক বের হবে, যারা প্রবৃত্তি দ্বারা তাড়িত হবে এবং তারাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করবে। এই লোকগুলি নিশ্চয়ই ধর্মনেতা বা সমাজনেতা হবেন। যাদের কথা মানুষ শোনে ও যাদেরকে মানুষ অনুসরণ করে। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই ভণ্ডনবী এবং তাঁর মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই যাকাত অস্বীকারকারীদের ফিৎনা শুরু হয় ধর্মনেতা ও সমাজনেতাদের মাধ্যমে। অতঃপর খারেজী, শী'আ, মুরজিয়া, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি বিদ'আতী ও ভ্রান্ত দলসমূহের উদ্ভব ঘটে বড় বড় ধর্মনেতাদের মাধ্যমে। পরবর্তীতে মু'তাযিলা মতবাদ আব্বাসীয় খলীফা মামূন-মু'তাছিম বিল্লাহ্‌র স্কন্ধে সওয়ার হয়ে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের উপরে অত্যাচারের বিভীষিকা চালায়। তবুও শুরু থেকেই ছাহাবা, তাবেঈন এবং আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের দৃঢ় ভূমিকার ফলে ভ্রান্ত দলসমূহের অপতৎপরতায় ভাটা পড়ে যায়। যদিও তাদের মতবাদের বিষাক্ত ধারা এখনো অনেক মুসলিম ও সুন্নী বিদ্বানের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যা সাধারণ মানুষকে অনেক সময় বিভ্রান্ত করে।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপরে নিজের জ্ঞান ও যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দেওয়াকেই বলা হয় প্রবৃত্তি পরায়ণতা। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلاً 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে? আপনি কি তার যিম্মাদার হবেন? *(ফুরক্বান ২৫/৪৩; জাছিয়াহ ৪৫/২৩)*। যখন তাদের সামনে কুরআন-হাদীছের বিধান শুনানো হয়, তখন তারা দর্পভরে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও নিজের প্রবৃত্তির উপরে যিদ করে। যেমন আল্লাহ বলেন, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ 'যখন তার সামনে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভের সাথে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি অথবা যেন ওর দু'কান বধির। অতএব ওকে মর্মান্তিক আযাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন' *(লোকমান ৩১/৭)*।

ধর্মীয় জীবনের ন্যায় মুসলমানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রবৃত্তিপূজার পরিণামে সেখানে জেঁকে বসেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মত অনৈসলামী ও কুফরী মতবাদ সমূহ। এসব কারণেও মুসলিম উম্মাহ্‌র সামাজিক জীবনে অনৈক্য, বিভক্তি ও দলাদলি বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতীয়তাবাদের ধোঁকায় ফেলে ঐক্যবদ্ধ 'ইসলামী খেলাফত' ভেঙ্গে মুসলিম উম্মাহ আজ ৫৭টি দুর্বল রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধোঁকায় পড়ে রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব এবং ইসলামী বিধানকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। অতঃপর গণতন্ত্রের ধোঁকায় ফেলে মানুষকে মানুষের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করা হয়েছে। সেই সাথে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চালু করে দুর্বলের রক্ত শোষণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ধনী ও গরীবের পাহাড় প্রমাণ বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে। ফলে শোষিত মযলূম জনতার আজ নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। অতঃপর প্রবৃত্তিপরায়ণতার বিষ মানুষের আক্বীদা ও আমলে যে বিদ'আত সমূহ সৃষ্টি করে, তাকে অত্র হাদীছে কুকুরের বিষের সঙ্গে তুলনা করার সম্ভাব্য কারণ সমূহ নিম্নরূপ :

এক- কুকুরের বিষ দ্রুত আক্রান্ত ব্যক্তির সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। তার কোন শিরা-উপশিরা বাকী থাকে না। অনুরূপভাবে বিদ'আত মানুষকে এমনভাবে প্রলুব্ধ করে যে, মানুষ তার প্রতি দ্রুত আকৃষ্ট হয় এবং তা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কারণ বিদ'আতের পিছনে শয়তান কাজ করে থাকে।

এজন্যই দেখা যায়, অনেক নিরীহ গরীব মুসলমান ফরয ছালাত ও ছিয়াম পালন করে না। কিন্তু একমাত্র সম্বল গাছটি বিক্রি করে হ'লেও বছর শেষে বাড়ীতে একবার মৌলভী ডেকে এনে মীলাদ অনুষ্ঠান করবে। শা'বান মাসে অন্য কোন ছিয়াম পালন না করলেও এমনকি রামাযানের ফরয ছিয়াম বাদ গেলেও শবেবরাতের ছিয়াম ও ছালাত আদায় করবে এবং হালুয়া-রুটি খাবে যেকোনভাবেই হৌক।

দুই- কুকুরের বিষদুষ্ট ব্যক্তি জলাতংক রোগে আক্রান্ত হয়। সে পানি পান করতে গেলেই তাতে কুকুর দেখে ও গলায় কাটা বিঁধে। ফলে এক সময় সে পানি বিহনে মারা যায়। বিদ'আতী ব্যক্তি তার বিদ'আতের মধ্যেই জান্নাতের আশা করে। অথচ তার ফল হয় শূন্য। তাকে অবশেষে জাহান্নামী হতে হয়।

তিন- কুকুরের বিষ আক্রান্ত ব্যক্তির দেহে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে বিদ'আতীর যুক্তিবাদ মানুষকে দ্রুত বিভ্রান্ত করে। কিছু না পারলেও তাকে অন্ততঃ সন্দেহের মধ্যে নিক্ষেপ করে। ফলে সে বিদ'আতে লিপ্ত না হ'লেও অনেক সময় ফরয পালন করা থেকে পিছিয়ে আসে। যেমন বিদ'আতী পণ্ডিত বলেন, কল্‌ব ছাফ হওয়াটাই বড় কথা। অতএব যিকিরের মাধ্যমে কল্‌বকে তাযা রাখাটাই মূল কাজ। ছালাত-ছিয়াম এগুলি বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এই যুক্তিবাদের ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, মুসলমানের কাছে ছালাত ও ছিয়াম এখন ঐচ্ছিক বা লোক দেখানো বিষয়ে পরিণত হয়েছে। চাকুরী জীবনে তারা তাদের বসকে যত ভয় করে, আল্লাহকে তার দশ ভাগের একভাগও ভয় করে কি-না সন্দেহ। ফলে দেখা যায় অধিকাংশ নিয়মিত মুছল্লী অফিসে বা ডিউটিতে থাকাকালে বস-এর ভয়ে ছালাত আদায় করেন না।

চার- কুকুর যেমন হেদায়াত হয় না। বিদ'আতী তেমনি হেদায়াত পায় না। কেননা সে মনে করে যে, সে উত্তম কাজ

করছে। আল্লাহ বলেন, ‘এরা পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে’ *(কাহফ ১৮/১০৩-১০৪)*। অতএব চোর-গুণ্ডাদের তওবা করে ভাল হবার সম্ভাবনা থাকলেও বিদ‘আতীর সে সুযোগ হয় না বললেই চলে নিতান্ত আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ছাড়া।

পাঁচ- আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বিদ‘আতকে অন্য কিছুর সাথে তুলনা না করে কুকুরের বিষের সাথে তুলনা করার মাধ্যমে বিদ‘আতীদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। সেকারণ সালাফে ছালেহীন বিদ্বানগণ বিদ‘আতীদের সাথে উঠা-বসা, সালাম-কালাম, খানা-পিনা ইত্যাদি হ’তে বিরত থাকতেন ও সকলকে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কারণ এরা যেমন ইসলামকে বিকৃত করে, তেমনি মুসলিম ঐক্যকে ভেঙ্গে টুকরা-টুকরা করে। আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন- আমীন!

নাজী ফের্কার পরিচয় :

১. তারা হলেন ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণের দল। আল্লাহ বলেন, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ‘ঈমান আনয়নে অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনছারগণ এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসারী হয়েছে, আল্লাহ তাদের উপর খুশী হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্র উপর খুশী হয়েছে’ *(তওবা ৯/১০০)*। ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ‘আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ হ’ল আমার যুগের লোক (অর্থাৎ ছাহাবীগণের যুগ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবেঈগণের যুগ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগের লোক (অর্থাৎ তাবে তাবেঈগণের যুগ)’।[২৭]

২. তাঁরা সংস্কারক হবেন : ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيباً ثُمَّ يَعُودُ غَرِيباً كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ... الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ ‘ইসলাম নিঃসঙ্গভাবে যাত্রা শুরু করেছিল। সত্বর সেই অবস্থায় উপনীত হবে। অতএব সুসংবাদ হ’ল সেই অল্পসংখ্যক লোকদের জন্য। যারা আমার পরে লোকেরা (ইসলামের) যে বিষয়গুলি ধ্বংস করেছে, সেগুলিকে পুনঃ সংস্কার করে’।[২৮]

৩. যারা জামা‘আতবদ্ধভাবে আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন ঐসব লোকদের, যারা আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করে সারিবদ্ধভাবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায়’ *(ছফ ৬১/৪)*। ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ ‘যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায়, সে যেন জামা‘আতকে অপরিহার্য করে নেয়’।[২৯]

৪. তাঁরা যেকোন মূল্যে সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকেন।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ زَمَانَ صَبْرٍ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِ أَجْرُ خَمْسِينَ شَهِيْدًا مِّنْكُمْ– ‘তোমাদের পরে এমন একটা কঠিন সময় আসছে, যখন সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী ব্যক্তি তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশ জন শহীদের সমান নেকী পাবে’।[৩০]

৫. তারা সর্বাবস্থায় সমবেতভাবে হাবলুল্লাহকে ধারণ করে থাকেন এবং কখনোই সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হন না।

আল্লাহ বলেন, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوا ‘তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে ধারণ করো এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না’ *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*।

নু‘মান বিন বাশীর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ ‘জামা‘আতবদ্ধ জীবন হ’ল রহমত এবং বিচ্ছিন্ন জীবন হ’ল আযাব’।[৩১]

‘হাবলুল্লাহ’ হ’ল কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছ। যতক্ষণ কোন সংগঠনে এই দু’টির সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার থাকবে এবং তা যথার্থভাবে অনুসৃত হবে, ততক্ষণ উক্ত সংগঠনের সাথে জামা‘আতবদ্ধ থাকা ফরয। উম্মুল হুছায়েন (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ‘যদি তোমাদের উপর একজন নাক-কান কাটা কৃষ্ণকায় গোলামকেও আমীর নিযুক্ত করা হয়, যদি তিনি তোমাদেরকে আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করেন, তাহ’লে তোমরা তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর’।[৩২]

৬. লোকেরা ছেড়ে গেলেও এবং পরিস্থিতি বিরূপ হলেও যারা হাবলুল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ করে থাকেন।

---

২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০০০-০১ ‘ছাহাবীগণের মর্যাদা’ অনুচ্ছেদ।*
২৮. *আহমাদ হা/১৬৭৩৬; মিশকাত, হা/১৫৯, ১৭০; ছহীহাহ হা/১২৭৩।*
২৯. *তিরমিযী হা/২১৬৫।*
৩০. *ত্বাবারাণী কাবীর হা/১০২৪০; ছহীহুল জামে‘ হা/২২৩৪।*
৩১. *আহমাদ হা/১৮৪৭২; ছহীহাহ হা/৬৬৭।*
৩২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২ ‘নেতৃত্ব ও বিচার’ অধ্যায়।*

আল্লাহ বলেন, إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 'যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ। অতঃপর উক্ত কথার উপর দৃঢ় থাকে, তাদের উপর ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হয় এই বলে যে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩০)*।

ছওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত হকপন্থী দল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন,

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِىَ أَمْرُ اللهِ وَ هُمْ كَذَالِكَ-

'চিরদিন আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হকের উপরে বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা ঐভাবে থাকবে'।[৩৩]

আলী ইবনুল মাদীনী বলেন, তারা হলেন আহলুল হাদীছ'।[৩৪] অন্য বর্ণনায় এসেছে لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ 'তাদের বিরোধিতাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'।[৩৫] ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) থেকে অন্য বর্ণনায় এসেছে, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ 'আমার উম্মতের একটি দল সর্বদা হক-এর উপর লড়াই করবে। তারা তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী থাকবে। তাদের শেষ দলটি দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।[৩৬]

৭. বিদ'আতীদের বিপরীতে তারা সর্বদা 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত হবেন। ছাহাবায়ে কেরাম 'আহলুল হাদীছ' নামে পরিচিত ছিলেন। ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মুসলিম যুবকদের 'মারহাবা' জানিয়ে বলতেন فَإِنَّكُمْ خُلُوْفُنَا وَأَهْلُ الْحَدِيْثِ بَعْدَنَا 'তোমরাই আমাদের পরবর্তী বংশধর ও তোমরাই আমাদের পরবর্তী আহলুল হাদীছ'।[৩৭] খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম শা'বী (২২-১০৪ হিঃ) ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতকে 'আহলুল হাদীছ' বলতেন।[৩৮] আব্দুল কাদের জীলানী বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই 'আহলুল হাদীছ' ব্যতীত'।[৩৯] আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল প্রসিদ্ধ ইমাম, বিশেষ করে চার ইমামের প্রত্যেকে ছহীহ হাদীছকে তাদের মাযহাব হিসাবে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমাদের মাযহাব'।[৪০] অতএব সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ এবং ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকারী ব্যক্তিই মাত্র 'আহলুল হাদীছ' বলে অভিহিত হবেন। অন্য কেউ নয়।

৮. আক্বীদার ক্ষেত্রে তারা কখনোই চরমপন্থী বা শৈথিল্যবাদী হবেন না। বরং তারা সর্বদা মধ্যপন্থী উম্মত হবেন। নবীগণের তরীকা অনুযায়ী মানুষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক সংস্কার সাধন তাদের কাম্য হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরোধীদের তারা ভালবাসবেন না এবং আল্লাহ্র ভালোবাসার ঊর্ধ্বে তারা অন্য কারু ভালোবাসাকে স্থান দিবেন না *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। তারা কেবল আল্লাহ্র জন্য মানুষকে ভালবাসেন ও আল্লাহ্র জন্যই মানুষের সাথে বিদ্বেষ করেন।[৪১]

আহলেহাদীছের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য সমূহের কারণে তাদের প্রশংসায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ فِي كُلِّ زَمَانٍ كَالسَّحَابَةِ فِي زَمَانِهِمْ প্রত্যেক যামানায় আহলেহাদীছগণ হলেন সেই যামানার জন্য মেঘ সদৃশ।' তিনি বলতেন, إِذَا رَأَيْتُ صَاحِبَ حَدِيْثٍ فَكَأَنِّي رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'আমি যখন কোন আহলুল হাদীছকে দেখি, তখন যেন আমি রাসূল (ছাঃ)-এর কোন ছাহাবীকে দেখি'।[৪২] ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, أَهْلُ الْحَدِيْثِ فِىْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ كَأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فِىْ أَهْلِ الْمِلَلِ

৩৩. *ছহীহ মুসলিম 'ইমারত' অধ্যায়-৩৩, অনুচ্ছেদ-৫৩, হা/১৯২০; অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ ঐ, দেউবন্দ ছাপা শরহ নববী ২/১৪৩ পৃঃ; বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৭১ 'ইল্ম' অধ্যায় ও হা/৭৩১১-এর ভাষ্য 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা।*

৩৪. *তিরমিযী হা/২১৯২; ছহীহুল জামে' হা/৭০২; মিশকাত হা/৬২৮৩।*

৩৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৭৬; আবুদাঊদ হা/৪২৫২।*

৩৬. *আবুদাঊদ হা/২৪৮৪; মিশকাত হা/৩৮১৯ 'জিহাদ' অধ্যায়।*

৩৭. *খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ পৃঃ ১২; হাকেম ১/৮৮ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৮০।*

৩৮. *যাহাবী, তাযকেরাতুল হুফফায (বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৩ পৃঃ।*

৩৯. *কিতাবুল গুনিয়াহ ১/৯০।*

৪০. *শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী : ১২৮৬ হিঃ) ১/৭৩ পৃঃ।*

৪১. *ত্বাবারাণী, ছহীহাহ হা/৯৯৮।*

৪২. *কিতাবুল মীযান ১/৬৫-৬৬।*

'মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে আহলেহাদীছের মর্যাদা অনুরূপ, যেমন সকল জাতির মধ্যে মুসলমানদের মর্যাদা'।[৪৩]

সংশয় নিরসন :

অনেকে ভাবেন, তার দল আদর্শচ্যুত হলেও কিংবা সেখানে আক্বীদা ও আমল পরিশুদ্ধির কোন প্রচেষ্টা না থাকলেও ঐদল ছেড়ে কোন ছহীহ-শুদ্ধ দলে যাওয়া যাবে না কিংবা অনুরূপ কোন জামা'আত গঠন করা যাবে না। আবার কেউ ছহীহ-শুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন দল থেকে খোঁড়া অজুহাতে বেরিয়ে গিয়ে নতুন দল গড়েন ও ভাঙেন। সেই সাথে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা করেন ও মানুষকে ধোঁকা দেন। অনেকে শিরক ও বিদ'আতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকেও নিজেকে সুন্নী বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এমনকি আহলেহাদীছ দাবী করেন। কেউ কুরআনে বর্ণিত 'মুসলেমীন' ও হাদীছে বর্ণিত 'জামা'আতুল মুসলেমীন'-এর অর্থ না বুঝে নিজেদেরকেই মাত্র ইসলামী জামা'আত বা মুসলিম জামা'আত দাবী করেন ও অন্যদেরকে কাফের ধারণা করেন। কেউ আল্লাহ্র হুকুম 'আক্বীমুদ্দীন' (তোমরা তাওহীদ কায়েম কর)-এর অর্থ 'হুকুমত কায়েম কর' বলেছেন এবং রাষ্ট্র কায়েমের আন্দোলনে তাদের দলে যোগ না দিলে তাকে নবীযুগের ইহুদীদের ন্যায় কাফের গণ্য করেন। কেউ কুরআনে বর্ণিত 'উখরিজাত লিন্নাস' (যাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য) ও 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহ্র রাস্তায়)-এর কদর্থ করে মানুষকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন ও গাট্টি-বোচকা ঘাড়ে নিয়ে দিনের পর দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাচ্ছেন। সেই সাথে শুনাচ্ছেন কোটি কোটি নেকী ও ফযীলতের মিথ্যা বয়ান। কেউ ভিত্তিহীন কাহিনী ও জাল-যঈফের প্রচারকেই তাবলীগ ভাবেন ও ছহীহ হাদীছের তাবলীগকে ফিৎনা মনে করেন। কেউ 'জিহাদ'-এর অপব্যাখ্যা করে তাদের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহগার মুসলিম নেতাদের হত্যা করার মধ্যেই জান্নাত তালাশ করেন।

অথচ বাস্তবতা এই যে, প্রায় সকলেই যেকোন মূল্যে নিজেদের ভুলের উপর টিকে থাকেন। সঠিক বিষয়ের দিকে ফিরে যেতে চান না। কেউ বলেন, 'এটাও ঠিক ওটাও ঠিক'। কিন্তু সঠিক বিষয়টির দিকে নিজেরাও যান না, অন্যকেও যেতে দেন না। এভাবেই শয়তান সর্বদা মানুষকে ধোঁকায় ফেলে রাখে। যাতে সে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করতে না পারে। এই সব হঠকারী ও বিদ'আতপন্থী দলসমূহের ব্যাপারে সাবধান করে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ- 'নিশ্চয়ই যারা তাদের দ্বীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি কেবল আল্লাহ্র উপরে ন্যস্ত। অতঃপর তিনিই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন' *(আন'আম ৬/১৫৯)*।

উপসংহার :

এগুলি মূলতঃ ভুল চিন্তা ও অন্তরের রোগ হ'তে উদ্ভূত। কেননা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে কোন জনপদে কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে সব ছেড়ে উক্ত আন্দোলনে যোগদান করাই হ'ল মানুষের দ্বীনী কর্তব্য। কিন্তু নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিপরায়ণতা ও হীন দুনিয়াবী স্বার্থে, প্রচলিত প্রথা ও বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে যুগে যুগে নবীদের বিরোধিতা করা হয়েছে। একইভাবে আজও পৃথিবীর যে প্রান্তে সঠিকভাবে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' চলছে, সেখানে বিরোধীরা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বিদ'আতপন্থী ও হঠকারীরা চিরকাল এটি করবে। কিন্তু জান্নাতপিয়াসী মুমিনগণ ঠিকই ছুটে আসবেন এখানে আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে। আল্লাহ আমাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে 'মুক্তিপ্রাপ্ত দলে'র অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!!

৪৩. *মিনহাজুস সুন্নাহ (বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ২/১৭৯ পৃঃ।*

পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কিত বিবিধ মাসায়েল

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

(৪র্থ কিস্তি)

ওযূর ফযীলত

পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ওযূ। এর অনেক ফযীলত রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

(ক) ওযূ ঈমানের অর্ধেক :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَـــانِ 'পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক'।[৪৪]

(খ) ওযূ ছোট পাপের কাফ্ফারা :

এ মর্মে হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ، أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوْبِ.

'কোন মুসলিম অথবা মুমিন বান্দা ওযূ করার সময় যখন মুখমণ্ডল ধুয়ে ফেলে তখন তার চোখ দিয়ে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা (তিনি বলেছেন,) পানির শেষ বিন্দুর সাথে বের হয়ে যায়। যখন সে উভয় হাত ধৌত করে তখন তার দু'হাতের স্পর্শের মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। অতঃপর যখন সে উভয় পা ধৌত করে তখন তার দু'পা দিয়ে হাঁটার মাধ্যমে অর্জিত পাপ পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঝরে যায়। এইভাবে সে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়'।[৪৫]

অন্য একটি হাদীছে এসেছে, ওছমান (রাঃ)-এর আযাদকৃত দাস হুমরান থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ওছমান ইবনু আফ্ফান (রাঃ)-এর জন্য ওযূর পানি নিয়ে আসলে তিনি ওযূ করে বললেন, লোকেরা রাসূল (ছাঃ) থেকে বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ঐ হাদীছগুলো কি তা আমার জানা নেই। তবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমার এই ওযূর ন্যায় ওযূ করতে দেখেছি। তারপর তিনি বলেছেন, مَنْ تَوَضَّأَ هَكَذَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَكَانَتْ صَلاَتُهُ وَمَشْيُهُ إِلَـــى الْمَـــسْجِدِ نَافِلَــةً. 'যে ব্যক্তি এভাবে ওযূ করে তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। ফলে তার ছালাত ও মসজিদে যাওয়া অতিরিক্ত আমল হিসাবে গণ্য হয়'।[৪৬]

(গ) ওযূ বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ.

'আমি কি তোমাদেরকে (এমন কাজ) জানাবো না, যা করলে আল্লাহ বান্দার গুনাসমূহ ক্ষমা করেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? লোকেরা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি বলুন। তিনি বললেন, কষ্টকর অবস্থায় থেকেও পুর্ণাঙ্গরূপে ওযূ করা, ছালাতের জন্য মসজিদে বার বার যাওয়া এবং এক ছালাতের পর আর এক ছালাতের জন্য অপেক্ষা করা। আর এই কাজগুলোই হ'ল সীমান্ত প্রহরা'।[৪৭]

(ঘ) ওযূ জান্নাত লাভের মাধ্যম :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতের সময় বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন,

يَا بِلاَلُ حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِيْ الْجَنَّةِ قَالَ مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّيَ.

'হে বেলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক সন্তোষজনক যে আমল তুমি করেছ, তা আমাকে বল। কেননা জান্নাতে (মি'রাজের রাতে) আমি আমার সামনে তোমার পাদুকার আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বেলাল (রাঃ) বললেন, আমার নিকট এর চেয়ে (অধিক) সন্তোষজনক কিছু আমি করিনি যে, দিন-রাত যখনই যে কোন প্রহরে আমি পবিত্রতা অর্জন করেছি, তখনই সে তাহারাত দ্বারা ছালাত আদায় করেছি, যে পরিমাণ ছালাত আদায় করা আমার তাক্বদীরে লেখা ছিল'।[৪৮]

---

*. লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।

৪৪. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম, 'ওযূর ফযীলত' অনুচ্ছেদ, হা/৫৩৩, ৩/৯৫ পৃঃ।

৪৫. ঐ, 'ওযূর পানির সাথে পাপ সমূহ বের হয়ে যায়' অনুচ্ছেদ, হা/৫৭৬, ৩/১২৬ পৃঃ।

৪৬. ঐ, হা/৫৪৩, ৩/১০৮ পৃঃ।

৪৭. ঐ, হা/৫৮৬, ৩/১৩৪ পৃঃ।

৪৮. বুখারী, 'রাতে ও দিনে পবিত্রতা অর্জনের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, হা/১১৪৯, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৫৫৭ পৃঃ।

(ঙ) ওযূ অন্যান্য উম্মাতের সাথে উম্মাতে মুহাম্মাদীর পার্থক্যকারী :

একটি হাদীছে এসেছে, ছাহাবীগণ বললেন,

كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَىْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ. قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ. قَالَ فَإِنَّهُمْ يَأْتُوْنَ غُرًّا مُحَجَّلِيْنَ مِنَ الْوُضُوْءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার উম্মাতের এমন লোকদের কিভাবে চিনবেন যারা এখনও দুনিয়াতেই আসেনি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, বল দেখি, যদি কোন ব্যক্তির নিকট কাল এক রঙ্গা বহু ঘোড়ার মধ্যে একদল ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, সে কি তার ঘোড়া সমূহ চিনতে পারবে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমার উম্মতের লোকেরও ওযূর কারণে (ক্বিয়ামতের দিন) সেইরূপ ধবধবে সাদা কপাল ও সাদা হাত-পা অবস্থায় উপস্থিত হবে আর আমি হাউযে কাওছারের নিকট তাদের অগ্রগামী হিসাবে উপস্থিত থাকব'।[৪৯]

(চ) ওযূ শয়তানের গিঁট খোলার অন্যতম মাধ্যম :

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيْطًا طَيِّبَ النَّفْسِ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيْثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ.

'তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদাংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাক। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহ'লে একটি গিঁট খুলে যায়। পরে ওযূ করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। অতঃপর ছালাত আদায় করলে আরেকটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিল চিত্তে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে'।[৫০]

ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ

ওযূ ভঙ্গের কারণ মোট ৫টি। যথা :

১- পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া :

৪৯. *মুসলিম, হা/২৩৪, মিশকাত, হা/২৭৮, 'ওযূর মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৫ পৃঃ।*

৫০. *বুখারী, হা/১১৪২, বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৫৫৪ পৃঃ।*

পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে মল-মূত্র, বীর্য, মযী[৫১], হায়েয ও নিফাসের রক্ত এবং বায়ু বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا– 'অথবা তোমাদের কেউ পেশাব-পায়খানা থেকে আসে কিংবা তোমরা স্ত্রী সম্ভোগ কর, তবে যদি পানি না পাও তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(নিসা ৪৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. 'যে ব্যক্তির ওযূ ভঙ্গ হয়েছে তার ছালাত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে'।[৫২]

অন্য হাদীছে এসেছে, ছাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا، ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন, আমরা যেন (সফর অবস্থায়) তিন দিন যাবৎ পেশাব-পায়খানা এবং ঘুমের কারণে আমাদের মোযা না খুলি। তবে জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত।[৫৩]

অন্য হাদীছে এসেছে, আব্বাদ ইবনু তামীম (রহঃ)-এর চাচা হ'তে বর্ণিত, একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হ'ল যে, তার মনে হয়েছিল যেন ছালাতের মধ্যে কিছু হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, لاَ يَنْفَتِلْ أَوْ لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا. 'সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শুনে বা দুর্গন্ধ পায়'।[৫৪]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِيْ حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِيْ عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِيْ وَصَلِّى فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ.

ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে বললেন, হায়েযের রক্তের পরিচিতি এই যে, তা কাল রং-এর হবে। যখন এই ধরনের রক্ত প্রবাহিত হবে তখন ছালাত ত্যাগ করবে এবং যখন অন্যরূপ রং দেখবে তখন ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে রগের রক্ত।[৫৫]

৫১. *বীর্যপাতের পূর্বে নিঃসৃত অপেক্ষাকৃত তরল শুক্ররস।*

৫২. *বুখারী, 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না' অধ্যায়, হা/১৩৫, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স, ১/৮৫ পৃঃ, মুসলিম, হা/২২৫। মিশকাত, হা/২৮০, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।*

৫৩. *সুনানু ইবনে মাজাহ, হা/৪৭৮।*

৫৪. *বুখারী, 'নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহের কারণে ওযূ করতে হয় না' অনুচ্ছেদ, হা/১৩৭, বঙ্গানুবাদ, তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৮৬ পৃঃ।*

৫৫. *আবু দাউদ হা/২৮৬, নাসাঈ, হা/৩৬০।*

২- পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত শরীরের অন্য কোন জায়গা দিয়ে মল-মূত্র অথবা বায়ূ নির্গত হওয়া :

কারো অসুস্থতার কারণে অপারেশনের মাধ্যমে যদি পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত অন্য কোন রাস্তা দিয়ে পেশাব-পায়খানা বের করে তবুও তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে শরীরের যেকোন স্থান দিয়ে রক্ত, পুঁজ এবং বমন হ'লে ওযূ ভঙ্গ হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল উল্লিখিত কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না। তবে রক্ত, পুঁজ এবং বমনের পরিমাণ খুব বেশী হ'লে মতভেদের গণ্ডি হ'তে নিজেকে দূরে রাখার জন্য পুনরায় ওযূ করাই ভাল।[৫৬]

৩- ওযূ অবস্থায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলা :

এখানে জ্ঞান হারানোর দু'টি মাধ্যম লক্ষণীয়।

(ক) অস্থায়ী জ্ঞান হারানো যা ঘুম, অসুস্থতা এবং নেশাগ্রস্তের কারণে হয়ে থাকে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিতেন, أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَـــائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَـــوْمٍ. 'আমরা যেন (সফর অবস্থায়) তিন দিন যাবৎ পেশাব-পায়খানা এবং ঘুমের কারণে আমাদের মোযা না খুলি। তবে জানাবাতের অবস্থা ব্যতীত'।[৫৭]

অন্য হাদীছে এসেছে, আলী ইবনু আবু তালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَـــلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ. 'চক্ষু হ'ল গুহ্যদ্বারের ঢাকনা। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন ওযূ করে'।[৫৮]

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে তা এমন ঘুম যে, ঘুমের মধ্যে বায়ু নিঃসরণ হ'লে তা উপলব্ধি করা যায় না। পক্ষান্তরে যদি এমন ঘুম হয় যে ঘুমে বায়ু নিঃসরণ উপলব্ধি করা যায় সে ঘুমের কারণে ওযূ ভঙ্গ হবে না।[৫৯] এ প্রসঙ্গে আনাস (রাঃ) বলেন,

كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــلَّمَ يَنْتَظِـــرُوْنَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِـــقَ رُءُوْسُـــهُمْ ثُـــمَّ يُـــصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّئُوْنَ.

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ এশার ছালাতের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলেন। এমনকি (ঘুমের কারণে) তাদের মাথা আন্দোলিত হচ্ছিল। অতঃপর তারা ছালাত আদায় করলেন। কিন্তু ওযূ করলেন না।[৬০]

(খ) স্থায়ীভাবে জ্ঞান হারানো, যা পাগল হয়ে গেলে হয়ে থাকে। অস্থায়ীভাবে জ্ঞান হারালে যদি ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় তাহ'লে স্থায়ীভাবে জ্ঞান হারালেও ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

৪- ওযূ অবস্থায় উটের গোশত খাওয়া :

জাবের ইবনু সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُوْلَ اللهِ أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَوَضَّأْ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ؟ قَالَ : نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ. অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি ছাগলের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, 'তুমি চাইলে ওযূ কর। আর না চাইলে ওযূ কর না'। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি উটের গোশত খেয়ে ওযূ করব? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, উটের গোশত খেয়ে ওযূ করবে'।[৬১]

৫- ইসলাম ত্যাগ করা :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِـــرِيْنَ 'আর যে ঈমান প্রত্যাখ্যান করল, অবশ্যই তার আমল বরবাদ হবে এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(মায়েদা ৫)*।

এছাড়া যে সকল কারণে গোসল ফরয হয়, সে সকল কারণে ওযূ ফরয হয়।

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

এখানে লজ্জাস্থান বলতে পেশাব-পায়খানা উভয় দ্বারকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ ওযূ অবস্থায় পেশাব-পায়খানার রাস্তা সরাসরি স্পর্শ করে তাহ'লে তার ওযূ ভঙ্গ হবে কি-না? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে ছহীহ মত হ'ল উত্তেজনা ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কিন্তু উত্তেজনা বশত স্পর্শ করলে এবং লজ্জাস্থান দিয়ে কিছু নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হবে।[৬২]

ক্বায়েস ইবনে ত্বলক তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদা আমরা আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ)-এর নিকট গমন করি। এমন সময় একজন গ্রাম্য লোক এসে জিজ্ঞেস করল, يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تَرَى فِى مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ أَوْ قَالَ بَـــضْعَةٌ مِنْـــهُ. অর্থাৎ হে আল্লাহ্‌র

---

৫৬. *মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৭৪ পৃঃ, মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ফাওযান, আল-মুলাক্ষাছুল ফিক্বহী ১/৬১ পৃঃ।*
৫৭. *সুনানু ইবনে মাজাহ, হা/৪৭৮।*
৫৮. *সুনানু আবু দাউদ, হা/২০৩, সুনানু ইবনু মাজাহ, হা/৪৭৭, হাদীছ হাসান। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ১/১৪৮ পৃঃ।*
৫৯. *মাজমূ' ফাতাওয়া, ২১/২৩০ পৃঃ।*
৬০. *মুসলিম, হা/৩৭৬, আবূদাউদ, হা/২০০।*
৬১. *মুসলিম, হা/৩৬০।*
৬২. *শারহুল মুমতে আলা যাদিল মুসতাকনি ১/২৮৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ ইবনে ওমর ইবনে সালেম বাযেমূল, আত-তারজীহু ফী মাসায়েলিত ত্বাহারাহ ওয়াছ ছালাত, ৬০ পৃঃ।*

রাসূল! ওযূ করার পরে যদি কোন ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তবে এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'পুরুষাঙ্গ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা তিনি বললেন, গোশতের খণ্ড মাত্র'।[৬৩]

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। লজ্জাস্থান শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মতই। শরীরের অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করলে যেমন ওযূ ভঙ্গ হবে না, তেমনি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলেও ওযূ ভঙ্গ হবে না।

পক্ষান্তরে অন্য হাদীছে এসেছে, বুসরা বিনতে ছাফওয়ান হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ 'যে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে।[৬৪] অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ 'যে লোক তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে, আর যে মহিলা তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করল সে যেন ওযূ করে'।[৬৫]

উল্লিখিত হাদীছদ্বয় দ্বারা লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে; ওয়াজিব বুঝানো হয়নি। উপরোক্ত প্রথম হাদীছ যার প্রমাণ বহন করে। কেননা উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষাঙ্গ তো একটি গোশতের টুকরা অথবা তিনি বললেন, গোশতের খণ্ড মাত্র'।[৬৬]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেছেন, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।[৬৭]

তাছাড়া আলী ইবনু আবি তালেব (রাঃ), আম্মার ইবনু ইয়াসার (রাঃ), ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রাঃ), ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ), আবু দারদা (রাঃ), ক্বায়েস ইবনু তালক (রাঃ), ইবনে জুবাইর (রাঃ), নাখঈ এবং তাউস (রহঃ) সকলেই লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৮]

নারীদের স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

ওযূ অবস্থায় নারীদের স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে কি-না এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তবে বিশুদ্ধ মত হ'ল ওযূ অবস্থায় নারীদের স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।[৬৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْهُ.

'হে মুমিনগণ! যখন তোমরা ছালাতে দণ্ডায়মান হ'তে চাও, তখন তোমাদের মুখ ও কনুই পর্যন্ত হাত ধৌত কর, মাথা মাসেহ কর এবং টাখনু পর্যন্ত পা (ধৌত কর) এবং যদি তোমরা অপবিত্র থাক, তবে ভালভাবে পবিত্র হও। আর যদি অসুস্থ হও কিংবা সফরে থাক অথবা যদি তোমাদের কেউ পায়খানা থেকে আসে অথবা তোমরা যদি স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর অতঃপর পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। সুতরাং তা দ্বারা তোমাদের মুখ ও হাত মাসাহ কর' *(মায়েদা ৬)*। এই আয়াতে উল্লেখিত أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ বলতে স্ত্রী সহবাসের কথা বুঝানো হয়েছে। শুধুমাত্র হাত দ্বারা স্পর্শ করা বুঝানো হয়নি।[৭০]

হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তার কোন স্ত্রীকে চুম্বন করে ছালাত আদায় করেছেন। কিন্তু ওযূ করেননি। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ فَقُلْتُ : مَا هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর কতিপয় স্ত্রীকে চুম্বন করলেন। অতঃপর ছালাতের জন্য বের হয়ে গেলেন কিন্তু ওযূ করলেন না। আমি বললাম (উরওয়া ইবনে জুবাইর), সেটা আপনি ছাড়া আর কে? তখন তিনি (আয়েশা) হাসতে লাগলেন।[৭১] অতএব ওযূ অবস্থায় নারী স্পর্শ করলে বা চুম্বন করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, কোন মহিলাকে স্পর্শ করলে অথবা কোন অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করলে ওযূ ভঙ্গ হবে না।[৭২]

মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযূ ভঙ্গ হবে কি?

ওযূ অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার বিষয়টি কুরআন ও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। পক্ষান্তরে ইবনু ওমর (রাঃ), আবু হুরায়রাহ (রাঃ) এবং ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি আছার বর্ণিত হয়েছে যেখানে তাঁরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরে ওযূ করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৭৩] অত্র আছার দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কথা বুঝানো হয়নি। বরং মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পরে ওযূ করা মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে।[৭৪]

যে সকল ইবাদতের জন্য ওযূ করা ওয়াজিব

ছালাত আদায় করার জন্য ওযূ করা :

৬৩. সুনানু আবী দাঊদ হা/১৮২, হাদীছ ছহীহ।
৬৪. মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৯১, তিরমিযী হা/৮২, নাসাঈ হা/১৬৩। হাদীছ ছহীহ।
৬৫. মুসনাদে আহমাদ, ১/১৩২ পৃঃ। হাদীছটি হাসান লিগাইরিহি।
৬৬. সুনানু আবী দাঊদ হা/১৮২, হাদীছ ছহীহ।
৬৭. মাজমূ' ফাতাওয়া, ২১/২৪১ পৃঃ।
৬৮. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, ১/১১৭-১২১ পৃঃ; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১/১৬৪-১৬৫ পৃঃ।
৬৯. শারহুল মুমতে, ১/২৯১ পৃঃ; আত-তারজীহ ফী মাসায়েলিত ত্বাহারাহ ওয়াছ ছালাত, ৬১-৬৭ পৃঃ।
৭০. তাফসীরুত ত্বাবারী, (দারুল ফিকর), ৫/১০৫ পৃঃ।
৭১. সুনানু ইবনে মাজাহ, হা/৫০২, হাদীছটি ছহীহ।
৭২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, হাক্বীকাতুছ ছিয়াম, ৪৪ পৃঃ।
৭৩. মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হা/৬১০১।
৭৪. শারহুল মুমতে, ১/২৯৬ পৃঃ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ وَلاَ صَدَقَةٌ مِنْ غُلُوْلٍ. 'পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত এবং হারাম মালের দান কবুল হয় না'।[৭৫] অতএব ছালাত ছহীহ হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল ওযূ ছহীহ হওয়া।

কুরআন স্পর্শ করার জন্য ওযূ করা ওয়াজিব কি?

ওযূ অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করাই উত্তম। তবে ওযূ বিহীন কুরআন স্পর্শ করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ 'কেউ তা (কুরআন) স্পর্শ করে না পবিত্রগণ ছাড়া' *(ওয়াক্বিয়া ৭৯)*। এখানে 'পবিত্রগণ' বলতে ফেরেশতাগণকে বুঝানো হয়েছে। বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়।

সুলায়মান ইবনে মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ. 'কুরআন স্পর্শ করে না পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া'।[৭৬] এখানে পবিত্র ব্যক্তি বলতে এমন অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনকে বুঝানো হয়েছে, যে অপবিত্রতার কারণে গোসল করা ওয়াজিব হয়। অতএব কুরআন স্পর্শ করতে হ'লে ওযূ করা উত্তম, ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা জায়েয।

তিলাওয়াত ও শুকরিয়া সিজদাহ করার জন্য ওযূ শর্ত কি?

তিলাওয়াতে সিজদাহের অর্থাৎ কুরআনের যে সকল আয়াত তেলাওয়াত করলে সিজদাহ করতে হয় এবং শুকরিয়ার সিজদাহ, যা ভাল কোন খবর শুনলে করতে হয় তা ওযূ করে আদায় করা উত্তম। কিন্তু ওযূ করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ বিনা ওযূতে এই সিজদাহ করা জায়েয।

এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضــ نَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ.

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) সূরা নাজ্ম তিলাওয়াতের পর সিজদাহ করেন এবং তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জ্বিন ও ইনসান সবাই সিজদাহ করেছিল'।[৭৭]

অতএব তিলাওয়াত ও শুকরিয়ার সিজদাহ্র ক্ষেত্রে ওযূ পূর্বশর্ত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদেরকে সিজদাহ করতে নিষেধ করতেন। কেননা তাদের ওযূ ও ছালাত ছহীহ নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ এবং মুহাম্মাদ ইবনে ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[৭৮]

যে সকল কাজের জন্য ওযূ করা সুন্নাত?

(ক) আল্লাহ তা'আলার যিকির এবং কুরআন তেলাওয়াতের সময় ওযূ করা। (খ) প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করা সুন্নাত। যদিও সে ওযূ অবস্থায় থাকে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করতেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوْءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করতেন। আমি বললাম, আপনারা কি করতেন? তিনি বললেন, ওযূ ভঙ্গের কারণ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পূর্বের ওযূ যথেষ্ট হ'ত।[৭৯]

(গ) সহবাসের পরে পুনরায় স্ত্রী মিলন, ঘুমাতে বা পানাহার করতে চাইলে ওযূ করা সুন্নাত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ. 'তোমাদের কেউ একবার স্ত্রী সহবাস করার পরে পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন ওযূ করে'।[৮০]

অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় ঘুমাতে চাইলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে ঘুমাতেন।[৮১]

আয়েশা (রাঃ) আরো বলেন, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুনুবী বা নাপাক অবস্থায় খেতে অথবা ঘুমাতে চাইলে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করে নিতেন।[৮২]

(ঘ) গোসল করার পূর্বে ওযূ করা সুন্নাত

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُوْلَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

---

৭৫. *মুসরিম, হা/২২৫, মিশকাত, হা/২৮১, বঙ্গানুবাদ (এমদাদিয়া) ২/৪৮ পৃঃ।*
৭৬. *মুয়াত্তা মালেক, ১/১৯৯ পৃঃ, দারাকুতনী, ১/১২১ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/১২২।*
৭৭. *বুখারী, 'মুশরিকদের সাথে মুসলিমগণের সাজদাহ করা আর মুশরিকরা অপবিত্র, তাদের ওযূ হয় না' অনুচ্ছেদ, হা/১০৭১। বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/৫২৪ পৃঃ।*
৭৮. *মাজমূ' ফাতাওয়া ২১/২৭৯,২৯৩ পৃঃ; শারহুল মুমতে ১/৩২৫-৩২৭ পৃঃ।*

৭৯. *বুখারী, 'হাদাছ ব্যতীত ওযূ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২১৪, বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১১৮ পৃঃ।*
৮০. *মুসলিম, হা/৩০৮।*
৮১. *মুসলিম, হা/৩০৫।*
৮২. *মুসলিম, হা/৩০৬।*

অর্থাৎ নবী (ছাঃ) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন প্রথমে তাঁর হাত দু'টো ধুয়ে নিতেন। অতঃপর ছালাতের ওযূর মত ওযূ করতেন। অতঃপর তাঁর আঙ্গুলগুলো পানিতে ডুবিয়ে নিয়ে চুলের গোড়া খিলাল করতেন। অতঃপর তাঁর উভয় হাতের তিন আঁজলা পানি মাথায় ঢালতেন। তারপর তাঁর সারা দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন।[৮৩]

(ঙ) ঘুমের পূর্বে ওযূ করা :

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأَيْمَنِ...) অর্থাৎ যখন তুমি বিছানায় যাবে তখন ছালাতের ওযূর মত ওযূ করে নিবে। তারপর ডান কাতে শয়ন করবে...।[৮৪]

ওযূর নিয়ম : (১) প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে।[৮৫] অতঃপর (২) 'বিসমিল্লাহ' বলবে।[৮৬] এরপর (৩) ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি সমেত ধুবে[৮৭] এবং আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে।[৮৮] আঙ্গুলে আংটি থাকলে নাড়াচাড়া করে সেখানে পানি প্রবেশ করাবে।[৮৯] এরপর (৪) ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও প্রয়োজনে নতুন পানি নিয়ে নাকে দিয়ে বাম হাত দ্বারা ভালভাবে নাক ঝাড়বে।[৯০] তারপর (৫) কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী হয়ে থুৎনির নীচ পর্যন্ত পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করবে[৯১] ও দাড়ি খিলাল করবে।[৯২] তারপর (৬) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সহ ধুবে।[৯৩] এরপর (৭) পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি মাথার সম্মুখ হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সম্মুখে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে।[৯৪] একই সাথে ভিজা শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আঙ্গুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে।[৯৫] অতঃপর ডান ও বাম পায়ের টাখনুসহ ভালভাবে ধুবে[৯৬] ও বাম হাতের আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুল সমূহ খিলাল করবে।[৯৭] (৯) এভাবে ওযূ শেষে বাম হাতে কিছু পানি নিয়ে লজ্জাস্থান বরাবর ছিটিয়ে দিবে[৫৫] ও নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের অন্তর্ভুক্ত করুন' *(তিরমিযী)*।

ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি পূর্ণভাবে ওযূ করবে ও কালেমায়ে শাহাদত পাঠ করবে, তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে প্রবেশ করবে।[৫৬] উল্লেখ্য যে, এই দো'আ পাঠের সময় আসমানের দিকে তাকানোর হাদীছটি 'মুনকার' বা যঈফ।[৫৭]

[চলবে]

৮৩. *বুখারী, 'গোসলের পূর্বে অযূ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৪৮, বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৩৪ পৃঃ।*
৮৪. *বুখারী, 'গোসলের পূর্বে অযূ করা' অনুচ্ছেদ, হা/২৪৭, বঙ্গানুবাদ তাওহীদ পাবলিকেশন্স ১/১৩১ পৃঃ।*
৮৫. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/১।*
৮৬. *মিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০২।*
৮৭. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, নায়লুল আওতার ১/২০৬ ও ২১০ পৃঃ।*
৮৮. *নাসাঈ, আবূদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪০৫।*
৮৯. *বুখারী, নায়লুল আওতার ১/২৩১ পৃঃ; 'আংটি নাড়াচাড়া ও আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা' অনুচ্ছেদ।*
৯০. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪।*
৯১. *মুত্তাফাক আলাইহ, নায়লুল আওতার ১/২১০ পৃঃ।*
৯২. *তিরমিযী, নায়লুল আওতার ১/২২৪ পৃঃ।*
৯৩. *বুখারী, নায়লুল আওতার ১/২২৩ পৃঃ।*
৯৪. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪।*
৯৫. *নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৪।*
৯৬. *মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪।*
৯৭. *আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৬-০৭।*

৫৫. *আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৬১।*
৫৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯।*
৫৭. *নাছিরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৫ পৃঃ।*

শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মহিলা শাখায় আলিম পর্যন্ত পড়াতে সক্ষম ২জন দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ (আরবী/ইসলামিক স্টাডিজ) পাস শিক্ষিকা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীগণকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বরাবরে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদপত্রের সত্যায়িত ফটোকপি সহ আগামী ৩০ অক্টোবর'১২ এর মধ্যে দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে।

যোগাযোগ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, থানা- শাহমখদুম
রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৭৬১৩৭৮
০১৭২৬-৩১৪৪৪১।

হজ্জ : ফযীলত ও উপকারিতা

*আব্দুল মান্নান সালাফী**

অনুবাদ : ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

হজ্জের পরিচয় :

حج (হজ্জ)-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন স্থানের সংকল্প করা। শারঈ পরিভাষায় নির্দিষ্ট ইবাদত তথা তাওয়াফ, সাঈ প্রভৃতির জন্য হজ্জের মাস সমূহে (শাওয়াল, যুলকা'দাহ, যুলহিজ্জা) আল্লাহ তা'আলার নিকট সম্মানিত ও পবিত্র ঘর যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করা।

হজ্জের গুরুত্ব :

হজ্জ ইসলামের পাঁচটি রুকনের মধ্যে অন্যতম। যা জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক ও সামর্থ্যবান মুসলমানের উপরে জীবনে একবার ফরয। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَلِلّٰه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

'মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার জন্য ফরয। আর কেউ প্রত্যাখ্যান করলে, সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন' *(আলে ইমরান ৯৭)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰه 'তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ ও ওমরা পূর্ণ কর' *(বাক্বারাহ ১৯৬)*।

হাদীছেও হজ্জ ফরয হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

(١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ১. একথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর রাসূল, ২. ছালাত কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ্জ করা এবং ৫. রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা'।[৯৮]

(২) ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত প্রসিদ্ধ হাদীছে জিবরীলে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً

'ইসলাম হচ্ছে তোমার এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্যিকার উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল, ছালাত কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করা ও বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা যদি সেখানে পৌঁছার সামর্থ্য থাকে'।[৯৯]

(٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَامٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلاَثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا-

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সামনে খুৎবা দিলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। (সুতরাং তোমরা হজ্জ কর)। জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞেস করল, প্রত্যেক বছর (ফরয)? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকলেন। এমনকি লোকটি তিনবার জিজ্ঞেস করল। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম, তাহ'লে (তোমাদের উপর প্রত্যেক বছর হজ্জ পালন করা) ফরয হয়ে যেত। আর ফরয হয়ে গেলে তোমরা তা পালনে সক্ষম হ'তে না'।[১০০]

উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছের ভিত্তিতে ওলামায়ে কেরাম সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপরে জীবনে একবার হজ্জ ফরয বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর একের অধিক হ'ল নফল বা অতিরিক্ত।[১০১]

হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী :

হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। ১. ইসলাম ২. জ্ঞান ৩. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ৪. স্বাধীন হওয়া ৫. শক্তি-সামর্থ্য থাকা।

১. ইসলাম : ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কোন কাফির ব্যক্তির উপর হজ্জের বিধান প্রযোজ্য নয়। সুতরাং কেউ যদি কুফরী অবস্থায় হজ্জ সম্পন্ন করে এবং ইসলাম গ্রহণের পর যদি তার উপর হজ্জ ফরয হয়, তাহ'লে কুফরী অবস্থায় কৃত হজ্জ দ্বারা হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না।

* *সম্পাদক, মাসিক আস-সিরাজ, নেপাল।*

৯৮. *বুখারী হা/৮; মুসলিম হা/১১৩; মিশকাত হা/২।*

৯৯. *মুসলিম, মিশকাত হা/২।*

১০০. *মুসলিম হা/৩২৫৭; নাসাঈ হা/২৬৩১;* মিশকাত হা/২৫০৫।

১০১. আবুদাউদ, নাসাঈ, আহমাদ, মিশকাত হা/২৫২০।

২. জ্ঞান : প্রত্যেক প্রকারের ইবাদতের ন্যায় হজ্জের জন্যও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া শর্ত। কোন মস্তিষ্ক বিকৃত বা পাগল ব্যক্তির জন্য হজ্জ ফরয নয় এবং তাকে হজ্জের জন্য আদেশও দেয়া যাবে না। যেমন হাদীছে এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنْ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ– ‘তিন ব্যক্তির উপর থেকে কলম তুলে নেওয়া হয়েছে। ঘুমন্ত ব্যক্তির থেকে যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর থেকে যে পর্যন্ত না সে বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হয়। আর পাগল ব্যক্তির থেকে যতক্ষণ না সে জ্ঞান ফিরে পায় বা বোধ শক্তি সম্পন্ন হয়’।[১০২]

৩. প্রাপ্তবয়স্ক : পূর্বোক্ত হাদীছে এ কথাও স্পষ্ট হয়েছে যে, শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর থেকেও কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সে শরী‘আতের বিধান পালনের নির্দেশ প্রাপ্ত নয়। এজন্য সে হজ্জের ব্যাপারে আদিষ্টও নয়। যদি কোন অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতা বা নিকটাত্মীদের সাথে হজ্জ করে তাহ’লে তার হজ্জ নফল হবে এবং নেকী পিতা-মাতা বা যে নিকটাত্মীয় হজ্জ করিয়েছে তাদের হবে। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন,

لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ، فَقَالُوْا مَنْ أَنْتَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ–

অর্থাৎ তিনি রওহা নামক স্থানে একটি কাফেলার সাক্ষাৎ পেলেন। তখন তারা বলল, কাদের কাফেলা? তারা বললেন, মুসলমানদের কাফেলা। তখন তারা বলল, আপনি কে? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাসূল। তখন এক মহিলা তার বাচ্চা উচু করে ধরে বলল, এর উপর কি হজ্জ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এবং ছওয়াব তোমার জন্য’।[১০৩] অনুরূপ সায়েব ইবনু ইয়াযীদ বলেন, حُجَّ بِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ– অর্থাৎ আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জ করানো হ’ল, সে সময়ে আমি ছিলাম সাত বছর বয়সের বালক।[১০৪] এ উভয় হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য হজ্জ করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর যদি তার উপর হজ্জ ফরয হয় এবং ফরযিয়াতের শর্তসমূহ পাওয়া যায়, তাহ’লে তাকে আবার হজ্জ করতে হবে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

احْفَظُوْا عَنِّيْ، وَلاَ تَقُوْلُوْا : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَأَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ صَبِيًّا، ثُمَّ أَدْرَكَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الرَّجُلِ،

‘(হে লোক সকল!) তোমরা আমার নিকট থেকে এ বিষয়টি জেনে নাও। আর এটা ভেব না যে, ইবনু আব্বাস বলেছেন (বরং এটা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন)। যে গোলামকে তার মনীব হজ্জ করাবে অতঃপর আযাদ করে দিবে (হজ্জের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে) তার উপরে হজ্জ ফরয হবে। আর যে বাচ্চাকে শৈশবে তার পরিবার হজ্জ করাবে অতঃপর সে বালেগ হওয়ার পর (হজ্জের শর্তসমূহ পাওয়া গেলে) তার উপর হজ্জ ফরয হবে।[১০৫] ইমাম বায়হাক্বীও হাদীছটি নবী করীম (ছাঃ) থেকে মারফূ‘ সূত্রে স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[১০৬]

৪. স্বাধীন হওয়া : ক্রীতদাসের উপর হজ্জ ফরয নয়। কিন্তু তার মনিব তাকে হজ্জ করালে নফল হিসাবে তার হজ্জ হয়ে যাবে এবং স্বাধীন হওয়ার পর হজ্জ ওয়াজিব হওয়ার শর্তসমূহ পাওয়া গেলে তাকে ফরয হজ্জ আদায় করতে হবে। যেভাবে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছে সবিস্তার উল্লেখ আছে।[১০৭]

৫. সামর্থ্য-সক্ষমতা : হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য এটাই মৌলিক শর্ত। কুরআন ও হাদীছ উভয়টিতে যার উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির হজ্জ আদায়ের শক্তি-সামর্থ্য থাকা আবশ্যক। কোন ব্যক্তির যদি হজ্জ করার (শারীরিক) শক্তি না থাকে এবং তার যদি (আর্থিক) সামর্থ্য থাকে তাহ’লে তার উপর হজ্জ ফরয নয়।

(ক) **দৈহিক সামর্থ্য :** সক্ষমতা ও সামর্থ্যের মধ্যে দৈহিক শক্তি ও আর্থিক সামর্থ্য উভয়টিই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সম্পদশালী হ’লে কিন্তু সে অতি বৃদ্ধ হয়ে গেলে কিংবা এমন স্থায়ী অসুস্থ যে তার সুস্থতার আশা নেই এবং সে হজ্জের জন্য ভ্রমণ ও তার আরকান সমূহে পালনেও অক্ষম হ’লে তাকে অক্ষম-অসমর্থ গণ্য করা হবে। আর তার উপর হজ্জ ও ওমরা ওয়াজিব হবে না। তবে এরূপ দৈহিকভাবে অক্ষম ধনাঢ্য ব্যক্তির উচিত শারীরিকভাবে সক্ষম কোন ব্যক্তির মাধ্যমে বদলী হজ্জ করানো। যেমন আবু রাযীন আল-আক্বীলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয়। তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল

---

১০২. *নাসাঈ হা/৩৩৭৮।*
১০৩. মুসলিম হা/২৩৭৭।
১০৪. বুখারী হা/১৭২৫।

১০৫. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হা/১৫১০৫; সনদ ছহীহ;* ইরওয়াউল গালীল হা/৯৮৬-এর অধীনে।
১০৬. *বায়হাক্বী, ৪/৩২৫ পৃঃ।*
১০৭. *ইমাম তিরমিযীও বলেছেন, কৃতদাস স্বাধীন হওয়ার পূর্বে হজ্জ করলে এবং স্বাধীন হওয়ার পর হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী পাওয়া গেলে তাকে পুনরায় হজ্জ করতে হবে। সুফিয়ান ছাওরী, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক (রহঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। দ্রঃ তিরমিযী হা/৮৪৮-এর অধীনে।*

(ছাঃ)! আমার পিতা অতিবৃদ্ধ। তিনি হজ্জ বা ওমরা করতে সক্ষম নন এবং সওয়ারীতে আরোহণেরও শক্তি রাখে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করলেন, حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ, 'তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা কর'।[১০৮]

ফযল ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা এসে বলল,

يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِى الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِى شَيْخًا كَبِيْرًا، لاَ يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ، قَالَ نَعَمْ. وَذَلِكَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ-

অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। কিন্তু আমার পিতা এতই বৃদ্ধ হয়ে গেছেন যে, সওয়ারীর উপর বসার শক্তিও নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এটা ছিল বিদায় হজ্জের বছর।[১০৯]

(খ) **আর্থিক সামর্থ্য :** অনুরূপভাবে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য আর্থিক সামর্থ্য যরূরী। কোন ব্যক্তির নিজে এবং তার অধীনস্থদের কষ্টে পতিত হওয়া ব্যতীত বায়তুল্লাহ পর্যন্ত যাওয়া-আসার এবং সফরের খরচ বহনের সামর্থ্য থাকলে তার উপর হজ্জ ফরয। ঋণ করে কিংবা যাচঞা করে হজ্জ করা বৈধ নয়। যাচঞা করা ব্যতীত যদি কেউ হজ্জের খরচ প্রদান করে অথবা হজ্জের জন্য সহযোগিতা করে তাহ'লে কোন অসুবিধা নেই। এক্ষেত্রে হজ্জকারী ও সহযোগিতাকারী উভয়ই ছওয়াবের অধিকারী হবে।

(গ) **যে মহিলার কোন মাহরাম নেই সে অক্ষম :** সক্ষমতার মধ্যে আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্যের সাথে মহিলাদের জন্য মাহরাম ব্যক্তি বিদ্যমান থাকাও অন্তর্ভুক্ত। এজন্য হজ্জে গমনের ক্ষেত্রে যে মহিলার সাথে কোন মাহরাম (বিবাহ নিষিদ্ধ) ব্যক্তি থাকবে না, আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার উপর হজ্জের ফরযিয়াত রহিত হয়ে যাবে। কেননা এ দৃষ্টিকোণ থেকে সে অক্ষম গণ্য হবে।

এ প্রসঙ্গে ছহীহ বুখারীর নিম্নোক্ত বর্ণনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَخْرُجَ فِيْ جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِيْ تُرِيْدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا-

'মহিলারা (স্বামী অথবা) মাহরাম আত্মীয় ব্যতীত সফর করবে না। আর মহিলাদের নিকট কোন (পরপুরুষ) লোক আসবে না। কিন্তু যদি মাহরাম আত্মীয় উপস্থিত থাকে (তাহ'লে আসতে পারে)। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি অমুক অমুক যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধে যাওয়ার নিয়ত করেছি। (আবার কোন কোন বর্ণনার শব্দ হচ্ছে, অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে।) আর আমার স্ত্রী হজ্জের ইচ্ছা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اخْرُجْ مَعَهَا 'তুমি তার (স্ত্রীর) সাথে যাও'।[১১০] অন্য বর্ণনায় আছে, انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ- 'যাও এবং তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর'।[১১১] এছাড়া বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে মহিলাদের (স্বামী বা) মাহরাম লোক ব্যতীত সফর করতে নিষেধ করা হয়েছে। এজন্য হজ্জের নিয়তকারী মহিলাদেরকে শরী'আতের আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

মাহরাম দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বামী অথবা মহিলার এমন আত্মীয় যার সাথে বংশ, দুগ্ধপান অথবা বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে কখনোই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ নয়। যেমন- ১. পিতা ২. ছেলে ৩. ভাই ৪. চাচা ৫. মামা ৬. দুধ পিতা ৭. দুধ ছেলে ৮. দুধ ভাই ৯. দুধ চাচা ১০. দুধ মামা ১১. শ্বশুর ১২. সৎ ছেলে অর্থাৎ স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলে ১৩. জামাতা (মেয়ের স্বামী) ১৪. সৎ পিতা যে তার মায়ের সাথে সহবাস করেছে প্রমুখ। যদি কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত হজ্জে গমন করে তাহ'লে তার হজ্জ বৈধ হবে, কিন্তু ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী কাজ করায় সে নাফরমান (অবাধ্য) গণ্য হবে এবং পাপী হবে।[১১২]

নিরাপদ-নির্বিঘ্ন রাস্তা : সক্ষমতা ও সামর্থ্যের মাঝে এটাও রয়েছে যে, হজ্জে গমনের রাস্তা নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হওয়া এবং হজ্জের নিয়তকারীর জান ও মালের কোন ক্ষতি না হওয়া। রাস্তা অনিরাপদ হ'লে এবং হজ্জে গমনের সময় জান-মালের ক্ষতির আশংকা থাকলে, পরিবেশ ভাল না হওয়া পর্যন্ত হজ্জের ফরযিয়াত স্থগিত থাকবে।

সামর্থ্য বা সক্ষমতা অর্জিত হ'লে হজ্জ জলদি ফরয হয় :

যে মুসলমানের মধ্যে উল্লিখিত সকল শর্ত পাওয়া যাবে, শারঈ পরিভাষায় সে সক্ষম ও সামর্থ্যবান বলে পরিগণিত হবে এবং তার উপর হজ্জ ফরয হবে। সে হজ্জ পালনে টালবাহানা করবে না; বরং সক্ষম হওয়ার পর ঐ মৌসুমে দ্রুত হজ্জ সমাপন করার নিয়ত করবে। আর এর জন্য প্রয়োজনীয় কাজ-কাম (প্রস্তুতি) আরম্ভ করবে এবং হজ্জের ব্যাপারে কোন

১০৮. *তিরমিযী হা/৮৫২; সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/২৯০৬; মিশকাত হা/২৫২৮।*
১০৯. *বুখারী হা/১৮৫২, ১৫১৩; মুসলিম হা/১১৪৯, ১৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৫৫, ২৫১১।*
১১০. *বুখারী হা/১৭২২, ১৮৬২।*
১১১. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৫২৯; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/২৭২০; সিলসিলা ছহীহাহ ৩০৬৫নং হাদীছের অধীনে।
১১২. *ইবনু তায়মিয়াহ, শারহুল ওমদাহ ফী বয়ানে মনাসিকিল হজ্জ ওয়াল ওমরা, ১/১৮২।*

অলসতা করবে না। এ মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতি রাসূলের নির্দেশ হচ্ছে, 'তুমি ফরয হজ্জ আদায়ের ব্যাপারে দ্রুত কর। কেননা তোমাদের মধ্যে কেউ জানেন না যে, আগামী দিন তার সামনে কি প্রতিবন্ধকতা এসে যাবে'।[১১৩]

এজন্য সামর্থ্যবান মুসলমানের জন্য কোন প্রকার অজুহাত ও ওযর বাদ দিয়ে ফরয হজ্জ সমাপনে দ্রুত করা উচিত। আর ছেলে-মেয়ের বিবাহ, বাড়ী নির্মাণ, কারখানা ও ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য পার্থিব কাজের বাহানায় ঐ ফরয আদায়ের ব্যাপারে বিলম্ব করা উচিত নয়। কেননা ভবিষ্যত অবস্থা ও পরিস্থিতি এবং মানুষের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস কবে বন্ধ হয়ে যাবে এটা কারো জানা নেই।

উল্লেখ্য, হজ্জ সমাপনের ক্ষেত্রে সঊদী সরকার ইসলামী বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এমন নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা রেখেছেন, যাতে তারা এই ফরয কাজ অতি সহজে সুসম্পন্ন করতে পারে। ঐ নীতিমালার অধীনে প্রত্যেক দেশের মুসলিম অধিবাসীদের জন্য বার্ষিক কোটা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক লোককে হজ্জ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এ নীতিমালার আলোকে কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জের অনুমতি না পায়, তাহ'লে সে অক্ষম বা অসমর্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত তার হজ্জের ফরযিয়াত স্থগিত থাকবে। (والله أعلم)

হজ্জের ফযীলত :

হজ্জের ফযীলতের ব্যাপারে বিভিন্ন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ওমরা পরবর্তী ওমরা পর্যন্ত গোনাহের (ছগীরাহ) কাফফারাহ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[১১৪] অর্থাৎ হজ্জের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।

কবুল হজ্জ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন হজ্জ, যা সুন্নাত মুতাবেক সম্পন্ন হয়, যাতে পাপাচার ও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকা হয়।[১১৫] কবুল হজ্জের আলামত সম্পর্কে বিদ্বানগণ বলেছেন যে, হজ্জের পর লোকটি উত্তম আচার-ব্যবহারের দিকে ধাবিত হয়ে যায়। সে যদি খারাপ থাকে তাহ'লে সৎ কর্মশীল হয়ে যায়, সৎ কর্মশীল থাকলে আরো অধিকতর সৎকর্মশীল হয়ে যায়।[১১৬] আর হজ্জকারী যদি নিজের পূর্বের কাজের উপর বিদ্যমান থাকে তাহ'লে তা হজ্জ কবুল না হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জ করল এবং হজ্জের সময় অনর্থক কথা ও পাপ কাজ করল না সে হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়), যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল'।[১১৭]

(৩) আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সম্বোধন করে বললেন, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ- 'হে আমর! তুমি কি জান যে, ইসলাম গ্রহণের দিন (পূর্বের) গোনাহ সমূহ মিটিয়ে দেয়? আর হিজরত পূর্বের পাপ মোচন করে দেয়, হজ্জ পূর্বের গোনাহ ধ্বসিয়ে করে দেয়'।[১১৮]

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قَالَت : قُلْتُ يَا رسول الله، نَرَى الجِهَادَ أَفْضَلَ العَمَلِ، أَفلاَ نُجَاهِدُ؟ فَقَالَ لَكُنَّ أَفْضَلُ الجِهَادِ : حَجٌّ مَبْرُوْرٌ-

(৪) উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমরা জিহাদকে সর্বোত্তম আমল মনে করি। তাহ'লে আমরা (মহিলারা) কি জিহাদ করব না? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, তোমাদের জন্য উত্তম জিহাদ হচ্ছে, মাবরূর (কবুল) হজ্জ'।[১১৯] অপর একটি বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ، قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لاَ قِتَالَ فِيْهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ-

(৫) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মহিলাদের উপর কি জিহাদ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জিহাদ আছে। তবে তাতে যুদ্ধ নেই। সেটা হ'ল হজ্জ ও ওমরা'।[১২০]

---

১১৩. *আহমাদ ১/১৪; আবু দাউদ ১/৩২৫; ইবনু মাজাহ ২/১৪৭।*
১১৪. *বুখারী হা/১৬৫০; মুসলিম হা/১৩৪৯; মিশকাত হা/২৫০৮।*
১১৫. *রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১২৮১-এর ব্যাখ্যা।*
১১৬. *ফাতহুল বারী ৩/৪৪৬, হা/১৫১৯-এর ব্যাখ্যা।*
১১৭. *বুখারী হা/১৫২১; মুসলিম হা/৩২৯১।*
১১৮. *মুসলিম হা/৩২১।*
১১৯. *বুখারী হা/১৫২০।*
১২০. *ইবনু মাজাহ হা/২৯০১; মিশকাত হা/২৫৩৪।*

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِه، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ–

(৬) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন আমল সর্বোত্তম? রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। বলা হ'ল, এরপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। জিজ্ঞেস করা হ'ল, তারপর কি? তিনি বললেন, মাবরূর হজ্জ (কবুল হজ্জ)।[১২১]

হজ্জের উপকারিতা :

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের মধ্যে অন্যতম। এটা ইসলামের বড় ইবাদত হওয়া ছাড়াও এর বিভিন্ন উপকারিতা রয়েছে। কুরআনুল কারীমে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্র বাণী, لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ 'যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হ'তে পারে' *(হজ্জ ২৮)*।

এ আয়াতে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করে ধর্মীয়, দৈহিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক, দাওয়াতী, ইলমী (জ্ঞানগত) ও একতা-সংহতির উপকারিতাকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. দ্বীনী (ধর্মীয়) উপকারিতা :

ক. মুখলিছ (একনিষ্ঠ) হাজী গোনাহ থেকে পাক-ছাফ বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, যা পূর্বোক্ত হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে।

খ. মক্কায় অবস্থানের সময় মসজিদে হারামে ছালাত আদায় করার সৌভাগ্য হয়। যেখানে ছালাত আদায়ে অন্যান্য মসজিদের চেয়ে ১ লক্ষ গুণ ছওয়াব বেশী হয়।

গ. মক্কায় অবস্থানকালে কা'বার তওয়াফ করতে থাকার সৌভাগ্য হয়। তওয়াফ এমন ইবাদত, যা ঐ জায়গা ব্যতীত অন্যত্র আদায় করা সম্ভব হয় না।

ঘ. অন্তরে গোনাহের যে মরিচা পড়ে, তা আল্লাহ্র ঘর দর্শন ও তার পার্শ্বে কিছু দিন অতিবাহিত করার মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মানুষের মাঝে উত্তম কাজের আগ্রহ অত্যধিক বৃদ্ধি পায়।

ঙ. হজ্জের সময় প্রতি পদক্ষেপে পৃথিবীর সমগ্র মানবতার মহান তাওহীদবাদী ও কা'বার পুনঃনির্মাণকারী ইবরাহীম (আঃ), তাঁর পরিজন হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-এর পবিত্র জীবনের চিত্র অন্তরে চিত্রিত হয়। যা দ্বীনের উপর অটল থাকতে সহায়ক হয় এবং মানুষের মাঝে দীপ্তিমান জীবনের মশালবাহী বা দিকনির্দেশক হওয়ার জাযবাহ তৈরী করে।

চ. হজ্জের সময় মক্কা মুকাররমা ও মদীনা মুনাওয়ারার কিছু ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের সুযোগ হয়, যাতে ইসলামের সূচনা লগ্নের ইতিহাস স্মৃতির ফলকে বদ্ধমূল হয়ে যায়। এর ফলে ঈমানে সজীবতা, আস্থা এবং নিশ্চিত বিশ্বাসে দৃঢ়তা পয়দা হয়।

ছ. কা'বা ঘর ও অন্যান্য পবিত্র নিদর্শন এবং হজ্জের বিশাল জমায়েত-সমাবেশ দেখে ইসলামের সত্যতা অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়। হজ্জের এই ধর্মীয় উপকারিতা ছাড়াও অন্যান্য বহু উপকারিতা রয়েছে।

(২) দৈহিক উপকারিতা :

হজ্জের সফরে এবং হজ্জ চলাকালীন সময়ে হাজীদেরকে শারীরিক পরিশ্রমও করতে হয়। অনেক আরাম প্রিয় ও সওয়ারীতে অভ্যস্ত লোকদেরকেও অধিকাংশ সময় পদব্রজে চলতে হয়। যা তার দৈহিক সুস্থতার উপরে সুপ্রভাব ফেলে। তদ্রূপ মক্কায় অবস্থানকালে যমযমের পানি পান করাতেও স্বাস্থ্য ভাল হয়ে যায়। আল্লাহ্র রহমতে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি উপশম হয়ে যায়। যেরূপ বিভিন্ন ঘটনা থেকে জানা যায়।

(৩) আর্থিক উপকারিতা :

হজ্জের দৃঢ় নিয়তকারী কোন ব্যক্তি যদি হজ্জ চলাকালীন সময়ে অবসরে কোন ব্যবসা করতে চায় এবং ইসলামী নিয়ম-কানূন মুতাবেক ব্যবসা করে, তাহ'লে ইসলাম সেক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ 'তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করাতে তোমাদের কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। এখানে فَضْل (অনুগ্রহ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক উপকারিতা। সূরা হজ্জের ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে হজ্জ সম্পর্কিত বিধান ঘোষণার সাথে ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট তার উপকারিতা ও লাভজনক দিকও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছে,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوْكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ، لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَعْلُوْمَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ

'আর মানুষের নিকট হজ্জের ঘোষণা কর, তারা তোমার নিকট আসবে পদব্রজে ও সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উষ্ট্রের পিঠে, তারা আসবে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে। যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলিতে উপস্থিত হ'তে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু হ'তে যা রিযিক দান করেছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনগুলিতে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করতে পারে' *(হজ্জ ২৭-২৮)*।

১২১. *বুখারী হা/২২; মুসলিম হা/২৪৮; মিশকাত হা/২৫০৬।*

উপকারের তালিকায় মুফাসসিরগণ দ্বীনি ও আর্থিক উপকারিতা উভয়ই উল্লেখ করেছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবার দ্বারা দুনিয়াবী সচ্ছলতা অর্জিত হ'তে পারে।

(৪) সাংস্কৃতিক উপকারিতা :

হজ্জ যেহেতু বিশ্বের অদ্বিতীয়, অনন্য ও বিশাল জনসমাবেশ, যাতে দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক এসে মক্কায় সমবেত হয়। কেউ আরব, কেউ অনারব, কেউ প্রাচ্য, কেউ পাশ্চাত্য থেকে আগমন করে। কেউ কালো, কেউ সাদা, কোন দেশের অধিবাসী দীর্ঘকায় শক্তিশালী, কোন দেশের নাগরিক খর্বকায় ও দুর্বল। এ সমস্ত লোকের বর্ণ-গোত্র, ভাষা ও সাংস্কৃতি ভিন্নতর হওয়া সত্ত্বেও একই কেন্দ্রে সমবেত হয়। এ অবস্থায় লোকেরা একে অপরের তাহযীব-তামাদ্দুন, সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রীতি-নীতি, আকার-আকৃতি, অভ্যাস-প্রকৃতি, খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। এ সময় সুচতুর হজ্জকারী ইচ্ছা করলে অন্যদের স্বভাব-প্রকৃতি, রীতি-পদ্ধতি, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে নিজেকে ভূষিত করতে পারে। আর অন্যের উত্তম গুণাবলী গ্রহণ করে নিজেকে আরো সুন্দর ও পরোপকারী মানুষে পরিণত করতে পারে।

(৫) ঐক্য-সংহতির উপকারিতা :

হজ্জের বিশাল সমাবেশে ভিন্ন বর্ণ-গোত্র, স্বতন্ত্র ভাষা, পৃথক সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষ একত্রিত হয়। যা মূলত ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী প্রকাশ। একজন হাজী ইউরোপের কোন উন্নত দেশের, কেউ আফ্রিকার পশ্চাদপদ দেশের, কেউবা এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশের নাগরিক। সবাই এক সাথে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করে, ছাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে, আরাফায় একত্রে অবস্থান, মুযদালিফার উদ্দেশ্যে এক সাথে যাত্রা, এক সাথে মিনায় অবস্থান ও কংকর নিক্ষেপ এবং হজ্জের সকল রুকন মিলে মিশে পালন করে। মসজিদে হারামে একে অপরের সাথে মিলে ছালাত আদায় করে। হজ্জের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও ইবাদত আদায়ের ক্ষেত্রে কারো উপরে কারো মর্যাদা ও প্রাধান্য নেই। সবাই পরস্পরের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং একে অপরকে সম্মান ও সেবা করার প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এটা এমনই একতা বা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ফায়েদা যা কেবল হজ্জের সমাবেশকালে অর্জিত হয়।

(৬) ইসলামী (জ্ঞানগত) ও দাওয়াতী উপকারিতা :

হজ্জের ইলমী ও দাওয়াতী বহু উপকারিতা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। বিশেষত বিদ্বানগণের জন্য হজ্জের এ বিশাল সমাবেশ কোন শিক্ষা সম্মেলন ও সেমিনার অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়। এখানে সারা পৃথিবীর বিদ্বানগণ একত্রিত হন। একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে ধর্মীয় বিষয় ও ফিক্বহী মাসআলা সম্পর্কে পারস্পরিক চিন্তাধারা আদান-প্রদান করতে পারেন এবং একে অপরের নিকট থেকে ইলমী উপকার লাভ করতে পারেন। যে যুগে বর্তমান সময়ের মত গ্রন্থ মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপকতা ছিল না এবং শিক্ষা-দীক্ষারও আরামদায়ক মাধ্যম বিদ্যমান ছিল না, তখন দুনিয়ার বিদ্বানগণের জন্য হজ্জের মৌসুমই সমবেত হওয়ার ও সাক্ষাতের মাধ্যম ছিল। ইতিহাসের পাতায় ১০টি এমন ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে ঐ ধরনের শিক্ষা সমাবেশের বর্ণনা রয়েছে।

ইলমী উপকারিতার সাথে সাথে হজ্জের দাওয়াতী ফায়েদাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত। হজ্জের সময় হাজীগণের ধর্মীয় বিষয় এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়, যে বিষয়ে তাদের জ্ঞান ছিল না। এ সময়ে সঊদী সরকার হাজীদের মাঝে দাওয়াত-তাবলীগ এবং তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে দিক নির্দেশনা দান করার জন্য তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে। সকল দেশ ও এলাকার বিভিন্ন ভাষার বিদ্বান ও মুবাল্লিগগণের দল জায়গায় জায়গায় দিক নির্দেশনার জন্য প্রস্তুত থাকেন। বিশেষ করে মুসলমানদের আক্বীদা ও আমল সংশোধনের ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়। যদি কোন হাজী একনিষ্ঠতার সাথে ঐসব প্রোগ্রাম থেকে উপকার লাভের ইচ্ছা করে এবং হজ্জের সফরকে পিকনিক এবং পর্যটন ও প্রমোদ বিহারের প্রোগ্রাম হিসাবে গ্রহণ না করে নিজেকে সংশোধনের চেষ্টা করে তাহ'লে নিঃসন্দেহে সে অতি বড় উপকার লাভ করতে পারবে।

এছাড়াও (উপরে বর্ণিত উপকারিতা ছাড়াও) হজ্জের আরো নানা ধরনের উপকারিতা-ফায়েদা ও লাভ রয়েছে, যা দূরদর্শীদের দৃষ্টির অন্তরালে নয়।

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র

তাওহীদের ডাক

বাংলার যুবসমাজকে তাওহীদী চেতনায় উজ্জীবিত করার দৃপ্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর মুখপত্র 'তাওহীদের ডাক'। ৫৬ পৃষ্ঠায় সুদৃশ্য কভারে মূল্যবান প্রবন্ধ ও সাহিত্যপুষ্ট উক্ত পত্রিকাটি নিয়মিত সংগ্রহ করুন।

বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্য, আহলেহাদীছ আন্দোলন, মনীষী চরিত, সাময়িক প্রসঙ্গ, কবিতা, মতামত, শিক্ষণীয় গল্প প্রভৃতি বিষয়ে লেখা প্রেরণ করুন।

প্রাপ্তিস্থান :
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় সহ সকল যেলা কার্যালয়সমূহ ও মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৬৮৪, ০১৭৪৪-৫৭৬৫৮৯।

মানবাধিকার ও ইসলাম

*শামছুল আলম**

(৫ম কিস্তি)

মানুষের জন্মগত মর্যাদা ও অধিকার :

জাতিসংঘ সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ : Article-1

All Human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with Reason and conscience and should act towards one another in a sprit of brotherhood.[১২২] 'সব মানুষ স্বাধীনতা, সমমর্যাদা ও সমান অধিকার নিয়ে জন্মায় এবং তার বিচার বুদ্ধি ও বিবেক থাকায় তার উচিৎ ভাই-ভাইয়ের মনোভাব নিয়ে পরস্পরের সাথে সেরূপ আচরণ করা' *(অনুচ্ছেদ-১)*।

উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে সকল মানুষ স্বাধীনতা, সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বিধায় কেউ কারও প্রতি কোন যুলুম বা অসদাচরণ করবে না এবং কেউ কারো কোন প্রকার মর্যাদা হানিকর কাজ করবে না।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ : আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে যথাক্রমে আদি পিতা ও মাতা হিসাবে এই ধরণীর বুকে প্রেরণ করেছিলেন। যা শুধু ইসলাম ধর্মে নয়; বরং প্রায় সকল ধর্মে ও মতে স্বীকৃত। পৃথিবীতে যখন মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে তখন প্রত্যেক মানুষকে নিষ্পাপ সমান মর্যাদা দিয়ে প্রেরণ করা হয়, যা আল-কুরআনে সুস্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ– 'হে মানুষ! তোমরা একান্তভাবে ভয় কর তোমাদের সেই রবকে, যিনি তোমাদের একই মানব সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন' *(নিসা ১)*।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ– 'হে মানুষ! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, শুধু তোমাদের পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। তবে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহ ভীরু ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত। আল্লাহ সবকিছুর খবর রাখেন *(হুজুরাত ১৩)*।

উক্ত আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে যত মানুষ এসেছে তা এক পিতা ও এক মাতা তথা আদম ও হাওয়া (আঃ) থেকে এসেছে। পৃথিবীর সকল মানুষ এক ঔরসজাত ও বংশোদ্ভূত। আর মানুষকে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ, গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। তা ব্যতীত মানুষের জন্মগতভাবে উঁচু-নিচু, ছোট-বড় ভাবার কোন অবকাশ নেই। এর পরেও সুদূর অতীত এবং জাহেলী যুগে মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে বিশেষ করে কুরায়েশ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন বংশগৌরব, অহংকার বোধ, ভেদাভেদ ও পার্থক্য দেখা দিল, তখন আল্লাহ তা'আলা মানবাধিকারের শ্রেষ্ঠ রূপকার মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন-

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَعَظُّمَهَا بِالْآبَاءِ النَّاسُ مِنْ آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ–

'হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আল্লাহ তোমাদের জাহিলী যুগের অহংকার-গৌরব ও পূর্ব বংশীয় শ্রেষ্ঠত্ব বোধকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দিয়েছেন'।[১২৩]

এখানে রাসূল (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে আরবে এবং সারা বিশ্বে মানুষের মধ্যে যে শ্রেণীবৈষম্য, জাতিভেদ ও দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার-নির্যাতন বিদ্যমান ছিল তা চুরমার করে দেয়া হয়েছে। মানুষে মানুষে যে কোন বিভেদ ও একে অপরের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। পৃথিবীতে অতীতের নমরূদ, ফেরাউনের ন্যায় অত্যাচারী শাসকদের মত আজও যারা শক্তিমত্তার যে দাবী করে থাকে তার কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই বলে প্রতীয়মান হয়। অথচ তথাকথিত মানবাধিকার রক্ষাকারী পরাশক্তিরা বিশ্ব মানবতার সাথে উল্টো কাজ করে যাচ্ছে। এখানে স্পষ্ট বাণী যে, একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বেরও কোন সুযোগ নেই। কারণ সবাই এক আদম সন্তান ও মাটি থেকে সৃষ্ট। একইভাবে মানুষের মৌল সৃষ্টি এক ও অভিন্ন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُم مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوْا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخاً وَّمِنْكُم مَّنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ–

'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হ'তে, পরে শুক্রবিন্দু হ'তে, তারপর জমাট রক্তপিণ্ড হ'তে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে। অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে, তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই! যাতে তোমরা

---

* *শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

১২২. *Dr. Borhan Uddin Khan. Fifty years of the Universal Declaration of Human Rights. IDHRB, Ministry of Law, Jastice and Parliamentary Affairs, Dhaka 1998), p. 158.*

১২৩. *যাদুল মা'আদ ৩/৩৫৯; আল-বিদায়াহ ৪/৩০১; ইবনে হিশাম ২/৪১২।*

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-

'মুমিন লোকেরা পরস্পর ভাই ভাই। অতএব ভাইদের মধ্যে কল্যাণকর সম্পর্ক স্থাপন কর। আর আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি রহমত নাযিল করা হবে' *(হুজুরাত ১০)*।

পর্যালোচনা :

জাতিসংঘ সনদের ১নং অনুচ্ছেদের চমৎকার সমাধান ইসলামে বহু পূর্বেই ঘোষিত হয়েছে। তাঁরা কুরআনকে সঠিক গবেষণা করেনি অথবা করলেও বিক্ষিপ্তভাবে অত্যন্ত সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে।

ইসলামে যে মানবাধিকার ঘোষিত হয়েছে, কোন ধর্মে তার নযীর নেই। তাছাড়া অন্যান্য ধর্মে শ্রেণীবৈষম্য, বর্ণবাদ অত্যন্ত প্রকট। জাতিসংঘ সেদিকে নযর দিচ্ছে না। যেমন- হিন্দুদের মনুশাস্ত্রের মতে, সৃষ্টিকর্তা তার মাথা থেকে ব্রাহ্মণদেরকে, দুই হাত থেকে কায়স্তদেরকে, দুই উরু থেকে বৈষ্ণদেরকে এবং পা থেকে শুদ্রদেরকে সৃষ্টি করেন। তাই সমাজে শুদ্রদের একটাই দায়িত্ব হচ্ছে উপরস্থ তিন শ্রেণীর লোকদের সেবা করা। শুদ্রদের নিজেদের কোন অধিকার নেই। তারা পশুর চেয়েও নিম্ন মর্যাদার অধিকারী ও কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট। শুদ্ররা নিজেরা কোন সম্পদ সঞ্চয় করতে পারবে না। কারণ এটা ব্রাহ্মণদেরকে কষ্ট দেয়। কোন ব্রাহ্মণ যদি কোন শুদ্রকে হত্যা করে তাহ'লে তার কোন শাস্তি হবে না। মাত্র কিছু কাফফারা দেয়া ছাড়া। কিন্তু কোন শুদ্র যদি কোন ব্রাহ্মণকে মারধর করে তাহ'লে সে শুদ্রের হাত-পা কেটে ফেলতে হবে। কেউ যদি ব্রাহ্মণের পাশে গিয়ে বসে, তাহ'লে তার উরুতে আগুনের শেক দিতে হবে এবং দেশ থেকে বিতাড়ন করতে হবে। শুদ্রদের জন্য ধর্মীয় কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করা বৈধ নয়।[১২৫] শ্রেণীগত ও জাতিগত মর্যাদার বৈষম্য কত যে মারাত্মক ছিল তা প্রাচীন হিন্দু ধর্মীয় পুস্তকের এ উক্তিগুলো পড়লেই বুঝা যায়। একইভাবে অতীতে ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায় জাতিগত ও মর্যাদাগত চরম বৈষম্য।

তদ্রূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এমন অনেক অঙ্গরাজ্য রয়েছে যেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের বিবাহ অবৈধ ঘোষিত হয়েছে। এমনকি এরূপ বিবাহের পক্ষে যদি কেউ উৎসাহ দেয়, কোন উৎসাহব্যঞ্জক কথা ছাপিয়ে প্রচার করে, সেটা একটা অপরাধ বলে গণ্য হয়। আর সে অপরাধের শাস্তিস্বরূপ অনুর্ধ্ব পাঁচশত ডলার জরিমানা কিংবা অনুর্ধ্ব ছয় মাসের কারাদণ্ড অথবা

নির্ধারিতকাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করতে পার' *(মুমিন ৬৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ পাক বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً-

'আর আমরা নিঃসন্দেহে আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থল ও জলভাগে চলাচলের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তাদেরকে পবিত্র প্রকৃষ্ট দ্রব্যাদি রিযিক হিসাবে দিয়েছি। আর আমরা সৃষ্টিকুলের অনেক কিছুরই ওপর তাদেরকে অধিক মর্যাদা দিয়েছি' *(বানী ইসরাঈল ৭০)*।

এখানে মানুষের জন্মগত মর্যাদা, স্বাধীনতা, জীবিকা নির্বাহের ও অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু তাই বলে পুঁজিবাদী দর্শনে একদিকে যেমন- মানুষের মর্যাদা ও সম্পদের পাহাড়সম পার্থক্য ও বৈষম্য অন্যদিকে কমিউনিজ্যম মতবাদে মর্যাদা ও অর্থনীতির পার্থক্য একবারে বিলীন করে দিয়েছে। যা প্রকৃত পক্ষে বাস্তব সম্মত ও যথার্থ নয়। কারণ মানুষের যোগ্যতা, সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক অর্জন পৃথিবীতে যেমন উঁচু নিচুও হ'তে পারে, তেমনি সকলের যোগ্যতা সমান হবে এমনও নয়। আল্লাহ পাক এ ব্যাপারে একটা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা দিয়েছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ-

'বল হে নবী! যারা শিক্ষিত জ্ঞানী আর যারা অশিক্ষিত জ্ঞানহীন তারা কি সমান হ'তে পারে? অর্থাৎ সমান নয়' *(যুমার ৯)*।

অর্থাৎ আমরা যেমন- একজন উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে একজন মূর্খ কুলি অথবা মূর্খ শ্রমিকের তুলনা করতে পারি না; তেমনি তাদের অর্জিত অধিকার ও মর্যাদা এক রকম হ'তে পারে না। তবে মানুষ হিসাবে তারা সম মর্যাদার অধিকারী হবে। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অমীয় বাণী থেকে জানা যায়।

যেমন তিনি বলেন, لاَ فَضْلَ لِعَرَبِىٍّ عَلَى أَعْجَمِىٍّ وَلاَ لِعَجَمِىٍّ عَلَى عَرَبِىٍّ وَلاَ لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلاَ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلاَّ بِالتَّقْوَى- 'আরবের উপরে অনারবের, অনারবের উপরে আরবের, কালোর উপরে লালের এবং লালের উপরে কালোর কোন প্রাধান্য নেই, কেবল আল্লাহ ভীতি ছাড়া'।[১২৪]

এ সম্পর্কে আল্লাহ পাক অন্যত্রে বলেন,

১২৪. মুসনাদে আহমাদ হা/২৪২০০৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০।

১২৫. মনুশাস্ত্র ৮ম, ৯ম, ১০ম অধ্যায়; ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ), ৪৬ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই সেপ্টেম্বর ২০০৬, পৃঃ ৯৯-১০০।

উভয় ধরনের শাস্তি হ'তে পারে।[১২৬] যে আমেরিকা ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সেখানে ১৯৫৭ সালের পূর্বে কৃষ্ণাঙ্গদের কোন ভোটাধিকার ছিল না।

অক্সফাম-এর তথ্যানুযায়ী এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ ভারত। অথচ বিশ্বে প্রতি চারজন ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়। অধিক জনসংখ্যার কারণে বিশ্বে স্বাভাবিকের চেয়ে কম ওজনের শিশুদের মধ্যে ৪২ ভাগই ভারতে। দেশটির ৩১ ভাগ শিশুই অপুষ্টির শিকার।[১২৭] অথচ বিশ্বের সবচেয়ে ধনীদের বসবাস এখন ভারতে।

কথিত গণতন্ত্রকামী ও বিশ্বশান্তিতে নোবেল বিজয়ী পার্শ্ববর্তী দেশ বার্মার অবিসংবাদিত নেত্রী (?) বলে পরিচিত অং সান সূচী রোহিঙ্গাদের উপর (সংখ্যালঘু মুসলমান বলে) জাতিগত হত্যা, নিপীড়ন, দেশ থেকে বের করে দেয়ার যে অমানবিক বর্বরতা দেখাচ্ছে, তা অবর্ণনীয়। এ কারণে জাতিসংঘ মিয়ানমারের প্রায় ৮ লাখ রোহিঙ্গাকে বিশ্বের সবচেয়ে হয়রানির শিকার সংখ্যালঘু হিসাবে বর্ণনা করেছে।[১২৮]

তদ্রূপ দক্ষিণ আফ্রিকা, উত্তর আয়ারল্যান্ড, ভারত চীন প্রভৃতি দেশে বর্ণ বৈষম্য শ্রেণীগত সংঘাতের কথা জানা যায়। কিন্তু ইসলাম এর ঘোর বিরোধী এবং মানুষের জন্মগত মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সোচ্চার ও আপোষহীন ভূমিকা রেখে চলেছে প্রায় ১৫'শ বছর ধরে। অতএব আমরা দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারি যে, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ১নং অনুচ্ছেদটি এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ বিধায় এটি অচল বলে প্রতীয়মান হয়। বরং মানুষের জন্মগত মর্যাদা, স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষার সকল ব্যবস্থাই ইসলামে সংরক্ষিত রয়েছে।

আইনের দৃষ্টিতে সমতা (equality before law) :

জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ : Article-2 :

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, Political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Furthere more, no distinction shall be made on the basis of political, Jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self, governing or under any other limitation of sovereignty.[১২৯]

'সকল প্রকার ভেদাভেদ ছাড়াই প্রত্যেকে এ ঘোষণার প্রেক্ষিতে সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী। এতদ্ব্যতীত স্থান কাল পাত্র ভেদে কোন প্রকার ভেদাভেদ করা যাবে না *(অনুচ্ছেদ ২)*।

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে, মানুষ জন্মের পর পৃথিবীতে জাতি, বর্ণ, ধর্ম মতে সকলে সমান। কোন বিষয়ে পার্থক্য বা কম-বেশী করা যাবে না বা শ্রেণীভেদ করা যাবে না সে যে জাতিরই হোক না কেন।

ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ : জাতিসংঘের উপরোক্ত অনুচ্ছেদের আলোচনা বহু পূর্বে ইসলামে সংরক্ষিত রয়েছে। কেননা ইসলাম বিশ্বমানবতার এক মহাসনদ, যেখানে জাতি, বর্ণ, গোত্র ভেদ, উচু-নিচু বলে কোন পরিচয় নেই। এ মর্মে পৃথিবীর সকল মানুষ একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ এবং আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমানভাবে তার অধিকার ভোগ করবে। এ সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। যেমন সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে- 'হে মানব! আমি তোমাদের এক পুরুষ এবং এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার'। একই পুরুষ-নারী থেকে যারা জন্ম লাভ করে তাদের 'পূর্ণ ভাই-বোন' (Full brothers-sisters) বলা হয়। সুতরাং পৃথিবীর সকল মানুষ একে অন্যের ভাই-বোন। এ কথাটিই প্রতিভাত হয়েছে। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একজন অনারবের ওপর একজন আরবের, একজন আরবের ওপর অনারবের, কালো মানুষের ওপর লাল মানুষের, লাল মানুষের ওপর কালো মানুষের আল্লাহ ভীতি ব্যতীত কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই'।[১৩০]

মানুষ হিসাবে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সকল মানুষের স্বাধীনতা ও আইনী অধিকার সমান, এটা কেবল ইসলামেই রয়েছে। জাতিসংঘ ইতিপূর্বে এ বাক্যের সাথে পরিচিত ছিল না। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি তাঁর হাত কেটে দিতাম।[১৩১]

অধিকার সংরক্ষণে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ভেদাভেদের কোন অবকাশ নেই। আবুবকর (রাঃ) খলীফার দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন, জেনে রেখো! যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল, আমি যতক্ষণ তার অধিকার আদায় করে দিতে না পারব, ততক্ষণ সে আমার কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী। আর যে ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী, তার কাছ থেকে যতক্ষণ অধিকার আদায় করতে না পারব, ততক্ষণ সে আমার কাছে সবচেয়ে দুর্বল।[১৩২]

১২৬. মাওলানা আব্দুর রহীম, ইসলাম ও মানবাধিকার, (ঢাকা: ই.ফা.বা.), পৃঃ ১৪৩।
১২৭. *মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই '১১, পৃঃ ৪৪*।
১২৮. দৈনিক প্রথম আলো, ২৬ জুলাই '১২, পৃঃ ১০।
১২৯. Dr. Borhan Uddin Khan, IDHRB, 10 December Dhaka 1998, P. 198.
১৩০. *মুসনাদে আহমাদ, ৫/৪১১; আবুদাঊদ, ৪/১৩২*।
১৩১. আবুদাঊদ, 'হুদূদ' অধ্যায়, হা/৪৩৭৩।
১৩২. ডঃ মুহাম্মাদ আত-তাহের আর-রিযভী, মানবাধিকার ও দণ্ডবিধি, অনুবাদ : হাফেয মাওলানা আকরাম ফারূক (ঢাকা: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এণ্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ ২০০৮), পৃঃ ৫৪।

অর্থাৎ এ ভাষণে পৃথিবীর সকল মযলূম ও দুর্বল মানুষের নায্য অধিকার আদায়ের দিকটি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এখানে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকারের সুস্পষ্ট বক্তব্যও ফুটে উঠেছে। এখানে যুলমবাজদের স্থান নেই। ধর্ম-বর্ণ মতের কোন পার্থক্য করা হয়নি এখানে। আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নাগরিক যে সমান অধিকার লাভ করবে, মহান খলীফা আবুবকরের এই উক্তি থেকে তা প্রতিভাত হয়েছে।

এ সম্পর্কে বিদায় হজ্জ ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সবাই আদমের সন্তান আর আদম মাটির তৈরী'।[১৩৩] মানবীয় মূল্যায়ন ও সম্মানে মানুষ যে সমান- সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'সকল মানুষের জন্য নিজ নিজ কাজ অনুপাতে মর্যাদা রয়েছে' *(কাহাফ ১৯)*। হাদীছ এসেছে, 'মুসলমানদের রক্তের বদলা নিতে হবে'।[১৩৪] মানুষের কর্মের ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমান সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ– 'তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট' *(মুলক ১৫)*।

'অতপব ছালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে' *(জুম'আ ১০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ– وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ– 'যে ব্যক্তি কণা পরিমাণও ভাল কাজ করবে সে তা দেখবে, আর যে কণা পরিমাণও মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখবে' *(যিলযাল ৭-৮)*।

ফেরাউন বলেছিল, 'নিশ্চয়ই ফেরাউন দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল এবং তথাকার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের একটি শ্রেণীকে সে হীনবল করেছিল, তাদের পুত্রদেরকে সে হত্যা করত এবং নারীদেরকে সে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী' *(ক্বাছাছ ৪)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মহামহিম আল্লাহ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম, তুমি আমার সেবা শুশ্রূষা করনি। বান্দা বলবেন, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আপনার সেবা-শুশ্রূষা করতে পারি? আপনি তো বিশ্বলোকের প্রতিপালক। আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু তুমি তার সেবা করনি। তুমি কি জানতে না যে, তার সেবা করলে তুমি আমাকে তার কাছেই পেতে? মহান আল্লাহ বলবেন, আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম এবং তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। আদম সন্তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি কি করে আপনাকে আহার করাতে পারি, অথচ আপনি হচ্ছেন গোটা সৃষ্টি লোকের রিযিক দাতা? মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা খাবার চেয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তাকে আহার করালে তুমি ঐ খাবার আমার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি। সে বলবে, হে প্রভু! আমি আপনাকে কিভাবে পান করাতে পারি, অথচ আপনি হচ্ছেন গোটা সৃষ্টিকুলের প্রতিপালক? মহান আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক পিপাসার্ত বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি যদি তাকে পান করাতে তবে সেখানে তুমি আমাকে পেতে'।[১৩৫] অসহায়-দরিদ্র মানুষের অধিকারের কি অপূর্ব সমাধান ইসলাম দিয়েছে দেড় হাযার বছর আগেই।

একবার ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) দু'টি নতুন কাপড় পরে একটু দেরীতে মসজিদে এলেন। অতঃপর জুম'আর খুৎবা দেওয়ার জন্য মিম্বরে বসলেন। সালমান ফারেসী (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের সবাইকে আপনি একটি করে কাপড় বণ্টন করেছেন। অথচ আপনার পরনে দু'টি কাপড় দেখছি? ওমর (রাঃ) তার বড় ছেলে আবদুল্লাহ্‌র দিকে ইঙ্গিত করলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বললেন, ওটি আমার অংশের কাপড় যা আব্বাকে দিয়েছি পায়জামা করার জন্য'। ওমরের কাপড়ে সাধারণতঃ ১২/১৪টি করে তালি লাগানো থাকত। নতুন কাপড়টি ছিল রাষ্ট্রীয় বায়তুল মাল থেকে সবার জন্য বণ্টিত অংশ মাত্র'।[১৩৬]

খুলাফায়ে রাশেদীন জাতির এই স্বাধীনতাকে কখনও খর্ব করতেন না। বরং আরও সাহস যোগাতেন। সবেমাত্র খেলাফতের দায়িত্ব পেয়েছেন, তখন আবুবকর (রাঃ) তাঁর স্বাগত ভাষণে বলেছিলেন, যদি আমি সঠিক পথে চলি তাহলে আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন, আর যদি বাঁকা পথে ধাবিত হই তাহ'লে আমাকে সোজা করে দিবেন।[১৩৭]

এসব আলোচনা থেকে একথাই প্রতীয়মান হয় যে, জাতিসংঘ সনদের সার্বজনীন মানবাধিকার সনদের ২নং অনুচ্ছেদে যে মানুষের মধ্যে পার্থক্য ছাড়াই সকলের সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে অর্থাৎ 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' নীতির কথা উল্লেখ রয়েছে তার বাস্তব প্রতিফলন প্রায় ১৫শ' বছর পূর্বে আল্লাহপাক রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে সমাধান

১৩৩. আবু দাঊদ হা/৫১১৬, সনদ হাসান; তিরমিযী হা/৩৯৫৬।
১৩৪. *ইবনে মাযাহ ২/৮৫৯; আবুদাঊদ ৩/৮০ নং ২৭৫১।*
১৩৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৮ 'জানাযা' অধ্যায়।*
১৩৬. *আইয়ামে খিলাফতে রাশেদাহ পৃঃ ১০৩-১০৪।*
১৩৭. *সালাহ উদ্দীন, মৌলিক মানবাধিকার, (ঢাকা : ই.ফা.বা.), পৃঃ ১৮৪; ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব, পৃঃ ৩১২।*

দিয়ে গেছেন। অতএব বলা যায়, জাতিসংঘের এই সনদ নয়; ইসলামই মানুষের সমতা নীতি ও জবাবদিহিতার সুমহান উদহারণ রেখে গেছে। বিশ্বের কোন রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজসেবী ব্যক্তি বা সংগঠন এরকম দৃষ্টান্ত দিতে পারেনি।

'সমতা' আলোচনায় 'নারী' প্রসঙ্গটি চলে আসে। আধুনিক ইতিহাসে দেখা যায়, নারীদের অধিকারের ব্যাপারে ইসলামই সর্বপ্রথম বাস্তব ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। জাহেলী যুগের কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বিবাহ, সম্মান, প্রভৃতির ক্ষেত্রে এতে তাদের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[১৩৮] ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনে প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকার 'কুরআনী অংশীদারের' ১২ জনের মধ্যে ৮ জন মহিলা *(সূরা নিসা)*। অথচ ইসলাম পূর্ব যুগে পৃথিবীর কোথাও তারা উত্তরাধিকার পেত না। স্ত্রীর প্রতি আচরণ বিষয়ে পুরুষের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ 'তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস কর, তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন কর না' *(তালাক ৬)*।

তাই তো সমতা বিধানে ইসলামী প্রচেষ্টায় মুগ্ধ হয়ে Dr. Ahmad Golwash তাঁর The Religion of Islam গ্রন্থে বলেন, Equallity of Right was the distinguishing feature of the Islamic Commonwealth. A Convert from a humbler can enjoyed the same rights and previleges as on who belonged to the noblest koraish.[১৩৯]

উল্লিখিত বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জ ভাষণে বলেন, 'তোমরা যা খাও ও পরিধান কর, দাসদেরও তা খেতে ও পরতে দাও'।[১৪০] অর্থাৎ আইনের দৃষ্টিতে মানুষ মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই একথাই বলা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য, জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ (UDHR)-এর ২নং অনুচ্ছেদে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ ও ২৮ নং অনুচ্ছেদে নারী-পুরুষের সমতা বা সমান অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে বাস্তব কথা হ'ল, সনদে নারী-পুরুষের সমতা বিধান বা সমান অধিকারের নামে দেশের পার্ক, রেষ্টুরেন্ট, উদ্যান, রাস্তা-ঘাট, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাম্পাসে এমনকি স্কুলের উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের অবাধ চলাফেরা-মিলামেশা যেন এখন পাশ্চাত্যের দেশগুলোকেও হার মানিয়েছে। পরিস্থিতি এমনটা যে, এখন বেলেল্লাপনা ও নির্লজ্জ পরিবেশে পরিবার সহ কোথাও বেড়াতে যাওয়ার কারো উপায় নেই। তাই তো এসবের লালন-পালনকারী হল শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম দেশের কথিত মুসলিম সরকার। আমরা এমন সরকার চাই না। অনতিবিলম্বে এ জাতি ও তরুণ প্রজন্মকে বাঁচাতে হবে, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

তাই তো বলি, এদের নাটের গুরু ভিনদেশী। এদেরই দেয়া দু'টো খুঁদ-কুড়া খেতে গিয়ে তাদেরকে অনুসরণ করতে হয়। যেমনটি- ২০১১ সালের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সেদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারী ক্লিনটন বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্র নৈতিকভাবে নারী-পুরুষের সকল প্রকার যৌনসম্পর্ক, অভ্যাস বা রুচিকে সমর্থন দিয়ে যাবে। এক লিঙ্গে সমকাম, উভয়লিঙ্গে সমকাম, নারী সমকাম, পুরুষ সমকাম, একত্রে বসবাস (Live Together) ইত্যাদি সকল ধরনের যৌনতাই আমরা সমর্থন করি। সেখানে বিশ্বব্যাপী লেসবিয়ান, গে, বাইসেক্সুয়াল, হোমো সেক্সুয়াল, নারী-পুরুষকে তাদের অবাধ যৌন সংস্কৃতি নির্বিঘ্ন করার কাজে ৩০ লক্ষ ডলার তহবিল গঠনের কথাও মিসেস ক্লিনটন ঘোষণা করেন।[২০] এদেরকে কেবল বাংলাদেশ কেন বিশ্বের প্রায় সকল দেশই অনুকরণ করে চলেছে। বলা যায় এদেরই তৈরী UDHR ২নং অনুচ্ছেদের। তাহ'লে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদের উক্ত ধারাটিকে আপনারা কিভাবে ব্যবহার করবেন? নিশ্চয়ই সুন্দর, মার্জিত ও কল্যাণের পথে ব্যবহার করবেন। কিন্তু সেখানে সেটা অনুপস্থিত। পক্ষান্তরে যার সার্বজনীন দিক নির্দেশনা কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। সেখান থেকে সকলে হেদায়াত ও আলো গ্রহণ করলে মানবতা উপকৃত হবে। আল্লাহ সকলকে কুরআন-হাদীছের সে আলো নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

[চলবে]

২০. *ইসলামী আইন ও বিচার, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ২৯, (সম্পাদকীয়) ঢাকা।*

১৩৮. *মানবাধিকার আইন, সংবিধান ইসলাম এনজিও, পৃঃ ১২১।*
১৩৯. *ডঃ রেবা মণ্ডল ও ডঃ মোঃ শাহজাহান মণ্ডল, মানবাধিকার আইন সংবিধান ইসলাম এনজিও (ঢাকা: শামস পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশ ১লা আগষ্ট, ২০০৯), পৃঃ ১২৩।*
১৪০. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪০; আদাবুল মুফরাদ হা/১৮৮।*

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় কেন্দ্র, ঢাকা

এখন থেকে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** প্রকাশিত সকল প্রকার বই, সিডি, ডিভিডি, মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক প্রভৃতি খুচরা ও পাইকারী মূল্যে নিম্নোক্ত স্থানে পাওয়া যাচ্ছে।
এছাড়াও বিভিন্ন তাফসীর ও হাদীছের বঙ্গানুবাদ এবং দেশের খ্যাতনামা আহলেহাদীছ লেখকদের রচিত বিভিন্ন বই-পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে।

যোগাযোগ
২২০, বংশাল (২য় তলা)
১৩৮, মাজেদ সরদার লেন
ঢাকা-১১০০। ফোন : ৯৫৬৮২৮৯।

এক নযরে হজ্জ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) 'মীক্বাত' থেকে ইহরাম বেঁধে সরবে 'তালবিয়াহ' পড়তে পড়তে কা'বা গৃহে পৌঁছবেন।

(২) 'হাজারে আসওয়াদ' হ'তে ত্বাওয়াফ শুরু করে পুনরায় হাজারে আসওয়াদে এসে এক তাওয়াফ, এভাবে সাত ত্বাওয়াফ সমাপ্ত করবেন এবং 'রুক্নে ইয়ামানী' ও 'হাজারে আসওয়াদ'-এর মধ্যে *'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আ-খিরাতি হাসানাওঁ ওয়া ক্বিনা 'আযাবান্না-র'* দো'আটি পড়বেন।

(৩) ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে অথবা হারামের যে কোন স্থানে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর যমযমের পানি পান করবেন।

(৪) এরপর প্রথমে 'ছাফা' পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে কমপক্ষে তিন বার *'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু; লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়িবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লি রব্বিনা হা-মিদূনা; ছাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু'* দো'আটি পড়ে 'মারওয়া'র দিকে 'সাঈ' শুরু করবেন। অল্প দূর গিয়ে দুই সবুজ চিহ্নের মধ্যে কিছুটা দ্রুত চলবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। 'ছাফা' হ'তে 'মারওয়া' পর্যন্ত একবার 'সাঈ' ধরা হবে। এইভাবে সপ্তম বারে 'মারওয়ায়' গিয়ে 'সাঈ' শেষ হবে।

(৫) 'সাঈ' শেষে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সব চুল ছোট করবেন। মহিলাগণ চুলের অগ্রভাগ থেকে এক আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ সামান্য চুল ছাঁটবেন।

(৬) 'হজ্জে তামাত্তু' সম্পাদনকারী প্রথমে ওমরাহ শেষ করে হালাল হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। কিন্তু 'হজ্জে ইফরাদ' ও 'ক্বিরান' সম্পাদনকারীগণ ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবেন।

(৭) ৮ই যুলহিজ্জার দিন মক্কায় স্বীয় আবাসস্থল হ'তে গোসল করে ও খোশবু লাগিয়ে হজ্জের ইহরাম বেঁধে *'লাব্বাইকা আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক; ইন্নাল হাম্দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্ক; লা শারীকা লাক'* বলতে বলতে মিনার দিকে রওয়ানা হবেন।

(৮) মিনায় পৌঁছে সেখানে যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত পৃথক পৃথকভাবে নির্দিষ্ট ওয়াক্তে 'ক্বছর' সহ আদায় করবেন। দুই ওয়াক্তের ছালাত একত্রে জমা করা চলবে না।

(৯) ৯ তারিখে সূর্যোদয়ের পর ধীরস্থিরভাবে 'তালবিয়া' ও 'তাকবীর' বলতে বলতে আরাফার ময়দানের দিকে যাত্রা করবেন। অতঃপর সেখানে গিয়ে অবস্থান করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে দো'আ ও যিকর-আযকার অধিক মাত্রায় করবেন এবং হজ্জের খুৎবা শ্রবণ শেষে সূর্য পশ্চিমে ঢলার পরে যোহর ও আছরের ছালাত যোহরের আউয়াল ওয়াক্তে ক্বছর সহ একত্রে 'জমা তাক্বদীম' করে পড়বেন।

অতঃপর সূর্যাস্তের পর আরাফা হ'তে মুযদালেফার দিকে রওয়ানা হবেন এবং সেখানে পৌঁছে এক আযান ও দুই ইক্বামতে মাগরিবের তিন রাক'আত ও এশার দু'রাক'আত ছালাত ক্বছর সহ এশার আউয়াল ওয়াক্তে 'জমা তাখীর' করে আদায় করবেন। অতঃপর ঘুমিয়ে যাবেন। অতঃপর ঘুম থেকে উঠে আউয়াল ওয়াক্তে ফজরের ছালাত আদায় করে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত তুলে দো'আ-দরূদ ও যিকর-আযকারে লিপ্ত হবেন। অতঃপর ফর্সা হ'লে সূর্যোদয়ের আগেই মিনা অভিমুখে রওয়ানা হবেন। এ সময় মুযদালিফা হ'তে ৭টি কংকর সংগ্রহ করে সাথে নিবেন।

(১০) মিনায় পৌঁছে সূর্যোদয়ের পর 'জামরাতুল আক্বাবা'য় অর্থাৎ বড় জামরায় গিয়ে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন ও প্রতিবারে 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। কংকর মারা হ'লে কুরবানী করবেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা ছোট করে সমস্ত মাথার চুল ছাঁটবেন।

(১১) এরপর ইহরাম খুলে 'প্রাথমিক হালাল' হয়ে সাধারণ কাপড় পরিধান করবেন। প্রাথমিক হালাল হওয়ার পর স্ত্রী মিলন ব্যতীত বাকী সব কাজ সাধারণভাবে করা যাবে।

(১২) অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' সেরে তামাত্তু হাজীগণ ছাফা-মারওয়া সাঈ করবেন। কিন্তু ক্বিরান ও ইফরাদ হাজীগণ শুরুতে মক্কায় পৌঁছে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে কুদূম' করে থাকলে শেষে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ্'র পর আর সাঈ করবেন না।

(১৩) কা'বা থেকে সেদিনই মিনায় ফিরে আসবেন ও সেখানে রাতে বিশ্রাম নিবেন। অতঃপর ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে প্রতিদিন অপরাহ্নে তিন জামরায় ৩×৭=২১টি করে কংকর নিক্ষেপ করবেন।

(১৪) ১১ তারিখ দুপুরে সূর্য ঢলার পর ২১টি কংকর সাথে নিয়ে প্রথমে ছোট জামরায় ৭টি, তারপর মধ্য জামরায় ৭টি ও সবশেষে বড় জামরায় (জামরাতুল আক্বাবাহ) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করবেন এবং প্রতিবার নিক্ষেপের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলবেন। ১ম ও ২য় জামরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে একটু দূরে নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দু'হাত উঠিয়ে প্রাণ খুলে আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করবেন।

(১৫) ১২ তারিখে কংকর মারার পর সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি কেউ মক্কায় ফিরতে চান, তবে ফিরতে পারেন। কিন্তু যদি ১২ তারিখে রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই সূর্য মিনায় ডুবে যায়, তাহ'লে তাকে সেখানে অবস্থান করে ১৩ তারিখে কংকর মেরে আসতে হবে। বাধ্যগত শারঈ ওযর থাকলে প্রথম দু'দিনের স্থলে একদিনে কংকর মেরে মক্কায় ফেরা যাবে।

(১৬) সবশেষে মক্কায় ফিরে 'ত্বাওয়াফে বিদা' বা বিদায়ী ত্বাওয়াফ করতে হবে। তবে ঋতুবতী ও নেফাস ওয়ালী মেয়েদের জন্য এটা মাফ। 'ত্বাওয়াফে বিদা'র মাধ্যমে হজ্জ সমাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; 'বিদায় হজ্জের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটা : উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[১৪১] কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তিগণ কুরবানীর নিয়তে উহা করলে উহাই আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে।[১৪২]

(২) কুরবানীর পশু : উহা তিন প্রকারঃ উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[১৪৩] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[১৪৪] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া চাই। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথাঃ স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[১৪৫]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[১৪৬] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[১৪৭]

'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[১৪৮] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধে দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন.... অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ وَّ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[১৪৯]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَ عَتِيْـــرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[১৫০] উল্লেখ্য যে, ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[১৫১] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী (রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[১৫২]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[১৫৩] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিনদিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[১৫৪]

---

১. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।
২. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ; হাকেম (বৈরুতঃ তাবি), ৪/২২৩।
৩. আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।
৪. কিতাবুল উম্ম (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।
৫. মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।
৬. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃঃ।
৭. মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।
৮. মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।
৯. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।
১০. তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' (ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ), সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরুতঃ ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।
১১. বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লীঃ ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।
১২. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।
১৩. সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।
১৪. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।

(৭) যবহকালীন দো'আ : (১) বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ মহান) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় নবীর উপরে দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[১৫৫] (৩) 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী কামা তাক্বাব্বালতা মিন ইবরাহীমা খালীলিকা' (...হে আল্লাহ! তুমি আমার পক্ষ হ'তে কবুল কর যেমন কবুল করেছ তোমার দোস্ত ইবরাহীমের পক্ষ থেকে)।[১৫৬] (৪) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[১৫৭] (৫) উপরোক্ত দো'আগুলির সাথে অন্য দো'আও রয়েছে। যেমন 'ইন্নী ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরযা 'আলা মিল্লাতি ইবরাহীমা হানীফাঁও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না ছালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লা-হি রব্বিল 'আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা মিনাল মুসলিমীন। আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা; (মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী) বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার'।[১৫৮]

(৮) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[১৫৯]

(৯) গোশত বন্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই। কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[১৬০]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[১৬১]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[১৬২] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৬০)*।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[১৬৩]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[১৬৪] তিনি কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করতেন।[১৬৫]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্‌র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[১৬৬]

(১৬) কুরবানীর বিবিধ মাসায়েল :

(ক) পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। (খ) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে। (গ) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহ্‌র রাহে যবহ করে দিতে হবে। (ঘ) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ভিন্ন তার ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[১৬৭]

---

১৫. মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।
১৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪০৪ হিঃ), ২৬/৩০৮ পৃঃ।
১৭. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরুত ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।
১৮. বায়হাক্বী ৯/২৮৭; আবু ইয়া'লা, মির'আত ৫/৯২; সনদ হাসান, ইরওয়া ৪/৩৫১।
১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।
২০. হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ।
২১. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।
২২. আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।
২৩. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
২৪. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
২৫. বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; ঐ, ৫/৪৫ পৃঃ।
২৬. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।
২৭. মির'আত, ২/৩৬৮-৬৯; ঐ, ৫/১১৭-১২০; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬।

ইতিহাসের পাতা থেকে

নীলনদের প্রতি ওমর (রাঃ)-এর পত্র

২০ হিজরী সনে দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ)-এর শাসনামলে বিখ্যাত ছাহাবী আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম মিসর বিজিত হয়। মিসরে তখন প্রবল খরা। নীলনদ পানি শূন্য হয়ে পড়েছে। সেনাপতি আমরের নিকট সেখানকার অধিবাসীরা অভিযোগ তুলল, হে আমীর! নীলনদ তো একটি নির্দিষ্ট নিয়ম পালন ছাড়া প্রবাহিত হয় না। তিনি বললেন, সেটা কি? তারা বলল, এ মাসের ১৮ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা কোন এক সুন্দরী যুবতীকে নির্বাচন করব। অতঃপর তার পিতা-মাতাকে রাযী করিয়ে তাকে সুন্দরতম অলংকারাদি ও উত্তম পোষাক পরিধান করানোর পর নীলনদে নিক্ষেপ করব।

আমর ইবনুল আছ তাদেরকে বললেন, ইসলামে এ কাজের কোন অনুমোদন নেই। কেননা ইসলাম প্রাচীন সব জাহেলী রীতি-নীতিকে ধ্বংস করে দেয়। অতঃপর তারা পর পর তিন মাস পানির অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল। কিন্তু নীলনদের পানিতে হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই পরিলক্ষিত হ'ল না। অতঃপর সেখানকার অধিবাসীরা দেশত্যাগের কথা চিন্তা করতে লাগল। এ দুর্যোগময় অবস্থা দৃষ্টে সেনাপতি আমর ইবনুল আছ খলীফা ওমর (রাঃ)-এর নিকটে পত্র প্রেরণ করলেন। উত্তরে ওমর (রাঃ) লিখলেন, হে আমর! তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ। আমি এ পত্রের মাঝে একটি পৃষ্ঠা প্রেরণ করলাম, যা তুমি নীলনদে নিক্ষেপ করবে।' ওমরের পত্র যখন আমরের নিকটে পৌছাল, তখন তিনি পত্রটি খুলে তাতে এ বাক্যগুলি লিখিত দেখলেন, من عمر أَمِير الْمُؤمنِينَ إِلَى نيل مصر أما بعد فَإِن كنت تجرى من قبلك فَلاَ تجر وَإِن كَانَ الله الْوَاحد القهار هُوَ الَّذي يُجْرِيكَ فَنسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجْرِيَكَ 'আল্লাহ্‌র বান্দা আমীরুল মুমিনীন ওমর-এর পক্ষ থেকে মিসরের নীলনদের প্রতি। যদি তুমি নিজে নিজেই প্রবাহিত হয়ে থাক, তবে প্রবাহিত হয়ো না। আর যদি একক সত্তা, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে প্রবাহিত করান, তবে আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তোমাকে প্রবাহিত করেন'।

অতঃপর আমর (রাঃ) পত্রটি নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। পর দিন শনিবার সকালে মিসরবাসী দেখল, আল্লাহ তা'আলা এক রাত্রে নীলনদের পানিকে ১৬ গজ উচ্চতায় প্রবাহিত করে দিয়েছেন। তারপর থেকে আজও পর্যন্ত নীলনদ প্রবাহিতই রয়েছে। কখনো শুষ্ক হয়নি *(আল-বিদায়াহ ৭/১০০; তারীখু দিমাশক ৪৪/৩৩৭; তাবাকাতুশ শাফিয়া আল-কুবরা ২/৩২৬)*।

কুরআনের ইলাহী সংরক্ষণ ও একজন ইহুদী পণ্ডিতের ইসলাম গ্রহণ

আব্বাসীয় খলীফা মামূনুর রশীদের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হ'ত। এতে তৎকালীন বিভিন্ন বিষয়ে বিদগ্ধ পণ্ডিতগণ অংশগ্রহণ করতেন। একদিন এমনি এক আলোচনা সভায় সুন্দর চেহারাধারী, সুগন্ধযুক্ত উত্তম পোষাক পরিহিত জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করলেন এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল, অলংকারপূর্ণ এবং জ্ঞানগর্ভ আলোচনা রাখলেন। বিস্মিত খলীফা সভা শেষে তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামূন তাকে বললেন, আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান তবে আপনার সাথে উত্তম ব্যবহার করা হবে। তিনি উত্তরে বললেন, পৈত্রিক ধর্ম বিসর্জন দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

কিন্তু এক বছর পর তিনি মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করলেন এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফিক্বহ সম্পর্কে সারগর্ভ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করলেন। সভাশেষে মামূন তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি ঐ ব্যক্তি নন, যিনি গত বছর এসেছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমিই ঐ ব্যক্তি। মামূন জিজ্ঞেস করলেন, তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি এমন কারণ ঘটল?

তিনি বললেন, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্মগুলো পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখার মনস্থ করি। আমি একজন সুন্দর হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে গ্রন্থাদি লিখে উচুঁ দামে বিক্রয় করি। তাই পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তাওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম এবং এগুলির অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে কিছু কমবেশী করে লিখলাম। অতঃপর কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হ'লাম। তারা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আমার কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর একইভাবে ইঞ্জীলের তিন কপি করলাম এবং তাতে কমবেশী করে লিখে খ্রীষ্টানদের গীর্জায় নিয়ে গেলাম। সেখানেও তারা খুব আগ্রহভরে কপিগুলো ক্রয় করে নিল। এরপর আমি কুরআনের ক্ষেত্রেও একই কাজ করলাম এবং সে কুরআনের বেলাও আমি কম-বেশী করে লিখলাম এবং বিক্রয়ের জন্য নিয়ে গেলাম। কিন্তু ক্রয়কারীকে দেখলাম, সে প্রথমে আমার লেখা কপিটি নির্ভুল কি না যাচাই করে দেখল। অতঃপর সেখানে কমবেশী দেখতে পেয়ে ক্রয় না করে কপিগুলি ফেরত দিল।

এ ঘটনা দর্শনে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, নিশ্চয়ই এ গ্রন্থ সংরক্ষিত, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর সংরক্ষক। আর এই উপলব্ধিই আমার ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার কারণ হয়ে দাড়ালো।

এই ঘটনা বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহইয়া বিন আকছাম বলেন, ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলেম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাত হ'লে ঘটনাটি আমি তার নিকটে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই যথার্থ। কারণ কুরআনেইতো এ চিরন্তন সত্যের সমর্থনে আয়াত রয়েছে। তিনি বললেন, কোথায় রয়েছে? সুফিয়ান বললেন, কুরআনে যেখানে তাওরাত ও ইঞ্জীলের আলোচনা এসেছে, সেখানে এসেছে, بِمَا اسْتُحْفِظُوْا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوْا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 'তাদেরকে ইলাহী গ্রন্থের দেখাশোনার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তারা এর রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন' *(মায়েদা ৫/৪৪)*। অতঃপর যখন তারা দায়িত্ব পালন করেনি তখন গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কুরআনের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ 'আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতরণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক' *(হিজর ১৫/৯)*। আল্লাহ নিজেই আমাদের জন্য কুরআনকে সংরক্ষণ করেছেন ফলে তা বিনষ্ট হয়নি *(আল-মুনতাযাম ফিত তারীখ ১০/৫১; কুরতুবী ১০/৫; ইবনু হাজার, লিসানুল মীযান ১/৩৮৮)*।

** আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব*

কবিতা

কা'বার আহ্বান

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

বহু দিন হ'তে কান পেতে শুনি কা'বার আহ্বান,
শুনিয়া সে ডাক চলে যেতে সেথা মন করে আনচান।
প্রাণের প্রিয় নবীজী আমার যেথায় ঘুমিয়ে আছে,
যাবো আমি সেথা আমার নবীর প্রিয় স্বদেশ মাঝে।
নিশি জাগরণে শয়নে স্বপনে কা'বার স্বপ্ন দেখি,
হৃদয়ের পটে মরুপ্রান্তরের নিখুঁত চিত্র আঁকি।
নবীজী আমার যেথায় যেথায় রেখেছেন চরণ দু'টি,
তনু-মন মম সেথায় লুটিয়ে শিরেতে মাখিবে মাটি।
ঝরিছে রুধীর মারিছে নবীর অভাগা তায়েফবাসি,
প্রতিশোধ তবু নেয়নি মোটেও সয়ে গেছে সবি হাসি।
দয়ার নবী হাসি ভরা মুখে সয়েছেন অত্যাচার,
একদিনও তরে হয়নি কখনও দয়ার রুদ্ধ দ্বার।
মক্কার কা'বায় যাব আমি যাব আর যাব মদীনায়,
আমার রাসূল ঘুমিয়ে যেখানে চিরদিন নিরালায়।
এহরাম বেঁধে তালবিয়াহ পাঠে রত আমি সেথা রবো
তাওয়াফ-সাঈ, দো'আ ও দরূদে সব গোনাহ ঝেড়ে লবো।
হাজারে আসওয়াদ চুমিবার সাধ মিটাতে আমি যেন পারি,
আমি মেহমান আল্লাহ মেজবান আজিকে আমি তো দ্বারী।
নাম নিতে নয় দাম নিতেও নয় শুধুতো প্রাণের টানে,
হৃদি মন আমার চলে যায় সেথা কা'বার এ আহ্বানে।
ওগো আমার পরোয়ারদেগার এসেছি তোমার দ্বারে,
তুমি ছাড়া আর নাই তো কেহই আমারে ক্ষমিতে পারে।
ক্ষমা কর মোরে পাপী তাপী আমি ওগো আমার পরোয়ার!
গোনাহগার তরে তোমার দয়ার করো না রুদ্ধ দ্বার।

কুরবানী

এম ফারূকুযযামান
সাতক্ষীরা।

কুরবানী নয় শুধু প্রাণ বলিদান
তাক্বওয়ার অলংকারে নিজেকে সাজান।
ইবরাহীম আদিষ্ট স্বপ্নিক বিধানে
পুত্রের বিনিময়ে প্রিয় পশু হননে।
প্রকৃতির সৃজন প্রণিপাত অর্চনে
পরিবারে একটি জান ত্যাগ ক্রন্দনে।
ধর্মীয় উৎসব তৃপ্তিতে ভরপুর
অহি বহির্ভূত বিধিমতে সুরাসুর।
কুরবানীর কিছুই লাগে না প্রভুর
অধুনা জাতি শিরক করতে নিষ্ঠুর।
সাত ভাগে কুরবানী করে ভ্রান্ত সূর
ফিক্বহী রোষাণলে অজ্ঞ অন্ধ ফতুর।
প্রকৃত কুরবানীর রূপরেখা আঁকি
আসুন! পাপ-গুনাহ ত্যাগে হই মুত্তাক্বী।

ঈদের দিনে

আলী হোসেন সাদ্দাম
মহদীপুর, কাহারোল, দিনাজপুর।

ঈদের দিনে সবাই মিলে
ঈদগাহেতে যাই,
মুখে থাকে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি
শান্তি খুঁজে পাই।
ঈদের মাঠে করে সদাই
শান্তি বিরাজমান,
দূর হয়ে যায় মনের যত
হিংসা-বিদ্বেষ, অভিমান।
ছালাত শেষে গরীব-ধনী
করি মোলাকাত,
সৃষ্টি হয় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন
ধনী-দরিদ্রের ভেঙ্গে যায় বাঁধ।

ঈদের হাসি

তাসলীমা আখতার মাস'উদা
ঝাউদিয়া, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

ঈদের হাসি ঝিলিক দেয়
বাঁকা চাঁদের গায়
ঈদের ছালাত আদায় করতে
চলো ঈদগাহেতে যাই।
আতর গোলাপ সুগন্ধি
সবাই মাখামাখি
দুঃখ-বিভেদ ভুলে গিয়ে
প্রাণ খুলে সব হাসি।
এক জামা'আতে ছালাত পড়ি
কাঁধে কাঁধ মিলে
অতীতের হিংসা বিভেদ
সবই যাই ভুলে।
কুরবানী থেকে শিক্ষা নিই
ত্যাগ-তিতিক্ষার তরে
অনাথ যারা তাদের নিব
অতি আপন করে।
ঈদ মানে হাসি-খুশি
নয় রেশা-রেশি
থাকে যদি সবার মাঝে
ভাল বাসা বাসি।

ইবরাহীম (আঃ)-এর স্মরণে

আব্দুল খালেক
খান হোমিও হল, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

মুক্তির মোহে নত নই মোরা মুক্তির লাগি মর্তে,
শক্তির ভয়ে পিছাইনি কভু সত্য বলার শর্তে।
অগ্নি দহন বিপরীত ফল জানিল যারা নার,
বিপরীত রেশে হ'ল নিঃশেষ কুফুরী অঙ্গীকার।
অনুচর যত ছিল ধরায় ফেরাউন ফের্কাতে,
বিফল তাদের আশার আলোকাঠ পোড়ে অগ্নিতে।
আগুন ও নর রবের সৃষ্টি কে বুঝাবে কাকে,
দু'য়ের মাঝে মানব যে সেরা অগ্নি দহিবে তাঁকে?
জাতির পিতা খেতাবে যে রব পাঠালো মর্ত পরে,
কুফুরী নারে কখনও তাহাকে দহন করিতে পারে।
কাঠ চেয়ে রত ঈমান যে ভবে প্রমাণিল রহীম,
ফেরাউন রোষে কাঠ পুড়ে ছাই অক্ষত ইবরাহীম।
ব্যক্তির ভয়ে ভীত যারা ভবে দু'পারে অপমান,
রবের নীতিতে হও মুসাফির দেবে সবে সম্মান।
বিধির বিপরীত হ'ল ফেরাউন আখের তক ধিক,
ইবরাহীম হ'ল জাতির পিতা ইহ-পর সব ঠিক।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. অধিক পঠিত। ২. আল্লাহ তা'আলার।
৩. ৫টি। (ক) আল-কুরআন (খ) আল-কিতাব (গ) আল-ফুরক্বান (ঘ) আয-যিকর (ঙ) আত-তানযীল।
৪. লাওহে মাহফূযে। ৫. নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিজ্ঞান ওপ্রযুক্তি)-এর সঠিক উত্তর

১. একটি ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র।
২. গণক বা হিসাবকারী। ৩. হাওয়ার্ড এইকিন।
৪. এটি ছোট মাপের ব্রিফকেস আকৃতির মাইক্রো কম্পিউটার।
৫. ১৯৮১ সালে, 'এপসন' নামক কোম্পানী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১. পবিত্র কুরআন কোন রাসূলের উপর অবতীর্ণ হয়?
২. পবিত্র কুরআনের প্রথম কোন সূরার কতটি আয়াত অবতীর্ণ হয়?
৩. পবিত্র কুরআন নাযিলের ধারাবাহিকতা কত বছরে শেষ হয়?
৪. জামে'উল কুরআন কাকে বলা হয়?
৫. ওছমান (রাঃ) কর্তৃক সংরক্ষিত কুরআনের নাম কি?

সংগ্রহে : বযলুর রহমান
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১. ঢাক ঢোল ভিতরে খোল, নহে নদী বহে জল।
২. জলকে জল বলি না বলি অন্য কথা
মাথা কাটলেও মাথা থাকে একি আজব কথা।
৩. আন্ধা কূয়ার চান্দা মাছ, ফুল ফুটে বার মাস।
৪. যখন কাটে নাড়ি, তখন ওঠে দাড়ি।
৫. রাজার পুত কোটালের নাতি, ষাট কাপড় দিয়ে বাঁধছে গাঁটটি।

সংগ্রহে : সাখাওয়াত হোসাইন
পরিচালক, রজনীগন্ধা শাখা, সোনামণি মারকায এলাকা।

সোনামণি সংবাদ

সোনামণি'র উদ্যোগে আগস্ট মাসে সারা দেশে অনুষ্ঠিত প্রোগ্রাম সমূহ নিম্নরূপ-

১ আগষ্ট বুধবার : ব্রজনাথপুর, পাবনা; **২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার :** ভুগরইল, পবা, রাজশাহী; **৩ আগষ্ট শুক্রবার :** দৌলতপুর, কুষ্টিয়া; **৪ আগষ্ট শনিবার :** ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ ও গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা; **৫ আগষ্ট রবিবার :** নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া ও ভেলাবাড়ী, লালমণিরহাট; **৬ আগষ্ট, সোমবার :** পাঁচপীর, কুড়িগ্রাম; **৭ আগষ্ট মঙ্গলবার :** সমসপুর, বাগমারা ও হাবাসপুর, বাঘা, রাজশাহী; **৮ আগষ্ট, বুধবার :** জলাইডাংগা, রংপুর ও রাজনগর, সাতক্ষীরা; **৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার :** ভাদিয়ালী ও রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা; **১০ আগষ্ট শুক্রবার :** ডাকবাংলাপাড়া, রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ; **১৩ আগষ্ট সোমবার :** বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ; **১৭ আগষ্ট শুক্রবার :** সোনারপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী; **১৮ আগষ্ট শনিবার :** দেবনগর, সাতক্ষীরা; **২৩ আগষ্ট বৃহস্পতিবার :** মানিকহার, পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা। এসব প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট যেলা দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার সকাল ৮-টায় **'সোনামণি'**র উদ্যোগে যেলা দায়িত্বশীলদের সমন্বয়ে এক **'দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ'** অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও 'সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।** বিভিন্ন যেলা থেকে আগত প্রায় ৭০ জন দায়িত্বশীলের উপস্থিতিতে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'সোনামণি'র সাবেক পৃষ্ঠপোষক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ও 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, মুহাদ্দিছ আব্দুল খালেক সালাফী, রাজশাহী যেলা 'সোনামণি'র সাবেক পরিচালক এবং 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, 'সোনামণি'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস, বর্তমান কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুর রশীদ ও বযলুর রহমান প্রমুখ।

ভণ্ড মুসলিম

তামান্না বিনতে কাফী
খয়েরসূতি, দোগাছী, পাবনা।

যাদের ছালাত-ছিয়াম নাই
তাদের ঈদের খুশি বেশী,
ঈদুল আযহায় নাম রাখিতে
কুরবানী দেয় খাসি।
ঈদ আসলে মুসলিম হিসাবে
রাজকীয় পোশাক চাই,
ঈদটা চলে গেলে
আমরা আর মুসলিম নাই।
এই হ'ল ভণ্ড মুসলিম
মুসলিম নামের কলংক,
নয়তো সে মুসলিম খাঁটি
প্রমাণ আছে জ্বলন্ত।

জাগাও বিবেক

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল বাকী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

ঘুমিয়ে গেছে ঈমানী আত্মারা
অন্ধকারে ছেয়ে গেছে দেশ।
নির্বিঘ্নে পশুদের ন্যায় চলাফিরা
কোথাও নেই ভদ্রতার লেশ।
নগ্নতায় মেতেছে নারী-পুরুষ
জন্মাচ্ছে অসভ্যতা আর বর্বরতা,
তা দেখে পিপাসুরা আনন্দে বেহুঁশ
মরে গেছে ধর্ম ও নৈতিকতা।
পশুত্ব দূর করে জাগাতে বিবেক
ঈমানকে দৃঢ় কর হইতে সতেজ।
জাগাও বিবেক মানো ধর্ম,
বাংলার বুক থেকে তাড়াও অপকর্ম।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ঢাকাকে ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা

ওআইসির অঙ্গ সংগঠন ইসলামী শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (আইএসইএসসিও) ২০১২ সালের জন্য এশিয়া থেকে ঢাকাকে 'ক্যাপিটাল অব ইসলামিক কালচার' ঘোষণা করেছে। ওআইসিভুক্ত ৫৭টি দেশকে আরব, এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলে ভাগ করে তিনটি দেশের রাজধানীকে 'ক্যাপিটাল অব ইসলামিক কালচার' নির্বাচিত করা হয়েছে। আরব অঞ্চল থেকে ইরাকের নাজাফ শহর এবং আফ্রিকা অঞ্চল থেকে নাইজারের নিয়ামে নগরকে ইসলামী সাংস্কৃতিক রাজধানী নির্বাচিত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতা

(১) আলজেরিয়ায় হাফেয মহিউদ্দীন দ্বিতীয়

আলজেরিয়ায় আন্তর্জাতিক হিফয প্রতিযোগিতায় ঢাকার যাত্রাবাড়ীর মারকাযুত তাহফীয ইন্টারন্যাশনাল ক্যাডেট মাদরাসার হিফয বিভাগের ছাত্র মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন (১৫) ২য় স্থান অধিকার করেছে। গত ১৫ আগস্ট রাতে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে সে দেশের প্রেসিডেন্ট আব্দুল আযীয মহিউদ্দীনের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। মহিউদ্দীনকে একটি ক্রেস্ট, ১১ লাখ ২৮ হাযার আলজেরিয়ান দীনার (১১ লক্ষ ২৭ হাযার ২০০ টাকা) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, বিশ্বের ৬০টি দেশের হাফেযগণ উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। চাঁদপুর যেলার কচুয়া উপযেলার মনপুরা গ্রামের সন্তান মহিউদ্দীন এর আগে বাংলাভিশন ও আরটিভিতে প্রচারিত কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল।

(২) দুবাইয়ে আইনুল আরেফীন দ্বিতীয়

দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত ১৬তম আন্তর্জাতিক হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে ময়মনসিংহ যেলার ব্রাহ্মণপল্লী গ্রামের হাফেয মুহাম্মাদ আইনুল আরেফীন। কুয়েতের ইয়াসীন বিন হাসুন হয়েছে প্রথম। আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও দুবাইয়ের শাসক শেখ মুহাম্মদ বিন রাশেদ আল-মাকতূমের তত্ত্বাবধানে ও পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৭৯টি দেশের প্রতিযোগীরা অংশ নেয়। দ্বিতীয় পুরস্কারের মূল্যমান বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ৪৫ লাখ টাকা। উল্লেখ্য যে, ২০১০ সালেও তিনি সঊদী আরবের কুরআন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন এবং এর আগে মিসর ও ইরানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তিনি বাংলাদেশের সম্মান বয়ে আনেন।

অভাবের তাড়নায় সন্তান হত্যা

(১) বাগেরহাটে দুই মেয়েকে পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করল পাষণ্ড পিতা

বাগেরহাটের চিতলমারীতে অভাবের তাড়নায় নিজের দুই মেয়েকে ঘেরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করেছে পাষণ্ড পিতা। গত ২৭শে আগষ্ট সকালে উপযেলার হিজলা মাঠপাড়া এলাকায় পিতা শাহ আলম কাযী তার দুই শিশুকন্যা নিশামণি (৭) ও তিষামণিকে (৫) গোসল করানোর কথা বলে নিয়ে গিয়ে ঘেরের পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করে। তারা দুই বোন বেশ কিছুদিন ধরে মায়ের সঙ্গে নানাবাড়িতে থাকত। পরে এলাকাবাসী ঘেরের পানিতে দুই বোনের লাশ ভাসতে দেখে পুলিশে খবর দিলে ঘের থেকে দুই শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ শাহ আলম কাযীকে আটক করেছে।

(২) কুষ্টিয়ায় নদীতে ফেলে দুই সন্তান হত্যা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দরিদ্র দিনমজুর আবদুল মালেক ঈদের পোশাক ও সংসারের অন্যদের আবদার মেটাতে না পেরে দুই শিশুসন্তান মুন্নি খাতুন ও মানছুর আলীকে পদ্মা নদীতে ফেলে হত্যা করেছে। গত ১৮ আগস্ট সকাল ৯-টায় স্ত্রী মমতা খাতুনের কাছ থেকে মুন্নি ও মানছুরের চুল কাটানোর নাম করে বাড়ি থেকে বের হয় আবদুল মালেক। ঐ দিনই লালন শাহ সেতুর মাঝখানে গিয়ে প্রথমে বড় মেয়ে মুন্নিকে পদ্মা নদীতে ফেলে দেয়। মানছূর এ দৃশ্য দেখে পালিয়ে যেতে থাকলে তাকেও ধরে পাষণ্ড পিতা নদীতে ফেলে দেয়। এরপর আবদুল মালেক নিজেও আত্মহত্যার চেষ্টা করে। একদিন নিখোঁজ থাকার পর তাকে নদীর পাড়ের একটি বাগান থেকে উদ্ধার করা হয়। এরপর পুলিশের সামনে দুই সন্তানকে হত্যার কথা স্বীকার করে সে ঘটনার বর্ণনা দেয়।

বিপর্যস্ত আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি

সাড়ে তিন বছরে তের হাযারের অধিক খুন

হত্যা, গুম, ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বিপর্যস্ত দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি। প্রতিদিনই কোন না কোন স্থানে ঘটছে নৃশংস খুনের ঘটনা। ঘটছে অপহরণ কিংবা গুপ্তহত্যা। গত সাড়ে তিন বছরে সারাদেশে মোট ১৩,৪৬২টি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। গত আড়াই বছরে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে ১৮৪ ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১০৮ জনের লাশ উদ্ধার হলেও বাকী ৭৬ জনের কোন হদিস মিলেনি।

বিশ্বে বসবাসের সবচেয়ে অযোগ্য শহর ঢাকা!

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা গত বছর বসবাসের সবচেয়ে অযোগ্য শহরের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করার পর এবার 'শীর্ষস্থান' দখল করেছে। যুক্তরাজ্যের সাপ্তাহিক ইকোনমিস্ট পত্রিকার ইকোনমিক ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ) কর্তৃক বিশ্বের ১৪০টি শহর বিবেচনায় নিয়ে করা হয়েছে এই জরিপ। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা, স্বাস্থ্যসুবিধা, সংস্কৃতি ও পরিবেশ, শিক্ষা ও অবকাঠামো- এই মূল পাঁচটি বিষয়ের ৩০টি দিক বিবেচনায় নেওয়া হয় জরিপে। এই সবগুলো ক্ষেত্র মিলিয়ে সবচেয়ে কম নম্বর পেয়ে ১৪০টি শহরের মধ্যে সর্বশেষ স্থানটি দখল করেছে ঢাকা। গতবারের সবচেয়ে বসবাস-অনুপযুক্ত শহর জিম্বাবুয়ের রাজধানী হারারে এখন তিন ধাপ এগিয়েছে।

অপরদিকে ১০০ স্কোরের মধ্যে ৯৭.৫ পেয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বসবাসযোগ্য শহর নির্বাচিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা এবং তৃতীয় কানাডার ভ্যানকুভার শহর।

বিশ্বের ৩১তম দূষিত ও ২য় বন্যা ঝুঁকির শহর : যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গবেষণায় ঢাকাকে বিশ্বের ৩১তম দূষিত নগরী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন, ইটখোলায় জ্বালানী হিসাবে নিম্নমানের কয়লার ব্যবহার, কলকারখানায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি কারণে রাজধানীতে বিষাক্ত গ্যাসের নির্গমন বাড়ছে। রাজধানীতে ফিটনেসবিহীন গাড়ির প্রাধান্য বায়ুদূষণের অন্যতম কারণ। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বায়ুদূষণে রাজধানীর স্বাস্থ্যখাতে যে ক্ষতি হচ্ছে তার আর্থিক মূল্য ১২৪ বিলিয়ন টাকা। এদিকে নেদারল্যান্ডস ও যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গবেষণায় দেখা গেছে, বন্যায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ৯টি শহরের মধ্যে ঢাকা ২য়। শীর্ষে রয়েছে চীনের সাংহাই। সাগরপৃষ্ঠের মাত্র ৪ মিটার ওপরে থাকায় ঢাকায় নিয়মিতই বন্যা হয়। কিন্তু শহরটিতে বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা খুবই সামান্য। তাছাড়া ঢাকা বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ শহরও বটে।

১২২৬ জন বিত্তশালীর নিকট বিশ্বের সম্পদ কুক্ষিগত!

‘ফোর্বস’ ম্যাগাজিন ২০১২ সালের বিশ্বের বিলিয়নিয়ারদের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেখানে দেখা গেছে বিশ্বজুড়ে ১২২৬ জন বিত্তশালীর মোট অর্থের পরিমাণ সাড়ে ৪ লাখ কোটি ডলার। তালিকায় তৃতীয়বারের ন্যায় ১ম স্থানে রয়েছেন মেক্সিকোর টেলিকম ব্যবসায়ী কার্লোস স্লিম। বিল গেটস রয়েছেন ২য় স্থানে। তালিকায় ভারতের ৪৮ জন বিলিয়নিয়ারের নাম রয়েছে, অথচ সে দেশের ৪৬ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে।

অস্ত্র বিক্রিতে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রেকর্ড

২০১১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র বিক্রি আগের বছরের তুলনায় তিন গুণ বেড়েছে। গত বছর মোট ৬ হাযার ৬০০ কোটি ডলারের অস্ত্র বিক্রি হয়, যা ২০১০ সালের তুলনায় ২ হাযার ১৪০ কোটি ডলার বেশি। ২০০৯ সালে অস্ত্র বিক্রির পরিমাণ ছিল ৩ হাযার ১০০ কোটি ডলার। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অস্ত্রের ক্রেতা রাষ্ট্র হ’ল সঊদী আরব। বছরে প্রায় ৩ হাযার ৩০০ কোটি ডলারের অধিক মূল্যের অস্ত্র কেনে দেশটি। এর মধ্যে রয়েছে এফ-১৫ যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র। ২০১১ সালে বিশ্ব অস্ত্র বাজারে মোট ৭৮ শতাংশ অস্ত্র বিক্রি করে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে রাশিয়া। দেশটির বিক্রির পরিমাণ ৪৮০ কোটি ডলার।

[নিঃস্ব আমেরিকা ও পরাশক্তিগুলো মুসলিম বিশ্বে পরস্পরে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়ে এখন অস্ত্র ব্যবসায়ে নেমেছে। এদের চূড়ান্ত ধ্বংস এগিয়ে আসছে (স.স.)]

কুরআন পোড়ানোয় জড়িত ৬ মার্কিন সেনার নামমাত্র শাস্তি

আফগানিস্তানের বাগরাম সেনাঘাঁটিতে পবিত্র কুরআন সহ অন্যান্য ইসলামী গ্রন্থ পোড়ানোর ঘটনায় জড়িত ৬ মার্কিন সেনাকে নামমাত্র শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মার্কিন সেনাসূত্র বলেছে, কুরআন পোড়ানো ছয় মার্কিন সেনাকে শাস্তি হিসাবে বড়জোর পদাবনতি করা হতে পারে, কিংবা তাদের দিয়ে অতিরিক্ত কাজ করানো হবে অথবা তাদের বেতন আটকে দেয়া হবে।

গত ২০ ফেব্রুয়ারী বাগরাম ঘাঁটিতে মার্কিন সেনারা প্রায় ১০০টি কুরআন শরীফসহ ৩০০টি ধর্মীয় গ্রন্থ জ্বালিয়ে দেয়। এ ঘটনা প্রকাশ হওয়ার পর আফগানিস্তানসহ সারা বিশ্বে মুসলমানদের মাঝে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৩০ জন আফগান প্রাণ হারান।

[হ্যাঁ, এটাই গণতন্ত্রীদের ন্যায় বিচারের নমুনা (স.স)]

নরওয়ের গণহত্যাকারী ব্রেইভিককে ২১ বছরের কারাদণ্ড

নরওয়ের সেই আত্মস্বীকৃত গণহত্যাকারী ব্রেইভিককে ২১ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত। ১০ সপ্তাহ ধরে বিচার কাজ চলার পর গত ২৪ আগস্ট আদালত এ রায় দেয়। ৩৩ বছর বয়সী ব্রেইভিক বরাবরই নিজেকে সুস্থ বলে দাবি করে এসেছে এবং সজ্ঞানে সে ঐ হামলা করেছে বলে অকপটে স্বীকার করেছে। এত মানুষ হত্যা করার পরও তার কোনো অনুশোচনা নেই। বরং সে বলেছেন, নরওয়েকে ইসলামীকরণ করার হাত থেকে রক্ষা করতে ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রয়োজন ছিল। তবে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রুখার জন্য পরিচালিত হত্যাকাণ্ডের ফলাফল বিপরীতই হয়েছে। ইসলাম যেন সেখানে এক প্রশান্তির সুধা হিসাবে কাজ করছে। রাজধানী অসলোর ইসলামিক সেন্টারগুলিতে এখন ব্যাপক ভীড় দেখা যাচ্ছে। অশান্ত-অস্থির ইউরোপ ক্রমান্বয়ে ছুটে চলেছে শান্তির ধর্ম ইসলামের দিকে। উল্লেখ্য, গত বছরের জুলাইয়ে নরওয়েতে বোমা হামলা ও পরে বেপরোয়া গুলী চালিয়ে ৭৭ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে ব্রেইভিক। একই সঙ্গে আহত হয় প্রায় আড়াইশ মানুষ।

<u>ল্যানচেট মেডিকেল জার্নাল-এর জরিপ</u>

বিশ্বে তামাকসেবীদের ৬৪ শতাংশই ধূমপায়ী

বিশ্বে তামাকসেবীদের ৬৪ শতাংশই ধূমপায়ী। তারা প্রধানত সিগারেটে অভ্যস্ত। দ্য ল্যানচেট মেডিকেল জার্নাল-এর এক জরিপে এ বিষয়টি উঠে এসেছে। এতে সিগারেট সেবনের আশঙ্কাজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জরিপে বলা হয়, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দুই-পঞ্চমাংশ পুরুষ এখনো নেশা হিসাবে তামাক ব্যবহার করে। তামাকজাতীয় নেশাসেবীদের অর্ধেকই এর ক্ষতিকর প্রভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলে জরিপে উল্লেখ করা হয়।

জার্মানির স্কুলে এই প্রথম ইসলাম শিক্ষা

জার্মানির শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার তেমন কোনো জায়গা নেই। কিন্তু এবার জার্মানির সবচেয়ে জনবহুল রাজ্য নর্থ রাইন ওয়েস্টাফালিয়া এক্ষেত্রে উদাহরণ তৈরি করল বলা যায়। স্কুলগুলোতে দিন দিন মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে। তাই প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মুসলমান বাচ্চাদের জন্য ইসলাম শিক্ষার একটি নতুন বই ছাপানো হয়েছে। ইসলামের নানা শিক্ষা ও নিয়মাবলী শেখানো হবে এই বইয়ের মাধ্যমে। উল্লেখ্য যে, জার্মানীতে বর্তমানে মুসলমানের সংখ্যা অর্ধকোটি ছাড়িয়ে গেছে।

গুজরাটের দাঙ্গায় সাবেক মন্ত্রীসহ ৩২ জন দোষী সাব্যস্ত

ভারতে গুজরাটের এক বিশেষ আদালত ২০০২ সালের দাঙ্গায় জড়িত থাকার ঘটনায় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টির নেত্রী ও নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মায়া কোদনানীকে ২৮ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। একই সঙ্গে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বজরং দলের নেতা বাবু বজরঙ্গীকে আমৃত্যু জেলে রাখার নির্দেশ দিয়েছে ঐ কোর্ট। ঐ ঘটনায় জড়িত বাকী ২৯ জন অপরাধীকে ২১ বছরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দশ বছর আগের ঐ দাঙ্গায় আহমেদাবাদের নারোদা পাটিয়া এলাকায় এক রাতেই মহিলা ও শিশুসহ ৯৭ জন মুসলিমকে হত্যা করেছিল দাঙ্গাকারীরা। গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেস ট্রেনটিতে ৬০ জন হিন্দুত্ববাদী স্বেচ্ছাসেবকের আগুনে পুড়ে মৃত্যুর পরেই গোটা গুজরাট জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয়েছিল, যাতে প্রায় এক হাযার মানুষ মারা গিয়েছিলেন। এঁদের বেশিরভাগই মুসলমান। মায়া কোদনানী তখন নারোদা পাটিয়া এলাকার বিধায়ক ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই বিজেপি ও অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলি মুসলিম মহল্লায় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।

[মূল নায়ক মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মেযদি তাহ’লে বেঁচে গেল। হাঁ আত্মগ্লানির নরক অনলে তাঁকে জ্বলতেই হবে (স.স.)]

মার্কিন সেনাবাহিনীতে আত্মহত্যার হার বেড়েছে

মার্কিন সেনাবাহিনীতে এ বছর আত্মহত্যার হার খুব বেড়ে গেছে। প্রতিদিন গড়ে একজন করে মার্কিন সেনা আত্মহত্যা করছে। পেন্টাগনের মুখপাত্র সিনথিয়া স্মিথ বলেন, ‘সেনাবাহিনীতে

আত্মহত্যার বিষয়টি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন'। তিনি বলেন, 'আমরা যে কয়েকটি গুরুতর সমস্যার মধ্যে আছি, তার মধ্যে এটি অন্যতম'। তিনি জানান, যেসব সেনা বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তাঁদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।

[অন্যায় যুদ্ধ কোন সেনাই সমর্থন করে না। নেতাদেরই আত্মহত্যা করা উচিত ছিল (স.স.)]

ঋণের দায়ে জর্জরিত আমেরিকা; পরিমাণ ১৬ ট্রিলিয়ন

মার্কিন জাতীয় ঋণ কমাতে ব্যর্থ হয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। আমেরিকার জাতীয় ঋণ বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে ১৬ ট্রিলিয়নে। মাথাপিছু ৫০ হাযার ডলার। এ ঘটনা তার বিরোধী শিবির রিপাবলিকান দলের জন্য ব্যাপক সমালোচনার সুযোগ এনে দিয়েছে।

['সূদের পরিণতি নিঃস্বতা' রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ অভ্রান্ত'। ওবামা হৌক বা তার বিরোধী শিবির হৌক সবাই সূদের গোলাম। অতএব উভয়ের পরিণতি একই হবে। সূদ থেকে তওবা করলেই তবে তারা মুক্তি পাবে (স.স.)]

বিদায় নেইল আর্মস্ট্রং

আমেরিকার মহাকাশ যান এ্যাপোলো-১১-এর নভোচারী দলের নেতা নেইল আর্মস্ট্রং (১৯৩০-২০১২) গত ২৫শে আগষ্ট শনিবার ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণকারী প্রথম মানুষ। তাঁর ২০ মিনিট পরে নামেন সাথী এডুইন অলড্রিন। ২ ঘণ্টা ৩১ মিনিট চাঁদের পিঠে অবস্থান করে ২৪শে জুলাই তারা পৃথিবীতে ফিরে আসেন। তারপর বিশ্বব্যাপী ভক্তদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা সফরে তারা বিশ্ব ভ্রমণে বের হন। যার এক পর্যায়ে ২৭শে অক্টোবর বিমানে তারা বোম্বাই থেকে অপরাহ্নে ঢাকা এসে নামেন।

[ঐদিন সারা দেশে আনন্দের বান ডেকেছিল। যদিও অনেকে এটাকে মিথ্যা ও কুফরী বলে উড়িয়ে দিয়েছিল। মানুষ ছুটছে ঢাকা। আমিও তার মধ্যে একজন। কড়া প্রহরা বেষ্টনীতে বন্দী তেজগাঁও বিমানবন্দর। কার সাধ্য সেখানে ঢোকে। কিন্তু তারুণ্য কোন বাধা মানেনা। ভিতরে যাবই। কাছ থেকে দেখবই। অলি-গলি, ফাঁক-ফোকর সব দিকে বন্ধ। আম-নারিকেল-তালগাছে ওঠায় আমি পটু। ভাবলাম, কোন কায়দায় পাচিল টপকিয়ে ওপারে লাফিয়ে পড়ব। কিন্তু বেরসিক পুলিশগুলোই যত বাধা। কিন্তু না। আমাকে ঢুকতেই হবে। হঠাৎ গগণবিদারী চিৎকার ধ্বনি। ঐ দেখা যায় সাদা প্লেন। ঐ নামলো চাঁদের মানুষগুলো। হাঁ, এবারই সুযোগ। পুলিশের নযর আকাশমুখো। অতএব গুড়ি মেরে ভো ছুট। এক নিঃশ্বাসে চলে গেলাম ভিতরে সোজা টারমাকে। আমার পিছে পিছে আরও বহু লোক। প্রহরা ভেঙ্গে গেল। পৌঁছে গেলাম বিমানের পাশে। খোলা জীপে দাঁড়িয়ে আছেন স্বপ্নের তিনটি মানুষ। লাখো মানুষকে তারা হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। চোখ ভরে দেখলাম কাছ থেকে। কে পুলিশ, কে পুলিশ নয়, তখন সবাই একাকার। সে দৃশ্য যেন আজও চোখে দেখতে পাচ্ছি। পরবর্তীতে প্রায় সকল পত্রিকায় নেইলের বক্তব্য বের হয়েছিল এই মর্মে যে, তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠের মাঝখান দিয়ে লম্বা রেখা দেখে বিস্মিত হন। যা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার প্রমাণ হিসাবে তিনি প্রত্যক্ষ করেন এবং তিনি ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাঁকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দেন। ফলে তিনি আর কোনদিন এ বক্তব্য দেননি। এমনকি জনসমক্ষে আসাই ছেড়ে দেন। সেজন্যই হয়তবা এখন তাঁকে বলা হচ্ছে প্রচারবিমুখ ও নিভৃতচারী। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত (স.স.)]

মুসলিম জাহান

ইরানের রাজধানী তেহরানে ন্যামের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ইরানের রাজধানী তেহরানে গত ৩০ ও ৩১ আগষ্ট জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যামের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলনে ইরানের উপর একতরফাভাবে অবরোধ আরোপের নিন্দা জানিয়ে একটি দলীল গৃহীত হয়। এতে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরমাণু কর্মসূচী চালানোর ক্ষেত্রে ইরান ও অন্যান্য দেশের বৈধ অধিকারের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। ঘোষণাপত্রে একটি স্বাধীন ফিলিস্তীন রাষ্ট্র গঠন এবং বিশ্বকে পরমাণু অস্ত্রমুক্ত করণ এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী ইসলামভীতি ও জাতিগত বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেয়ার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেজাদ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি পরবর্তী তিন বছরের জন্য ন্যামের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন সহ প্রায় ৩০টি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ অংশগ্রহণ করেন। তবে ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এ সম্মেলনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, ন্যাম শীর্ষ সম্মেলন মানবতার জন্য কলঙ্ক। উল্লেখ্য, ন্যামের পরবর্তী ১৭ তম শীর্ষ সম্মেলন ২০১৫ সালে ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে অনুষ্ঠিত হবে।

মিসরে প্রেসিডেন্ট মুরসির ব্যাপক সংস্কার

মিসরের নবনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট মুরসী অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকগুলি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। গত ১২ আগস্ট তিনি দেশটির ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল হুসেন তানতাবীকে (৭৬) অপসারণ করেন এবং তাকে মিসরের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'দ্য গ্র্যান্ড কলার অব দ্য নাইল'-এ ভূষিত করেন। একইসাথে সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী প্রধান এবং বিমান প্রতিরক্ষা প্রধানকেও অবসর প্রদান করেন এবং প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা খর্ব করে সামরিক বাহিনী সংবিধানের যে সংশোধনী এনেছিল তাও তিনি বাতিল করেন। গত ২ সেপ্টেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর জেনারেল পদমর্যাদার ৭০ জন কর্মকর্তাকে অবসরে পাঠান। তাছাড়া ৫০ বছর যাবৎ টেলিভিশনে হিজাব পরে খবর পাঠের উপর যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা ছিল তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে ফাতিমা নাবীল নামক এক সংবাদপাঠিকার হিজাব পরে সংবাদ পাঠের মাধ্যমে মিসরে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

রোহিঙ্গারা এ বছর ঈদের ছালাতও আদায় করতে পারেনি!

মিয়ানমারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর রাখাইন রাজ্যে যরূরী আইনের সময়সীমা আরও এক মাস বাড়ানো হয়েছে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা শহরে ও গ্রামগঞ্জের মসজিদগুলোতে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এর ফলে মুসলমানেরা পবিত্র ঈদের ছালাত মসজিদে আদায় করতে পারেননি। নিজস্ব ব্যবস্থায় ভয়-ভীতির মধ্য দিয়ে রোহিঙ্গারা ঈদের ছালাত আদায় করেছে।

জারদারির দুর্নীতি মামলা : পাক প্রধানমন্ত্রীকে ৩ সপ্তাহের সময় দিল সুপ্রিমকোর্ট

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারির বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা ফের চালু করতে সুইস কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখতে প্রধানমন্ত্রী রাজা পারভেজ আশরাফকে তিন সপ্তাহের সময় দিয়েছে দেশটির সর্বোচ্চ আদালত। প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর গত ২৭ আগস্ট প্রথমবারের মতো সুপ্রিমকোর্টে হাজির হলে আশরাফকে আদালত এ নির্দেশ দেয়। এদিকে গত ২৬ আগস্ট মধ্যরাতে ক্ষমতাসীন জোটের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় কোনো অবস্থাতেই প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে সুইস কর্তৃপক্ষকে চিঠি লেখা হবে না। তবে আদালতের সমালোচনা না করার জন্য পিপিপি নেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আশরাফ।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

পানযোগ্য করা হবে সাগরের পানি

২০২৫ সালের মধ্যে পানযোগ্য পানির প্রায় ৯০ শতাংশই শেষ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানীরা। তাই সমুদ্রের পানিকে পানযোগ্য করার জন্য চলছে নিরন্তর গবেষণা। লোনা পানিকে পানযোগ্য করার বর্তমান উপায়ের নাম হ'ল 'রিভার্স অসমোসিস'। কিন্তু এতে প্রচুর জ্বালানী খরচ হয় এবং এটা বেশ ব্যয়বহুলও। তাই বিকল্প উপায় নিয়ে কাজ করছেন বিজ্ঞানীরা। যার নেতৃত্বে রয়েছেন ফাবিও লা মান্টিয়া। তাদের পদ্ধতির নাম 'ডিস্যালাইনেশন ব্যাটারী'। তিনি বলেন, আমরা প্রথমে সমুদ্রের পানি থেকে ২৫ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড দূর করার চেষ্টা করছি। তবে আমাদেরকে ৯৮ ভাগ সোডিয়াম ক্লোরাইড দূর করতে হবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উপাদান পাওয়া যাচ্ছে না বলে সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান মান্টিয়া। নিজেদের গবেষণার চূড়ান্ত সফলতার জন্য আরো সময় চেয়েছেন মান্টিয়া ও তার দল।

চাঁদের বুকে পরবর্তী পদচিহ্নটি হতে পারে চীনাদের

১৯৬৯ সালের ২১শে জুলাই মার্কিন অভিযাত্রী নেইল আর্মস্ট্রং চাঁদে প্রথম পা রাখার প্রায় ৪৩ বছর পেরিয়ে গেলেও অন্য কোনো মানুষের পক্ষে আর চাঁদে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তবে চাঁদের বুকের পরবর্তী মানুষটি হতে পারেন একজন চীনা নাগরিক। আগামী বছরের দ্বিতীয়ার্ধের যে কোন সময় চীন চাঁদে একটি যান নামানোর চেষ্টা করবে। ২০৩০ সাল নাগাদ তারা একজন নভোচারীকে চাঁদে পাঠাতে সক্ষম হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।

বোবারাও কথা বলতে পারবে

পক্ষাঘাতে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলা ব্যক্তিরাও কথা বলতে পারবে যন্ত্রের সাহায্যে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের একদল বিজ্ঞানী এমন যন্ত্র আবিষ্কারের লক্ষ্যে কয়েক ধাপ এগিয়েছেন। কথা বলতে গেলে মানুষের মস্তিষ্কে ঠিক কী কী পরিবর্তন হয় তা জানতে পেরেছেন বলে সম্প্রতি দাবি করেছেন এই বিজ্ঞানীরা। এখন মস্তিষ্কের ঐ পরিবর্তনকে শব্দে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন তারা।

ঐ গবেষণা দলটির অন্যতম সদস্য ইঝাক ফ্রায়েড বলেন, পক্ষাঘাতে বোবা হয়ে পড়া ব্যক্তিদের মস্তিষ্কের সেই পরিবর্তনকে শব্দে রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হলে তারাও কথা বলতে পারবে। আর তখন এমন একটা যন্ত্র তৈরি করা খুব সহজ হবে। আর সেই যন্ত্রটিকে মস্তিষ্কের সংশ্লিষ্ট অংশের সঙ্গে জুড়ে দিলেই কোন অসুখ বিসুখে যারা কথা বলার ক্ষমতা হারাবে তারা কথা বলতে পারবে।

বিষণ্নতার জন্য সামাজিক যোগাযোগ সাইট দায়ী

সামাজিক সাইটগুলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মাঝে সম্পর্ক তৈরীর ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখলেও বিষণ্নতা, হতাশা, অকর্মণ্যতা সৃষ্টিতে এর বড় ধরনের প্রভাব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউটাহ ভ্যালি ইউনিভার্সিটির একদল গবেষকের গবেষণায় বিষয়টি উঠে এসেছে। এখন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বিশেষ করে তরুণরা বাস্তবে সামাজিক মেলামেশা থেকে সামাজিক যোগাযোগসাইটে মেলামেশা বা সময় কাটানোর প্রতি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়ছে। গবেষকদের দাবি, ফেসবুক, টুইটারের মতো সামাজিক যোগাযোগ সাইটগুলো কল্যাণের পরিবর্তে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে বিষণ্ন, হতাশাগ্রস্থ ও আশাহত করে তোলে। এসব সাইটে অধিক সময় ব্যয়কারীদের বিষণ্নতার পরিমাণ বেড়ে যায়, যা শারীরিকভাবে মারাত্মক ক্ষতিকর।

গবেষণার ফলাফল হিসাবে দেখা যায়, সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহারকারীরা অন্যদের তুলনায় জীবন নিয়ে অধিক হতাশ। আমেরিকান অ্যাকাডেমী অফ পেডিয়াট্রিকস নামের গবেষণা সংস্থা জানায়, অধিক সময় সামাজিক যোগাযোগ সাইট ব্যবহারকারীরা প্রথমে হতাশা ও বিষণ্নতায় ভুগতে ভুগতে স্থায়ী জটিল রোগে ভোগা শুরু করে। এমনকি অস্বাভাবিক আচরণ করতে থাকে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

ইসলাম ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা আপোষহীন

-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ৩০ ও ৩১ আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে আয়োজিত ২ দিন ব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলন-২০১২ নগরীর নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে শুরু হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তি অর্জনে সংকল্পবদ্ধ হওয়ার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ইসলাম ও দেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমাদেরকে আপোষহীন ভূমিকা পালন করতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে যে কোন অপতৎরতাকে রুখে দেওয়ার জন্য এ আন্দোলন তার সংগ্রামী ভূমিকা অব্যাহত রাখবে। সাথে সাথে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে যারা আজ জঙ্গীবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে এ আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীকে সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে। বর্তমানে আসামে ও মিয়ানমারের রোহিঙ্গাসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যেসব হিংসাত্মক বর্বরতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

দু'দিন ব্যাপী এই কর্মী সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, মজলিসে শূরা সদস্য ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'সোনামণি' পরিচালক ইমামুদ্দীন প্রমুখ।

সম্মেলনে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য মাওলানা আতীকুর রহমান (কুমিল্লা), কুষ্টিয়া-পূর্ব যেলার সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীনুদ্দীন, কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলার সভাপতি গোলাম যিলকিবরিয়া, কুড়িগ্রাম-উত্তর যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাইবান্ধা-পূর্ব যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদ, গাযীপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর হরমান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ, চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি ডা. শামীম আহসান, জামালপুর-দক্ষিণ যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফী, ঝিনাইদহ যেলার প্রতিনিধি রবীউল ইসলাম, টাঙ্গাইল যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াজেদ, ঢাকা যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, দিনাজপুর-পূর্ব যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ, দিনাজপুর-পশ্চিম যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ তোফায্যল হোসাইন, নওগাঁ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার, নাটোর যেলা সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলী, নীলফামারী যেলা সভাপতি আলহাজ্জ ওছমান গণী, রংপুর যেলা সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদ, রাজশাহীর মোহনপুর উপযেলা সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, সাতক্ষীরার প্রতিনিধি জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০টি যেলা থেকে সহস্রাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক 'আত-তাহরীক' সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন।

উক্ত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। (১) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। (২) শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং মাদরাসা শিক্ষার সিলেবাসে আহলেহাদীছ বিদ্বানদের কিতাব সমূহ পৃথকভাবে সিলেবাসভুক্ত করতে হবে। (৩) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং সূদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে। (৪) অদ্যকার সম্মেলন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ছবি টাঙ্গানো এবং শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান সমূহ রাষ্ট্রীয়ভাবে বাধ্যতামূলক না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। (৫) এ সম্মেলন সরকারী অফিস-আদালতে ব্যাপক ঘুষ-দুর্নীতি এবং দেশে ক্রমবর্ধমান মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা কঠোরভাবে বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে। (৬) সর্বস্তরে দল ও প্রার্থীবিহীন ইসলামী নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করার জোর দাবী জানাচ্ছে। (৭) অদ্যকার সম্মেলন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** বিরুদ্ধে বর্তমান সরকারের আমলে দুর্নীতি দমন কমিশনের সম্প্রতি দায়েরকৃত মিথ্যা মামলার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে উক্ত মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাচ্ছে। একইসাথে বিগত চারদলীয় জোট সরকারের দায়েরকৃত ১০টি মিথ্যা মামলার মধ্যে বাকী ১টি মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বর্তমান সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

দেশব্যাপী সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ, আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল

রংপুর ২৬ জুলাই বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রংপুর যেলার উদ্যোগে পীরগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও হাড়াভাঙ্গা ডিএইচ ফাযিল মাদরাসার ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

লালমণিরহাট ২৭ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোচা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম।

ঢাকা ২৭ জুলাই শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ঢাকা যেলার ধামরাই থানাধীন ইকুরিয়া পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও স্থানীয় কাকরান দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব তাসলীম সরকার। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যাপক হাবীবুর রহমানকে সভাপতি ও ডাঃ আতাউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'আন্দোলন'-এর ইকুরিয়া এলাকা এবং নাছরুল্লাহকে সভাপতি ও রুবেল মিয়াকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ'-এর ইকুরিয়া এলাকা কমিটি গঠন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, ইকুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদে সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব

ও ইকুরিয়া বড়পাড়া জামে মসজিদে তাসলীম সরকার জুম'আর খুৎবা পেশ করেন। ইকুরিয়ায় 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র এলাকা কমিটি গঠিত হওয়ায় স্থানীয় মুছল্লী ও সুধীবৃন্দের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে দাওয়াতী কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

নীলফামারী ২৮ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার উদ্যোগে জলঢাকা থানাধীন দাওবাড়ী নেকবখত কঠিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ওছমান গণীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক জনাব আব্দুল আযীয ও দফতর সম্পাদক ডা. শহীদুর রহমান প্রমুখ।

ঝিনাইদহ ২৮ জুলাই শনিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে কিসমত ঘোড়াগাছা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার ইয়াকুব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকবর হোসাইন।

ফুলতলা, পঞ্চগড় ২ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে যেলার বোদা থানাধীন ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

উযীরপুর, বরিশাল ২ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বরিশাল যেলার উদ্যোগে উযীরপুর থানাধীন দক্ষিণ মাদারশী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর আহ্বায়ক মাস্টার আয়েন আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজবাড়ী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

দিনাজপুর-পশ্চিম ৩ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার চিরির বন্দর থানাধীন আন্দারমোহা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

নাটোর ৩ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার উদ্যোগে বড়াইগ্রাম থানাধীন জোনাইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ড. মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ।

কুষ্টিয়া-পশ্চিম ৩ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে দৌলতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ গোলাম যিল-কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আকবর হোসাইন।

পিরোজপুর ৩ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পিরোজপুর যেলার উদ্যোগে স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আযীযুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম।

টাঙ্গাইল ৩ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ ভবানীপুর-পাতুলী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' টাঙ্গাইল যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আব্দুল ওয়াজেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী ও জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান।

কুড়িগ্রাম-উত্তর ৩ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোপালপুর বোডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালমনিরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুন্তাযির রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব হোসেন।

চট্টগ্রাম ৩ আগষ্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ চট্টগ্রাম শহরের খুলশী থানাধীন ঝাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলার উদ্যোগে 'রামাযানের তাৎপর্য' শীর্ষক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে 'আন্দোলন'-এর কর্মী ও সুধীবৃন্দ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রধান অতিথি উক্ত মসজিদে জুম'আর খুৎবা পেশ করেন। অতঃপর বাদ জুম'আ থেকে ইফতার পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান অব্যাহত থাকে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে

তিনি উপস্থিত সুধীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অনুষ্ঠানে উক্ত মসজিদের ইমাম মাওলানা রায়হান মাদানী সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ৪ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর-মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর অফিস সহকারী মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন গাইবান্ধা-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম।

জামালপুর ৪ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ আছর সরিষাবাড়ী কোনাবাড়ী দাখিল ও হাফেযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব বযলুর রহমান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কোনাবাড়ী দাখিল মাদরাসার সুপারিনটেনডেন্ট মাওলানা সুরুযযামান, সহ-সুপার মাওলানা আনীসুর রহমান ও উচ্চগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আশরাফ ফারূকী প্রমুখ।

দিনাজপুর-পূর্ব ৪ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে নবাবগঞ্জ প্রফেসরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মেহেরপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মানছূরুর রহমান।

গোপালগঞ্জ ৪ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গোপালগঞ্জ যেলার উদ্যোগে শহরের মিয়াপাড়াস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাস্টার সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী এবং 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে জনাব মুখতার হোসায়েনকে সভাপতি করে যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি এবং রেযওয়ানকে সভাপতি করে যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ফরিদপুর ৫ আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বোয়ালমারী থানাধীন দুর্গাপুর (শিকদারবাড়ী) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মশিউর রহমান শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মসজিদের ইমাম আরীফুয্যামান।

জামালপুর ৫ আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর ঢেঙ্গারগড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জামালপুর-উত্তর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান এবং 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও জামালপুরের বেলটিয়া কামিল মাদরাসার মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী।

জয়পুরহাট ৬ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার কালাই থানাধীন মূলগ্রাম আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

ময়মনসিংহ ৭ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর ফুলবাড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রাযযাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান।

বগুড়া, ৭ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ যোহর শহরের সাবগ্রাম মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া সংলগ্ন মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

কালদিয়া, বাগেরহাট ৮ আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা কালদিয়াতে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস ও বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

সিরাজগঞ্জ ১০ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে কাযীপুর থানাধীন বরইতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা আলীর সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন।

পাবনা ১০ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে শহরের চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম।

গাইবান্ধা ১০ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলার উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জ টিএণ্ডটি গোলাপবাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল-মামূন।

কুষ্টিয়া-পূর্ব ১০ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে পোড়াদহ মা ভাণ্ডার অটোরাইস মিল প্রাঙ্গণে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি কাযী আব্দুল ওয়াহ্হাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক দুর্রুল হুদা।

গাযীপুর ১০ আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সাবেক সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন নীলফামারী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ফাইযুল ইসলাম।

কুমিল্লা ১১ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে কোরপাই-কাকিয়ারচর সিনিয়র মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউসুফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক কাওছার আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব আমজাদ হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি জাফর ইকরাম।

রাজবাড়ী ১১ আগস্ট শনিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার উদ্যোগে পাংশা উপযেলার মৈশালা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা।

মেহেরপুর ১২ আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গাংনী থানাধীন বামুন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী যেলা আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা।

এলাকা

হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ৭ আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য বাদ আছর হাটগাঙ্গোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুল কাসেম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস ও 'যুবসংঘ'-এর রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগমারা উপযেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাস্টার নিযামুল হক, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মাওলানা সুলতান মাহমূদ প্রমুখ।

খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৫ আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খানপুর শাখার উদ্যোগে খানপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। 'যুবসংঘ' রাজশাহী-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম ও খানপুর শাখার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম।

মহব্বতপুর, মোহনপুর, রাজশাহী ৬ আগস্ট, সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে মহব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও ধুরইল কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা ময়েজুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ইমদাদুল হক, রাজশাহী-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুস্তাক্বীম হোসাইন প্রমুখ।

রাজশাহী মহানগর : 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে মাহে রামাযানে নগরীর বিভিন্ন শাখায় অনুষ্ঠিত প্রোগ্রামসমূহ: **২১ জুলাই, ১লা রামাযান শনিবার :** মহলদারপাড়া, **২৪ জুলাই, ৪ রামাযান মঙ্গলবার :** দেশলাপাড়া; **২৭ জুলাই, ৭ রামাযান শুক্রবার :** নগরপাড়া; **২৯ জুলাই, ৯ রামাযান রবিবার :** নওদাপাড়া বাজার; **৩১ জুলাই, ১১ রামাযান মঙ্গলবার :** বায়া বাজার; **৩ আগস্ট, ১৪ রামাযান শুক্রবার :** শেখপাড়া; **৪ আগস্ট, ১৫ রামাযান শনিবার :** বহরমপুর; **৯ আগস্ট ২১ রামাযান বৃহস্পতিবার :** শিরোইল; **১৫ আগস্ট ২৬ রামাযান বুধবার :** মহিষবাথান; **১৬ আগস্ট ২৭ রামাযান বৃহস্পতিবার :** বরইকুড়ি, নওহাটা। উক্ত প্রোগ্রাম সমূহে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক এবং মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ডা. সিরাজুল হক, অর্থ সম্পাদক মাওলানা গিয়াছুদ্দীন, প্রচার সম্পাদক ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আফযাল হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ ও দারুল ইফতাহ-র সদস্য মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসার আরবী প্রভাষক মাওলানা আব্দুল হান্নান, বায়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল বাছীর, নওদাপাড়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ সোহেল রানা প্রমুখ।

যুবসংঘ

সারন্দী, বাগমারা, রাজশাহী ১৫ আগষ্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর সারন্দী-মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব জনাব সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী-উত্তর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন। আলোচনা শেষে মাঈনুল ইসলামকে সভাপতি ও আতাউর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ'-এর সারন্দী-মধ্যপাড়া শাখা গঠন করা হয়।

সাইধাড়া, বাগমারা, রাজশাহী ১৬ আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর সাইধাড়া-মধ্যপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগমারা এলাকার উদ্যোগে পবিত্র মাহে রামাযান উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা আব্দুস সাত্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুল হালীম বিন ইলিয়াস। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাস্টার সিরাজুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ও হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকা সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ মুহসিন। অনুষ্ঠানে আব্দুস সুবহানকে সভাপতি ও ওমর ফারূককে সাধারণ সম্পাদক করে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ'-এর সাইধাড়া-মধ্যপাড়া শাখা গঠন করা হয়।

ঈদগাহ উদ্বোধন

জয়পুরহাট ২০ আগস্ট সোমবার : অদ্য সকাল সোয়া ৮-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার সদর থানাধীন পলিকাদোয়া গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে একটি নতুন ঈদগাহ উদ্বোধন করা হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ মাহফূযুর রহমানের সার্বিক সহযোগিতায় এ নতুন ঈদগাহের ব্যবস্থা করা হয়। এলাকার আহলেহাদীছ মুছল্লীদের দীর্ঘ দিনের দাবী ছিল ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র ঈদগাহের। এবারের ঈদুল ফিতরের ছালাত আদায়ের মধ্য দিয়ে এলাকাবাসীর সে স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। নতুন এ ঈদগাহে ঈদুল ফিতরের ছালাতে ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। ঈদের জামা'আতে যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় আমদই উইনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব গোলাম রব্বানী ও এলকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ঈদগাহে মহিলাদের ছালাত আদায়ের পৃথক ব্যবস্থা করা হয়।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নওগাঁ যেলার সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহর পিতা নাফির উদ্দীন (৮০) গত ২৮ আগস্ট সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০-টায় যেলার নিয়ামতপুর উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তিকাল করেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ ছেলে ও ৫ মেয়ে রেখে গেছেন। একই দিন বিকাল সাড়ে ৪-টায় আত্রাই থানাধীন নিজ গ্রাম ধনেশ্বরে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন তার দ্বিতীয় ছেলে মাওলানা হাবীবুল্লাহ। অতঃপর পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শহীদুল আলম ও এলাকার গণ্যমান্য বক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্ন (১/১) :* ঈদায়নের ছালাতের তাকবীর কয়টি? ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।**

সৈয়দ মেরাজ আলী
শিল্প ব্যাংক, খুলনা।

উত্তর : ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর ১২টি। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন রুকূর দুই তাকবীর ব্যতীত' এবং 'তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত' *(আবুদাউদ হা/১১৫০; ইবনু মাজাহ হা/১২৮০, দারাকুৎনী হা/১৭০৪, ১৭১০, সনদ ছহীহ)।* কাছীর বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'। কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত অত্র হাদীছ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটির সনদ 'হাসান' এবং এটিই ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত *(তিরমিযী হা/৫৩৬ সনদ ছহীহ)।* তিনি আরও বলেন যে, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ঈদায়নের ছালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিকতর ছহীহ আর কোন রেওয়ায়াত নেই এবং আমিও সে কথা বলি' *(বায়হাক্বী ৩/২৮৬; মির'আত ২/৩৩৯)।*

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ ও খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর দুই প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন *(মির'আত ২/৩৩৮, ৩৪১; ঐ, ৫/৪৬, ৫২)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছয় তাকবীরে' ঈদের ছালাত আদায় করেছেন- মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মরফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে এবং 'নয় তাকবীর' বলে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনু মাসঊদের উক্তি। তিনি এটিকে রাসূল (ছাঃ)-এর দিকে সম্বন্ধিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন *(বায়হাক্বী ৩/২৯০; নায়ল ৪/২৫৪, ২৫৬; মির'আত ৫/৫৭; আলবানী, মিশকাত হা/১৪৪৩)।*

উল্লেখ্য যে, ইমাম ত্বাহাবী 'কোন কোন ছাহাবী' (بعض أصحاب رسول الله صــ) থেকে 'জানাযার তাকবীরের ন্যায়' মর্মে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। যা তিনি ও শায়খ আলবানী 'হাসান' বলেছেন *(ছহীহাহ হা/২৯৯৭)।* যদিও নববী, আসক্বালানী, যায়লাঈ প্রমুখ প্রায় সকল বিদ্বান হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। তবে আলবানী তাঁর দীর্ঘ আলোচনা শেষে বলেছেন, সবটাই জায়েয। যদিও সাত ও পাঁচ তাকবীর আমার নিকটে অধিকতর প্রিয়। কেননা এর বর্ণনাকারী সর্বাধিক'। আমরাও বলি, সাত ও পাঁচ মোট ১২ তাকবীরের হাদীছসমূহ অধিকতর ছহীহ এবং সংখ্যায় অধিক। অতএব বিতর্কিত বর্ণনাসমূহ বাদ দিয়ে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপর আমল করাই উত্তম।

ইবনু হাযম আন্দালুসী (রহঃ) বলেন, 'জানাযার চার তাকবীরে ন্যায়' মর্মের বর্ণনাটি যদি 'ছহীহ' বলে ধরে নেওয়া হয়, তথাপি এর মধ্যে ছয় তাকবীরের পক্ষে কোন দলীল নেই। কারণ তাকবীরে তাহরীমা সহ ১ম রাক'আতে চার ও রুকূর তাকবীর সহ ২য় রাক'আতে চার তাকবীর এবং ১ম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ও ২য় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে তাকবীর দিতে হবে বলে কোন কথা সেখানে নেই *(ইবনু হাযম, মুহাল্লা ৫/৮৪ পৃঃ)।* অতএব ১২ তাকবীরের স্পষ্ট ছহীহ হাদীছের উপরে আমল করাই একান্তভাবে কর্তব্য।

প্রশ্ন (২/২): আমি একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। আমার প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ কর্মী তাবলীগ জামা'আতের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় দ্বীনী ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। কিন্তু সমস্যা হ'ল তাদের অধিকাংশই অফিসের কাজ-কর্মে অবহেলা ও অলসতা করে। তারা রাত জেগে ইবাদত করে ও অফিসে বিশ্রাম নিতে চায় এবং সর্বদা ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষণে এসব কর্মীদের বেতন গ্রহণ করা হালাল হবে কি? আর বেতন হারাম হ'লে তাদের ইবাদত কবুল হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-সোহরাব হোসাইন
সাভার শিল্প এলাকা, ঢাকা।

উত্তর : যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে কাজ আন্তরিকতার সাথে যথাসাধ্য পালন করার জন্য তাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। অন্যথা ক্বিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা প্রত্যেকেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫, 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)।* তিনি আরও বলেন, সত্বর তোমরা তোমাদের প্রভুর সঙ্গে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/২৬৫৯)।* সুতরাং দায়িত্ব পালন না করে বেতন ভোগ করলে তা হারাম হবে। আর হারাম খেয়ে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন

ব্যক্তি কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকে। অথচ তার খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় বস্ত্র সবই হারাম। তার দো'আ কিভাবে কবূল হবে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন ও হালাল অন্বেষণ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অফিস প্রধানের অনুমতি ব্যতীত দায়িত্ব পালন থেকে সামান্যতম দূরে থাকা যাবে না।

প্রশ্ন (৩/৩): আমরা জানি তারাবীহ্‌র ছালাত ২ রাক'আত পর পর সালাম ফিরাতে হয়। কিন্তু জনৈক ব্যক্তি বলেছেন ৪ রাক'আত পর পর ছালাম ফিরাতে হবে। তিনি বুখারী হা/১১৪৭ দ্বারা দলীল পেশ করছেন। এক্ষণে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শফীক
চিরির বন্দর, সুখীপীর, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তির বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা উক্ত চার-এর ব্যাখ্যা রাবী আয়েশা (রাঃ)-এর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূল (ছাঃ) প্রতি দু'রাক'আত পর পর সালাম ফিরাতেন... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮, 'রাত্রিকালীন ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, রাত্রির (নফল) ছালাত দু'রাক'আত দু'রাক'আত' *(বুখারী হা/৪৭২; মুসলিম হা/৭৪৯; মিশকাত হা/১২৫৪)*।

প্রশ্ন (৪/৪): জুম'আর ছালাতের আগে ও পরে সুন্নাত কত রাক'আত?

-সুলতানুল ইসলাম, ঢাকা।

উত্তর : জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১)*। অন্যথা মুছল্লী কেবল 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার অথবা দুই রাক'আত পড়া যায়। এছাড়া চার এবং দুই মোট ছয় রাক'আতও পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; মির'আত ৪/১৪২-৪৩)*।

প্রশ্ন (৫/৫): মসজিদের ডান পাশে আল্লাহ এবং বাম পাশে মুহাম্মাদ কেন লিখা যাবে না? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলতাফ হোসাইন
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।

উত্তর : আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি প্রদর্শন করা শরী'আত বিরোধী। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বুঝায়। যা মুসলমানের তাওহীদী আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া ছূফীরা স্রেফ 'আল্লাহ' বলে যিকর করে। যা শরী'আত বিরোধী। অতএব এগুলি দেওয়ালে বা কোন কাগজে বা কোন কিছুতে এককভাবে লেখা যাবে না। এগুলি সম্পূর্ণরূপে মিটিয়ে ফেলতে হবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১০৪, পৃঃ ১৯২)*।

প্রশ্ন (৬/৬): জানাযার ছালাতের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা কি জায়েয?

-আবুল কালাম
শিক্ষক, মাকলাহাট সরকারী স্কুল, নওগাঁ।

উত্তর : দাফনের পরে একজনের নেতৃত্বে সকলে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা ও সকলের সমস্বরে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। সম্মিলিতভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করার সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে 'জানাযা' বলা হয়। সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রার্থনা করা হয়। সাথে সাথে মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর মৃতব্যক্তি যেন মুনকার ও নাকীরের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হন, সেজন্য সকল মুছল্লীকে ব্যক্তিগতভাবেও দো'আ করতে বলা হয়েছে। যেমন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَثَبِّتْهُ *'আল্লা-হুম্মাগফির লাহূ ওয়া ছাব্বিতহু'* (হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন ও তাকে দৃঢ় রাখুন' *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৭): আমার সাথে মনোমালিন্য রয়েছে এমন একজন ভাইকে সালাম দিয়ে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছি। কিন্তু তিনি উত্তর দিচ্ছেন না বরং দূরে থাকার চেষ্টা করছেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে তার পরিণাম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শহীদুল ইসলাম
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : শারঈ কারণ ব্যতিরেকে এই দুই ব্যক্তির এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ নিয়ে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ অবৈধ। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন দিনের বেশী কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলিম ভাই হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শিরককারী ব্যতীত প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে যে তার ভাইয়ের সাথে হিংসা জিইয়ে রেখেছে, ঐ ব্যক্তি ক্ষমা পায় না আপোষ না করা পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৯)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে- 'কোন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০৩৫)*।

প্রশ্ন (৮/৮): পিল খেয়ে হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা জায়েয কি? হায়েয অবস্থায় ওয়ায মাহফিলে যাওয়া অথবা মাইয়েতকে দেখা যাবে কি? পুরুষ-মহিলা উভয়কেই কি নাভীর নীচের ও বগলের লোম কেটে ফেলতে হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মোসাম্মাৎ খাদীজা ও মিথী
পুরিন্দা, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : নাপাকীর দিনগুলিতে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে তা পালন করাই সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হ'ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করে ছিয়াম

পালন করা যায় *(ফাতাওয়া বিন বায 'ছিয়াম' অধ্যায় ফৎওয়া নং ৫৭; ১৫/২০০ পৃঃ)*। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া ও ক্বাযা করাই উত্তম। ঋতু অবস্থায় বক্তব্য শুনতে এবং মাইয়েতকে দেখতে পারবে। পুরুষ ও মহিলা উভয়কেই নাভীর নীচের ও বগলের লোম কেটে ফেলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*।

প্রশ্ন (৯/৯): জনৈক আলেম বলেন, 'তারাবীহর ছালাত আদায় করলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ হয়'। কথাটি কি সঠিক?

-রুহুল আমীন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রামাযানের রাত্রিতে ইবাদত করে (তারাবীহ পড়ে), তার পূর্বের (ছগীরা) গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৯৫৮)*। তবে কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না *(নিসা ৪/৩১, নাজম ৫২/৩২; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৪)*।

প্রশ্ন (১০/১০): বিতর ছালাতের পরে 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস' বলা যাবে কি?

-একরামুল হক, সাতক্ষীরা।

উত্তর : বলা যাবে। রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাতান্তে এ দো'আটি পাঠ করতেন এবং শেষের দিকে টেনে বলতেন *(আবূদাঊদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/১২৭৪)*।

প্রশ্ন (১১/১১): মহিলারা চুল কালো করার জন্য কালো মেহদী, কালো তেল ও স্টার ব্যবহার করে থাকে। এটা করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত দ্রব্যাদি যদি পাকা চুল কালো করার জন্য হয়, তাহ'লে তা ব্যবহার করা যাবে না। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বিরত থাক *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। তিনি বলেন, আখেরী যামানায় কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো রংয়ের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। এরা জান্নাতের সু-বাতাসও পাবে না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১২): জনৈক বক্তা বলেন, ওমর (রাঃ) যে রাস্তা দিয়ে হাঁটে ঐ রাস্তা দিয়ে শয়তান হাঁটে না। উক্ত হাদীছ কি ঠিক? যদি সঠিক হয় তাহ'লে হাদীছ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
চিরির বন্দর, সুখীপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : বক্তব্যটি সঠিক। রাসূল (ছাঃ) একদা ওমর (রাঃ)-কে বলেন, যার হাতে আমার জীবন তার কসম করে বলছি, হে ওমর! শয়তান যদি তোমাকে কোন গলিতে চলতে দেখে, তবে সে অন্য গলিতে পথ চলে *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৬০২৭ 'ওমরের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩): আমাদের স্কুলে প্রতিদিন সকালে পতাকাকে সালাম জানানোর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর কিছু ছাত্র সংগীত গায়। এটা শরী'আত সম্মত কি-না তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

সোহেল রানা, রংপুর।

উত্তর : দেশের পরিচিতি হিসাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা যায় *(হুজুরাত ১৩)*। কিন্তু তাকে সালাম করার বিধান নেই। বিশেষ বিশেষ সময়ে এটা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধের সময় পতাকা উত্তোলন করতেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৮৭-৮৯; সনদ হাসান)*। জাতীয় পতাকার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকা ও দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কেননা তা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ, যা মুসলমানদের জন্য অবশ্য বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ তার হাশর-নাশর তাদের সাথেই হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শিরক মিশ্রিত। যা মুখে বলা ও হৃদয়ে বিশ্বাস করা অমার্জনীয় গোনাহের কাজ। নিষ্পাপ বাচ্চাদের হৃদয়ে যারা এই বিশ্বাস প্রোথিত করে দিচ্ছেন, তারা আরও বেশি গোনাহগার হচ্ছেন। উক্ত গানে 'বাংলা'-কে 'মা' সম্বোধন করা হয়েছে এবং গানের মধ্যে উক্ত কল্পিত মায়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে মায়ের মুখের 'মধুর হাসি', 'মুখের বাণী', মায়ের বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামের তাওহীদ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তৃতীয়তঃ এ গানটি বাংলাদেশ-এর স্বাধীন অস্তিত্বের বিরোধী। কেননা এ গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খৃঃ) রচনা করেছিলেন ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একীভূত করার উদ্দেশ্যে। অতএব এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৪/১৪): জনৈক আলেম বলছেন, নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তার বক্তব্য কি সঠিক?

আতাউর রহমান,
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ, সেভাবেই ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৩)*। তবে বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- মহিলা ইমাম মহিলাদের সামনের কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াবেন *(আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৪৯৩)*। ইমাম কোন ভুল করলে মহিলা মুক্তাদীগণ হাতে হাত মেরে আওয়ায করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৮)*। মহিলারা সুগন্ধি মেখে মসজিদে আসবেন না। তারা পুরুষের ইমামতি করবেন না *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ ১৪৩-৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫): ইতেকাফরত অবস্থায় জানাযায় শরীক হওয়া

যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আরাফাত হোসাইন
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : ইতেকাফরত অবস্থায় জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করা যাবে না *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২১০৬)*। অর্থাৎ মসজিদের বাইরে যাওয়া যাবে না *(মিরক্বাত, ঐ)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬): জনৈক আলেম বলেন যে, নবী (ছাঃ) গর্ভে থাকাকালে মা আমেনা পেটের দিকে চেয়ে দেখেন একটা জ্যোতি বের হচ্ছে। এ সময় আমেনা কূয়া থেকে পানি আনতে গিয়ে দেখেন কূয়ার পানিই উপরে উঠে আসে। আল্লাহ বলেন, নবীকে নিয়ে পানি তুলতে আমেনা কষ্ট পাবে তাই কূয়ার পানি উপরে উঠে আসে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ এরশাদ মিয়া
রসুলপুর, মহিষবান্দি, গাইবান্ধা।

উত্তর : এগুলি ভিত্তিহীন কাহিনী মাত্র। তবে কিছু যঈফ বর্ণনা এ বিষয়ে এসেছে। যেমন, আমেনা বলেন, যখন তিনি রাসূলকে প্রসব করেন, তখন যেন সেখান থেকে একটা জ্যোতি বের হ'ল, যা সিরিয়ার প্রাসাদ সমূহ আলোকিত করে ফেলল' *(বায়হাক্বী দালায়েলুন নবুঅত ১/৮০; আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৫৪)*। এ সময় ইরাকের সাওয়া উপসাগরের পানি শুকিয়ে যায় ও তার তীরবর্তী গীর্জাসমূহ ভেঙ্গে পড়ে' *(ঐ, যঈফাহ হা/২০৮৫; গাযালী, ফিক্বহুস সীরাহ পৃঃ ৪৬)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : হারাম উপার্জনকারী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি? কেননা দাওয়াত না গ্রহণ করলে আত্মীয়তা নষ্ট হয়।

-আমীর হামযা
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : স্পষ্ট ও শুধুমাত্র হারাম উপার্জনকারী আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে রাসূল (ছাঃ) ইহুদীর বাড়ীতে দাওয়াত খেয়েছেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। সে হিসাবে আত্মীয়তার হক আদায়ের উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে যাওয়া ও খাওয়া যেতে পারে তাকে হারাম থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়ার জন্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে। নইলে সত্বর আল্লাহ তোমাদের উপর গযব প্রেরণ করবেন। আর তখন তোমরা দো'আ করবে। কিন্তু তা কবুল করা হবে না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪০)*।

ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, তার নিকটে জনৈক ব্যক্তি এসে বলল, আমার একজন প্রতিবেশী আছে যে সূদ খায় এবং সর্বদা আমাকে তার বাড়িতে খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়। এক্ষণে আমি তার দাওয়াত কবুল করব কি? জওয়াবে তিনি বললেন, مَهْنَأُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ 'তোমার জন্য এটি বিনা কষ্টের অর্জন এবং এর গোনাহ তার উপরে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১৪৬৭৫, ইমাম আহমাদ আছারটি 'ছহীহ' বলেছেন; ইবনু রজব হাম্বলী, জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম (বৈরূত : ১৪২২/২০০১), ২০১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮): ফজরের ছালাতের পর ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করা কি শরী'আত সম্মত?

আব্দুল লতীফ, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ *(তিরমিযী হা/২৯২২; মিশকাত হা/২১৫৭)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯): **হজ্জের সামর্থ্য বলতে কি গচ্ছিত টাকা না জমিজমা বুঝায়? বর্তমান সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাদের ১০ শতাংশ জমির মূল্য ৫ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যাবে। এসব ব্যক্তিদের উপর কি হজ্জ ফরয নয়?**

জাহাঙ্গীর আলম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : হজ্জের 'সামর্থ্য' বলতে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যিকভাবে প্রয়োজনীয় সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদকে বুঝায়। যা দিয়ে হজ্জে যাওয়া-আসার খরচ সংকুলান হয়। তা সঞ্চিত অর্থ হোক বা সম্পদের বিক্রয় মূল্য হোক। কাজেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমির মালিকদের ক্ষেত্রে জমি বিক্রি করে হ'লেও হজ্জে যাওয়া ফরয। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্‌র জন্য লোকদের উপর বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ ফরয করা হ'ল, যারা সে পর্যন্ত যাবার সামর্থ্য রাখে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে জনগণ! তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করা হয়েছে। অতএব তোমরা হজ্জ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৫)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে, সে যেন দ্রুত সেটা সম্পাদন করে' *(আবুদাউদ হা/১৫২৪, মিশকাত হা/২৫২৩)*।

প্রশ্ন (২০/২০): আমার পিতা ও চাচারা তিন ভাই। আমার পিতা ২ ছেলে ৫ মেয়ে, ছোট চাচা ১ মেয়ে এবং সর্বশেষ আমার বড় চাচা ১ মেয়ে রেখে মারা গেছেন। এক্ষণে বড় চাচার সম্পত্তিতে আমরা কোন অংশ পাব কি? পেলে তা ভাতিজা ও ভাতিজীদের মাঝে কিভাবে বণ্টিত হবে?

-আলমগীর হোসায়েন
মাদারীপুর।

উত্তর : বিবরণ অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি ১ কন্যা, ২ ভাতিজা এবং ৬ ভাতিজী রেখে গেছেন। তার সম্পদের ওয়ারিছ কেবলমাত্র তার কন্যা। সে পিতার সম্পত্তির অর্ধাংশ পাবে। আর ২ ভাতিজা আছাবা হিসাবে বাকী অর্ধাংশ পাবে। কিন্তু ভাতিজীগণ ভাইদের সাথে 'আছাবা' হ'তে না পারায় তারা অংশ পাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মৃতের পরিত্যক্ত সম্পত্তির নির্ধারিত অংশসমূহ হকদারগণকে পৌঁছে দাও। অতঃপর যা বেঁচে যাবে, সেগুলি (আছাবা সূত্রে) নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীদের দাও' *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৪২, 'ফারায়েয ও অছিয়তসমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : কুরবানীর সাথে আকীকা দেয়া কি জায়েয?

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কুরবানীর সাথে আকীকা করার কোন দলীল নেই। অতএব তা জায়েয নয়। কারণ কুরবানী ও আকীকা দু'টো

ভিন্ন বিষয়। কেউ দিলে তা শরী'আত সম্মত হবে না *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আকীকা পৃঃ ২০)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাঁটু না হাত রাখতে হবে?

-মাওলানা আব্দুল মালেক
মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখতে হবে এবং পরে হাঁটু রাখতে হবে। এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সিজদা করে, তখন সে যেন উটের মত না বসে। বরং সে যেন তার উভয় হাত উভয় হাঁটুর পূর্বে মাটিতে রাখে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৯৯; 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। এই হাদীছকে কেন্দ্র করেই দু'টি মতের সূত্রপাত হয়েছে। কারণ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, হাদীছটির প্রথম অংশ শেষ অংশের বিরোধী। কেননা উটের বসা গরু-ছাগলের বসা থেকে ভিন্ন নয়। চতুষ্পদ জন্তুর সামনের দু'টিকে হাত ও পেছনের দু'টিকে পাঁ বলা হয়। গরু-ছাগল যেমন বসার সময় প্রথমে হাত বসায়, উটও তেমন বসার সময় প্রথমে হাত বসায়। অথচ হাদীছের প্রথম অংশে উটের মত বসতে নিষেধ করা হয়েছে। অর্থাৎ রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং হাদীছের শেষ অংশে রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) সহ যাঁরা সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন তাদের যুক্তি হ'ল, যেহেতু হাদীছের প্রথম অংশ শেষ অংশের বিরোধী, সেহেতু রাবী হাদীছটি বর্ণনার সময় শেষ অংশকে প্রথম অংশের উল্টা করে ফেলেছেন। মূলত হাদীছটির শেষ অংশ হবে 'সে যেন হাতের পূর্বে হাঁটু রাখে'।

কিন্তু এই যুক্তি ঠিক নয়। কারণ চতুষ্পদ জন্তুর হাতেই হাঁটু। যার প্রমাণে হাদীছে এসেছে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) হিজরতের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদীনার দিকে রওয়ানা হন, তখন কুরাইশ নেতারা রাসূল (ছাঃ)-কে হত্যা করতে পারলে একশত উট পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এই পুরস্কারের লোভে সুরাকাহ বিন জু'শুম ঘোড়া ছুটিয়ে যখন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটবর্তী হ'ল, তখন সে বলে যে, سَاخَتْ يَدَا فَرَسِيْ فِي الأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الـــرُّكْبَتَيْنِ 'আমার ঘোড়ার হাত দু'টি হাঁটু পর্যন্ত মাটিতে দেবে গেল' *(বুখারী হা/৩৯০৬)*। জাহেয বলেন, চতুষ্পদ জন্তুর হাঁটু হ'ল হাতে এবং মানুষের হাঁটু হ'ল পায়ে *(জাহেয, কিতাবুল হায়ওয়ান, ২/৩৫৫ পৃঃ)*। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন, উটের হাঁটু হ'ল হাতে, যা মানুষের অনুরূপ নয়' *(ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, ১/২৫৪ পৃঃ)*। অতএব প্রমাণিত হ'ল যে, উট ও অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুর হাতেই হাঁটু। সুতরাং রাসূল (ছাঃ) রুকূ থেকে সিজদায় যাওয়ার সময় উটের মত প্রথমে হাঁটু না দিয়ে হাত রেখে সিজদায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

এছাড়াও আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে ছহীহ মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা কালে হাঁটুর পূর্বে মাটিতে হাত রাখতেন' *(হাকেম হা/৮২১, ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬২৭; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ, টীকা নং ১)*।

ইমাম আওযাঈ বলেন, আমি লোকদেরকে পেয়েছি এই অবস্থায় যে, তারা স্বীয় হস্তগুলিকে তাদের হাঁটুর পূর্বে রাখত। ইমাম মারওয়াযী উক্ত আছারটি স্বীয় 'মাসায়েল' গ্রন্থে *(১/১৪৭/১)* ছহীহ সনদে সঙ্কলন করেছেন *(আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ), পৃঃ ১২২)*। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু আগে রাখতেন বলে দারেমী ও সুনান চতুষ্টয়ের বরাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে মিশকাতে *(হা/৮৯৮)* যে বর্ণনাটি সঙ্কলিত হয়েছে, তা যঈফ। তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ক্বওলী ও ওয়ায়েল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ফে'লী। দলীল গ্রহণের সময় ক্বওলী হাদীছ অগ্রগণ্য হয়ে থাকে। যাদুল মা'আদের ভাষ্যকার শু'আয়েব আরনাঊত্ব ও আব্দুল কাদের আরনাঊত্ব আগে হাঁটু রাখার পক্ষে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম প্রদত্ত সকল প্রমাণাদি আলোচনা শেষে মন্তব্য করেন যে, লেখকের সকল দলীল তাঁর বিপক্ষে গিয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত আগে হাত রাখার হাদীছ নিঃসন্দেহে ছহীহ এবং ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত আগে হাঁটু রাখার হাদীছ যঈফ *(যাদুল মা'আদ (বৈরূত ১৪১৬/১৯৯৬) ১/২২৩ টীকা-১)*। ইবনু হাযম আগে হাত রাখাকে ফরয ও অপরিহার্য বলেছেন *(মুহাল্লা, মাসআলা নং ৪৫৬)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : বিসমিল্লাহ বলে ওযূ শুরু না করলে ওযূ হবে না (আবুদাঊদ হা/১০১)। আমার প্রশ্ন হ'ল, তবে এটা কি ফরয? সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল গণী, পাবনা।

উত্তর: ইমাম আহমাদ, বায়হাক্বী, নববী, বাযযার প্রমুখ বিদ্বানগণ হাদীছটি যঈফ বলেছেন। পক্ষান্তরে শায়খ আলবানীসহ অনেক বিদ্বান 'ছহীহ' বলেছেন। সেকারণ তাদের নিকটে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। অন্য বিদ্বানগণের নিকটে 'মুস্তাহাব'। কেননা কুরআনে বর্ণিত ওযূর নিয়মে বিসমিল্লাহ বলার বিষয়টি নেই। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর ওযূর নিয়ম বর্ণনায় বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশনা নেই *(আবুদাঊদ হা/৮৫৮)*। সকল শুভকাজের পূর্বে হাদীছে বিসমিল্লাহ বলার নির্দেশনা এসেছে। সে হিসাবে ওযূর পূর্বের বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক। যদি কেউ না বলেন তাহ'লে তিনি এই সুন্নাতের নেকী হ'তে মাহরূম হবেন। অতএব ওযূর পূর্বে বিসমিল্লাহ বলা মুস্তাহাব, তবে ফরয নয়।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : আজকাল ছেলে-মেয়েদের অনেকেই পিতা-মাতার অজান্তে সাজানো অভিভাবকের মাধ্যমে কোর্ট ম্যারেজ করে একত্রে বসবাস করছে। অভিভাবকরাও মান-সম্মানের ভয়ে বিষয়টি প্রকাশ করেন না। পরবর্তীতে কোন এক পর্যায়ে পুনরায় ঘটা করে পূর্ণ সামাজিক প্রথায় বিবাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এক্ষণে দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বর-কনের মেলামেশা বৈধ হিসাবে গণ্য হবে কি?

-ডাঃ আমীমুল এহসান
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর: *অভিভাবক ছাড়া বিবাহ বৈধ হয় না। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,* لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 'অভিভাবক ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'কোন নারী অভিভাবক ছাড়া বিবাহ করলে তা বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩১)*। অতএব উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দ্বিতীয় বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত বর-কনের একত্রে বসবাস অবৈধ ও ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত হবে। সঠিক পন্থায় বিবাহ সম্পাদনের পর তাদের এই ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে খালেছ অন্তরে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : আযান চলাকালীন সময়ে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া যাবে কি?

-ওবায়দুল ইসলাম
শৈলেরকান্দা, জামালপুর।

উত্তর: যাবে। কেননা আযান চলাকালীন সময়ে সালাম দেয়া বা সালামের জবাব দেয়া যাবে না মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অথচ সাক্ষাত হ'লে পরস্পরে সালাম দেয়া মুসলমানের জন্য পারস্পরিক হক-এর অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/১৫২৪)*। রাসূল (ছাঃ) ছালাতরত অবস্থাতেও হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দিতেন *(আবুদাউদ হা/৯২৬, তিরমিযী হা/৩৬৭)*। অতএব আযান চলাকালীন সময়ে সালাম বিনিময়ে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : মসজিদে মহিলাদের ছালাতের জন্য পৃথক রুম করা আছে। এখন অনেক সময় গরমের কারণে মুছল্লীরা বারান্দায় ছালাত আদায় করলে মহিলারা তাদের সামনে পড়ে যায়। এ ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ উজ্জ্বল হোসেন
গাজীপুর, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তর : মহিলারা পর্দার মধ্যে থাকলে ছালাত শুদ্ধ হবে। কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : চার বছর অথবা পাঁচ বছরের টাকা অগ্রিম পরিশোধ করে আমের পাতা লীজ নেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রানা, রাজশাহী কলেজ।

উত্তর: উল্লেখিত পদ্ধতিতে লিজ নেওয়া যাবে না। কারণ রাসূল (ছাঃ) একাধিক বছরের জন্য ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪১)*। কারণ এতে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা ধোঁকায় পড়তে পারে। পাতা ক্রয়, মুকুল ক্রয়, ফল ক্রয় সবই এই নিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : কুরআনে 'বায়'আত' নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তা কি মেয়েদের পুরুষের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে? যদি না হয় তবে কখন কুরআনের সেই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল? এর শানে নুযূল কি? বিস্তারিতভাবে জানতে চাই।

-শামসুল হক, টাংগাইল।

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা সূরা মুমতাহিনার ১২ নম্বর আয়াতে মহিলাদের বায়'আত সম্পর্কে এরশাদ করেন, 'হে নবী! যখন ঈমানদার নারীগণ আপনার নিকট এসে আনুগত্যের বায়'আত নেয় এই মর্মে যে, তারা শিরক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না, মিথ্যা অপবাদ রটনা করবে না এবং ভাল কাজে আপনার অবাধ্যতা করবে না, তখন তাদের বায়'আত গ্রহণ করুন' *(মুমতাহিনা ৬০/১২)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন উক্ত আয়াতের প্রেক্ষাপটে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন নারী আসলে আয়াতে উল্লিখিত বিষয়ে তিনি আনুগত্যের বায়'আত নিতেন কথার মধ্যমে। কিন্তু কখনো তাঁর হাত কোন নারীর হাতে স্পর্শ করেনি *(বুখারী হা/৫২৮৮, মুসলিম হা/১৮৬৬)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : আমি ৩ মাস বয়স থেকে আমার নিঃসন্তান পালক পিতা-মাতার নিকটে লালিত-পালিত হয়েছি। এক্ষণে আমার আসল পিতা-মাতার সাথে আমার সম্পর্ক ক্ষীণ হওয়ায় তারা আমার নামে সম্পত্তি লিখে দিতে চায়। প্রশ্ন হ'ল- এ সম্পত্তি গ্রহণ করা কি জায়েয হবে এবং আসল পিতা-মাতার সম্পত্তিতে কি আমার কোন অধিকার আছে?

-আব্দুল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : প্রশ্ন অনুযায়ী পালিত সন্তান পালক পিতা-মাতার ওয়ারিছ হবে না। তবে এরূপ ক্ষেত্রে তারা অছিয়ত করতে পারেন। যা এক-তৃতীয়াংশের বেশী হবে না *(বুখারী হা/৬২৭৩)*। সন্তান সর্বদা জন্মদাতা পিতা-মাতারই ওয়ারিছ হয় *(নিসা ১১)*। অতএব পালকপুত্র পালক পিতা-মাতার কৃত অছিয়ত গ্রহণ করতে পারবে। সাথে সাথে সে জন্মদাতা পিতা-মাতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : জনৈক মাওলানা বলেন, যে মারিয়াম নামে সকল মহিলা জান্নাতে যাবে, উক্ত বক্তব্যটি কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আরাফাত হোসাইন
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: *কথাটি ভিত্তিহীন।*

প্রশ্ন (৩১/৩১) : স্ত্রীর সাথে রাতের প্রথম প্রহরে সহবাস করলে মেয়ে হয় ও শেষ প্রহরে সহবাস করলে ছেলে হয়, এ বক্তব্যের কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-মুহাম্মাদ রায়হান
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর: কথাটি ভিত্তিহীন। ছেলে-মেয়ে দেয়ার মালিক কেবল মাত্র আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন *(শূরা ৪৯)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : কোন ছেলের সাথে কোন মেয়ের বিবাহ হবে তা কি আল্লাহ নির্ধারণ করে রাখেন? নাকি মানুষের পসন্দমত হয়?

-মহিউদ্দীন

মাষ্টারহাট, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর: স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর যা কিছু ঘটে সবই আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। তাক্বদীরে কি আছে মানুষ তা জানে না। তাই তাকে সাধ্যমত দ্বীনদার ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিবাহের চেষ্টা করে যেতে হবে এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সওয়ারীর পশু বন্ধক রাখলে তার পিঠে আরোহণ করা যাবে। দুগ্ধবতী পশু রাখলে তার দুধ খাওয়া যাবে। কিন্তু যে বন্ধক নিবে সে খরচ বহন করবে (তিরমিযী হা/১১৯১)। হাদীছটি কি ছহীহ? যদি তাই হয়, তাহ'লে জমির ক্ষেত্রেও কি তাই হবে?

-একরামুল হক
সাতক্ষীরা।

উত্তর: বন্ধক এবং ঋণের হুকুম একই। ঋণের বিপরীতে লাভ নেওয়া যেমন সূদ, ঠিক তেমনি বন্ধক নেওয়া জিনিস থেকেও কোনরূপ লাভ গ্রহণ করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। বন্ধক মূলত ঋণের বিপরীতে যামানত স্বরূপ। সেটার সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ঋণগ্রহীতার উপর। শর্তানুযায়ী তার ঋণ পরিশোধ করলে তাকে তার বন্ধকী বস্তু ফেরত দিবে। আর ঋণ পরিশোধে অসম্মতি জানালে তার ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী সে তা থেকে উসুল করে নিবে। তবে বন্ধকী বস্তু যদি পশু হয়, সে ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ) বলেন, বন্ধক নেওয়া পশুর উপর সওয়ার হ'তে পারবে, তার খরচ অনুপাতে এবং তার দুধও পান করতে পারবে তার খরচ অনুপাতে *(বুখারী হা/২৩৭৭, মিশকাত হা/২৮৮৬)*। উল্লেখ্য যে, একমাত্র পশুর ক্ষেত্রে উপকার গ্রহণ করার অনুমতি পাওয়া যায়। যেহেতু পশুর জীবন রক্ষার জন্য তার দেখাশুনা করা অপরিহার্য, সেহেতু তার উপর ব্যয়কৃত অর্থ অনুপাতে সে তা থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু জমির ক্ষেত্রে তা জায়েয নয় *(সুবুলুস সালাম হা/৮০৯-এর ব্যাখ্যা, ৩/১০২ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, বন্ধকী জমির ফসল ভোগ করা অনুরূপ সূদ, যেমনভাবে কাউকে ১০০ টাকা ঋণ দিয়ে ১১০ টাকা নেওয়া সূদ। কেননা 'ঋণের বিনিময়ে যদি কোন লাভ নেওয়া হয়, তবে সেটাই সূদ'। বন্ধক রাখা হয় কেবলমাত্র ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তার স্বার্থে, বাড়তি লাভের জন্য নয়। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয়, আল্লাহ তাকে বহুগুণ বেশী দান করে থাকেন। আল্লাহ রূযির কম-বেশী করে থাকেন এবং তার কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : রাসূল (ছাঃ) শুক্রবারে মসজিদ নববীতে ফরয ছালাত শেষে বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত পড়তেন। বিষয়টি কি সঠিক? যদি সঠিক হয়, তবে মুছল্লীদেরকে কি সেদিকেই উৎসাহিত করতে হবে? রাসূলের এ আমল থেকে কি বিষয়টি ওয়াজিব সাব্যস্ত হবে?

-একরামুল হক আকন্দ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর: বিষয়টি সঠিক এবং এটি ফরয নয় বরং মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর পরে বাড়িতে গিয়ে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি জুম'আর পরে ছালাত আদায় করে, সে যেন চার রাক'আত পড়ে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬)*। ইমাম নববী বলেন, অত্র হাদীছগুলি দ্বারা জুম'আর পরে সুন্নাত পড়া মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। ইসহাক্ব বিন রাহওয়াইহ বলেন, মসজিদে আদায় করলে চার রাক'আত এবং বাড়িতে আদায় করলে দু'রাক'আত পড়বে। ইবনু ওমর (রাঃ) মসজিদে দু'রাক'আত এবং তারপরে চার রাক'আত পড়তেন *(মির'আত ৪/১৪২-৪৩)*।

অতএব যারা বাড়িতে এসে উক্ত সুন্নাত আদায়ে অভ্যস্ত, তারা বাড়িতে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। নইলে মসজিদেই দুই অথবা চার রাক'আত আদায় করবেন। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে কোনরূপ সুন্নাত না পড়েই মসজিদ থেকে দ্রুত বেরিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা দেখা যায়, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের সাথে যদি আমাদের ছালাতে মিল না থাকে, তাহ'লে সে ছালাত কি আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে? যেমন মাযহাবী ভাইদের ছালাত?

-শরীফুল ইসলাম
ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ *(বুখারী হা/৬০০৮; মিশকাত হা/৬৮৩)*। তিনি আরো বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে আমার অবাধ্যতা করল, সেই-ই জান্নাতে যেতে অসম্মত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩)*। অতএব ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় না করা হ'লে তা কবূলযোগ্য হবে না।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : যাকির নায়েকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, হিন্দুদের 'বেদ' সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলিতে বহু বক্তব্য রয়েছে, যা কুরআন ও হাদীছের বিধি-বিধান ও বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে সেগুলি কি আল্লাহ প্রেরিত ছহীফা, নাকি মানব রচিত কোন গ্রন্থ? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
শিবপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এগুলি আল্লাহ প্রেরিত ছহীফা হবার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীছে কিছুই বলা হয়নি। তবে বিভিন্ন ধর্মের সুন্দর বাণী সমূহ বিগত নবীগণের শিক্ষার ফসল

হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : পৃথিবীতে কি এমন কোন দ্বীপ থাকতে পারে, যেখানে এ পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি? যদি থাকে, তাহ'লে সেখানকার লোকজন অমুসলিম অবস্থায় মারা গেলে। মৃত্যুর পর তাদের ব্যাপারে ফায়ছালা কি হবে?

-মুহাম্মাদ ইসমাঈল হুসাইন
অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : ভূপৃষ্ঠে এমন কোন স্থান থাকবে না যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছবে না *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫, মিশকাত হা/৪২)*। এরপরও কারু নিকটে যদি ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছে, তবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিবেন। এতেই তারা জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কিয়ামতের দিন চার ব্যক্তি ঝগড়া করবে। (১) বধির (الأصـــم) (২) বোকা (الأحمـــق) (৩) অতিবৃদ্ধ (الهرم) এবং (৪) যে ইসলামের দাওয়াত পায়নি (من مـــات في الفتـــرة)। বধির বলবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম এসেছে অথচ আমি কিছুই শুনতে পাইনি। বোকা বলবে, ইসলাম আগমন করেছে। অথচ শিশুরা আমার দিকে পশুর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করেছে। অতিবৃদ্ধ বলবে, ইসলাম আগমন করেছে। অথচ আমি কিছুই বুঝতে সক্ষম হইনি। আর ইসলামের দাওয়াত না পাওয়া ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তোমার কোন দাওয়াতদাতা আমার নিকট আসেনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকট হ'তে আনুগত্যের শপথ নিবেন। এরপর তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করবেন এই মর্মে যে, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার জীবন নিহিত, তার কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, আগুন তার উপর ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৩৪)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : অমুসলিম-কাফের-মুশরিকদের বাড়িতে এবং যে সকল মুসলিম ছালাত আদায় করে না, ছিয়াম রাখে না, তাদের বাড়িতে খাওয়া যাবে কি? তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান সিরাজী
বোয়ালকান্দি মাদরাসা, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : অমুসলিম-কাফের-মুশরিকদের বাড়িতে খাওয়া যাবে। শর্ত হ'ল খাদ্যটি হালাল ও পবিত্র হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইহুদীর দাওয়াত খেয়েছেন, যাদের অধিকাংশ উপার্জন হারাম পন্থায় হয়ে থাকে *(বুখারী হা/২৬১৭, আবুদাঊদ হা/৪৫০৮)*। তাদেরকে মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা করা যাবে এবং তাদের সাথে দুনিয়াবী ক্ষেত্রে সদাচরণ করতে হবে। যদি তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না থাকে এবং যদি তা দ্বারা গুনাহের কাজে সহযোগিতা করা না হয় *(মুমতাহিনাহ ৬০/৮)*। একই বিধান যারা ছালাত আদায় করে না, ছিয়াম পালন করে না তাদের জন্যও প্রযোজ্য। এর মধ্য দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দেওয়ারও সুযোগ লাভ করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : সূরা বাক্বারাহ ৪১ আয়াতের মাঝে বলা হয়েছে, 'তোমরা আমার আয়াত সমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় গ্রহণ করো না এবং আমাকে ভয় কর'। প্রশ্ন হ'ল, আয়াত সমূহের পরিবর্তে তুচ্ছ বিনিময় কি? বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
জাফরপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : সূরা বাক্বারার এ আয়াত দ্বারা মদীনার ইহুদীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। যাতে তারা দুনিয়াবী স্বার্থের বিনিময়ে তাওরাত ও ইঞ্জীলে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সহ অন্যান্য বিধানাবলী গোপন না করে এবং হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম না করে। তবে এর ভাবার্থ ব্যাপক, যা সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। এখানে দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া অর্জন করাকে 'তুচ্ছ বিনিময়' বলা হয়েছে। ইহুদী ধর্মনেতাদের ন্যায় মুসলিম ধর্মনেতাগণ যেন এরূপ না করে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর দ্বারা অর্থের বিনিময়ে কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করাকেও বুঝানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শরী'আত সম্মত পন্থায় কুরআন ও হাদীছ শিক্ষা দেয়ার বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয। যেমন কুরআন পাঠের দ্বারা রোগীকে ঝাড়ফুঁক করে ছাহাবীগণ বিনিময় গ্রহণ করেছেন *(বুখারী হা/৫০০৭; মিশকাত হা/২৯৮৫, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, ১৪ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : মেয়ের পক্ষ থেকে ডিভোর্স দিয়ে তা ছেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর অভিভাবক ছাড়াই মেয়ে কাজী অফিসে গিয়ে অন্যত্র বিবাহ রেজিস্ট্রি করেছে। কিন্তু মুখে কবুল বলেনি। তখন প্রচলিত ছিল যে, রেজিস্ট্রি করলেই বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। এখন সে জানতে পেরেছে তার বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। কিন্তু তার তিনটা সন্তান রয়েছে। এখন এই বৃদ্ধ বয়সে তার করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : এমতাবস্থায় কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকটে ইখলাছের সাথে তওবা করবে ও ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কারণ অভিভাবকের অনুমতিবিহীন বিবাহ বাতিল *(আবুদাঊদ হা/২০৮৩)*। পরবর্তীতে অভিভাবক বিয়ে মেনে নিয়ে থাকলে তখনই শরী'আত সম্মতভাবে পুনরায় বিয়ে হওয়া উচিৎ ছিল। এক্ষণে অভিভাবক মেনে না নিয়ে থাকলে তাদের অনুমতি সাপেক্ষে নতুন করে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী বিয়ে পড়াতে হবে এবং তার আগ পর্যন্ত স্বামীর সাথে মেলামেশা বন্ধ রাখতে হবে।